তারাস বুলবা

নিকোলাই গোগোল

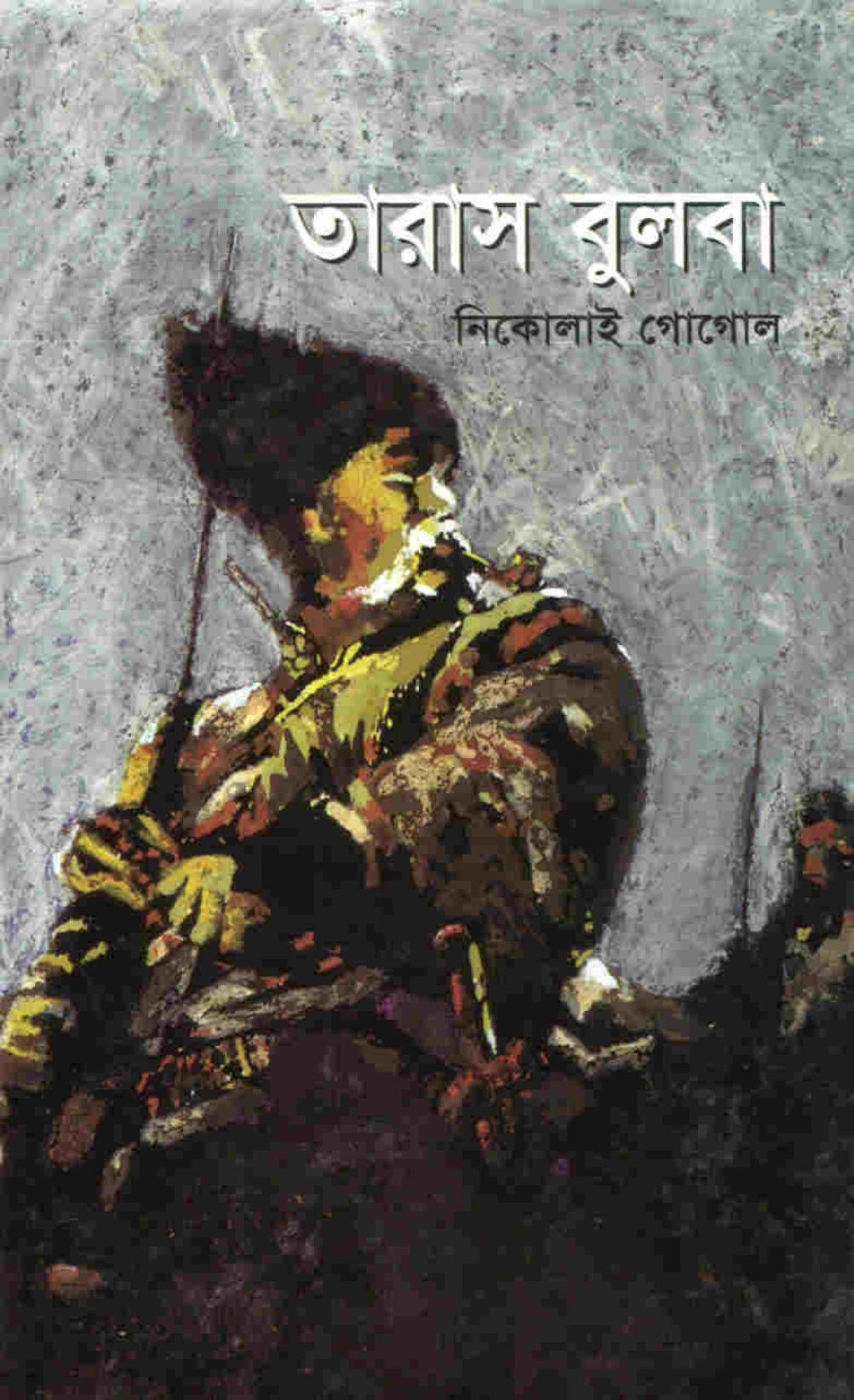

চিরায়ত গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

তারাস বুলবা

নিকোলাই গোগোল

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৫৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪০২ জানুয়ারি ১৯৯৬

তৃতীয় সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0152-3

www.pathagar.com

নিকোলাই গোগোল ও তারাস বুলবা

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এক ছোট্ট রচনায় বাংলার নব্য লেখকদের উদ্দেশে বলেছিলেন : "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" বাংলার নব্য লেখকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের এই পরামর্শ মেনেছিলেন কী না তা গবেষণার বিষয়। তবে পৃথিবীর অনেক মহান শিল্পীর মতোই রুশ ঔপন্যাসিক, রুশ কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী নিকোলাই গোগোল (১৮০৯—১৮৫২) তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। রুশ লেখক নিকোলাই নেক্রাসভ-এর কথায় এর সমর্থন মেলে। তিনি ১৮৫৫ সালে ইভান তুর্গেনিভের উদ্দেশে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : "... একেই বলে সুসন্তান—দেশের সন্তান!... যিনি কোনটা বেশি ভালো লাগতে পারে তা ভেবে লেখেননি, এমনকি নিজের প্রতিভার পক্ষে সহজতর হতে পারে এমন জিনিসও লেখেননি, যিনি লিখেছেন এমন জিনিস যা তাঁর স্বদেশের পক্ষে পরম উপকারী বলে গণ্য করেছেন।" তিনি ছিলেন এক মহান জাতীয়তাবাদী লেখক। সমালোচক নিকোলাই চেব্‌নিশেভ্‌স্কির ভাষায় : "পৃথিবীতে বহুকাল এমন আর কোনো লেখক ছিলেন না যিনি তাঁর নিজের জাতির পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ, যতখানি গোগোল ছিলেন রাশিয়ার পক্ষে।... তিনি আমাদের বলেন আমরা কী প্রকৃতির, কোথায় আমাদের ঘাটতি, কিসের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত, কিসে বিতৃষ্ণা বোধ করতে হয়, কী ভালোবাসতে হয়। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল অজ্ঞতা ও স্থূলতার বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত সংগ্রামের। ... সবই ছিল প্রবল, অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্যের দ্বারা—নিজের জন্মভূমির হিতার্থে ও সেবার চিন্তায় অনুপ্রাণিত।"

এ তো গেল নিকোলাই গোগোলের লেখার উদ্দেশ্যের কথা। আমরা যদি তাঁর সময়খণ্ডকে বিবেচনায় আনি তা হলে দেখব যে, গোগোলের রচনায় স্থান পেয়েছে যুগপৎ রুশ বাস্তবতার দুই যুগের কথা : এক, শতাব্দীর সূচনালগ্নের বাস্তবতা; দুই, পুশকিনের জীবননিষ্ঠ বাস্তববাদ এবং শতাব্দীর সমাপ্তিকালীন দস্তয়েভ্‌স্কির মর্মান্তিক দ্বৈত মতবাদ। এই ধারাটি রীতিমতো 'গোগোলীয় ধারা' নামে চিহ্নিত। গোগোলের *সেন্ট পিটার্সবার্গ উপাখ্যানমালা* (যে-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত তাঁর বিখ্যাত রচনা *তারাস বুলবা*) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দস্তয়েভ্‌স্কি বলেছিলেন, "আমরা সবাই বেরিয়েছি গোগোলের ওভারকোট থেকে।" এই উক্তির মধ্য দিয়ে দস্তয়েভ্‌স্কি নিজেকে গোগোলের অনুগামী শিষ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

রুশ কথাসাহিত্যে নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগোলের অবদান রুশ কবিতার ক্ষেত্রে আলেক্সান্দার পুশকিনের অবদানের সঙ্গে তুলনীয়। এই দুই সৃষ্টিশীল লেখকের আবির্ভাবের আগের রুশসাহিত্য সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গেলে এইটুকুই মাত্র বলা যায় যে, রুশসাহিত্য বলে একটা কিছুর অস্তিত্ব ছিল। রুশসাহিত্যে তখন ছিল জার্মান ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার শব্দসম্ভারের বাড়াবাড়ি রকমের প্রভাব। পুশকিন ও গোগোল এই দুই মহৎ প্রতিভাধরের কল্যাণে রুশসাহিত্য বের হয়ে আসে তার পুরোনো স্থবিরতা থেকে, লাভ করে নতুন পথের দিশা। সাহিত্যে রুশ জনজীবনের মধ্য থেকে উঠে আসা কথ্যভাষার শব্দসম্ভারের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে এঁরাই দিয়েছেন রুশসাহিত্যের প্রাণ ও পাখা; ধমনীতে বয়ে চলা কসাক রক্ত নিয়ে ছোট রাশিয়া বলে পরিচিত উক্রেন থেকে আসা নিকোলাই গোগোল রুশ কথাসাহিত্যের দুর্বল জীর্ণ শরীরে সঞ্চালন করে দিতে পেরেছিলেন নিজের স্বাস্থ্যবান রক্তকে, রুশ কথাসাহিত্যের শরীরে জ্বালিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর স্বকীয় পৌরুষদীপ্ত সত্তার আগুন, রুশ উপন্যাস সাহিত্যকে দিতে পেরেছিলেন পথের দিশা। ইউক্রেনের মিথ, কিংবদন্তি এবং গীতিকার সবল প্রভাব ছিল গোগোলের ওপরে। তাঁরই মাধ্যমে রুশ আধুনিক সাহিত্যে ইউক্রেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়েছিল।

গোগোলের সাহিত্যিক চেতনালোক সম্পর্কে *রুশ-সাহিত্যের রূপরেখা* বইয়ে গোপাল হালদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "...গোগোল রুশ-সাহিত্যের একটি রহস্য। বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার ধরা-বাঁধা সূত্র দিয়ে তাঁর পরিমাপ করা যায় না। ...গোগোল বিচিত্র, অদ্ভুত, এবং প্রায় কিম্ভূত সম্পদের আধার, এক প্রহেলিকা। তাঁর চিত্ত অশান্ত এবং উদ্বেজিত। রচনা-শৈলীতে তাঁর বর্ণোজ্জ্বল গদ্যরীতি রুশ-সাহিত্যে এক ব্যতিক্রম। জীবনে তিনি দুর্বোধ্য ও ব্যাধিপীড়িত। অন্তর্দ্বন্দ্বে উৎপীড়িত গোগোল শেষদিকে উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়ে যান—এই কথাটাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রতিভা, সৃষ্টির মূল ও স্বরূপ, দুইই তাই সমালোচকদের তর্কের বিষয় হয়ে থেকে গিয়েছে। তাঁর সাহিত্যের খোঁজ করলেও দেখব, সে তর্ক অকারণ নয়।"

ফরাসি সমালোচক আঁদ্রে মোরোয়া বলেন, "গোগোল ছিলেন বিষণ্ন প্রকৃতির লোক। আপন মনোরাজ্যে যে-নাটক সদাসর্বদা অভিনীত হয় তা থেকে তিনি কোনোদিন মুক্তি পাননি। আপন প্রতিভার সঙ্গে আপনি যুদ্ধমান এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব তিনি। এ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। এ-সত্য প্রকাশ করতে তিনি সতত অস্থির থাকতেন; কিন্তু কেমন যেন একটা দুর্বলতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত। দুর্বল দেহ-মন নিয়ে এতবড় একটা বোঝা তিনি বইতে পারছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি অংশ ছিল রক্ত-মাংসের এবং অন্যটি আধ্যাত্মিক। শেষোক্ত অংশ প্রথমোক্ত অংশকে ঘৃণার চোখে দেখত। এই দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের ফলে তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল।"

গোগোলের পুরো নাম নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগোল। গোগোল মধ্যরাশিয়ার লোক নন, জন্মে বরং তিনি ইউক্রেনীয়। ইউক্রেনের পোলতভা প্রদেশের মিরগোরদ-এ তাঁর জন্ম ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ। ইউক্রেনীয়

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক পরিবেশে তাঁর শৈশব ও শিক্ষাজীবন কাটে। জারতন্ত্রের অত্যাচার, অজ্ঞানতার অন্ধকার, দুর্দম কসাক জীবনযাত্রা, আর সরকারি কর্মকর্তার অত্যাচার—এইসব ছিল তাঁর জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়। সে-কারণেই গোগোলের সাহিত্যে উঠে এসেছে ইউক্রেনীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, উক্রেনের অপরূপ প্রকৃতির কাব্যময় দৃশ্যাবলি। গোগোলের পিতা নিজেও ছিলেন ইউক্রেনের জনপ্রিয় কাহিনীনির্ভর কয়েকটি নাটকের রচয়িতা। আগেই বলা হয়েছে গোগোলের জীবন ছিল প্রহেলিকাময়, অস্থির; তাঁর দেহের গঠন পুষ্ট না হলেও বুদ্ধিবৃত্তি ছিল প্রখর, চেহারায় ছিল অসাধারণত্বের ছাপ। নাক ছিল পাখির চঞ্চুর মতো লম্বা। বারো বছর বয়সে তাঁকে পাঠানো হয় নেঝিন-এর হাইস্কুলে; স্কুলের অন্যান্য ছাত্ররা তাঁকে ভয় পেত। তারা গোগোলকে ডাকত 'রহস্যময় বামন' নামে। বন্ধুদের আচরণের অবিকল অনুকরণ করতে পারতেন তিনি। অল্প বয়সেই থিয়েটারে আগ্রহী হয়ে পড়েন। লেখার চর্চাও শুরু হয় পাশাপাশি। তখনই স্বপ্ন দেখতেন বড় কিছু হওয়ার। সেকালে রুশসমাজে বড় কিছু হওয়ার মানে ছিল সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে উন্নতি করা। খুব আবেগপ্রবণ ছিলেন বলে ভবিষ্যতে কী হবেন তা অতিরঞ্জিত করে বলে বেড়াতে ভালোবাসতেন তিনি। অতিরঞ্জন করা ছিল তাঁর স্বভাবের এক মৌল প্রবণতা।

১৮২৮ সালে উনিশ বছর বয়সে খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি সেন্টপিটার্সবার্গ শহরে যান। কিন্তু সে-শহর তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সেখানে এক বাড়ির চিলেকোঠায় থাকতেন তিনি। কিন্তু সারাক্ষণ তাঁর চোখে থাকত ইউক্রেনের স্বচ্ছ আকাশের স্বপ্ন। সেই সময়ই ইউক্রেনের লোককথা তাঁর স্মৃতিকে ভারাতুর করে তুলত। মাকে চিঠিতে সে-সবের বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠাতে অনুরোধ করতেন। এই সময় গোগোল একবার অভিনেতা হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অডিশনে ব্যর্থ হওয়ায় সে-আশাও আর মেটেনি। তার পরই কবিযশোপ্রার্থী হয়ে ওঠেন তিনি। রচনা করেন আবেগপ্রবণ আদর্শবাদী মাঝারি মানের কিছু কবিতা। সংকলিত হয়ে বই আকারেও প্রকাশিত হয় সে-সব। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই। *কাব্যে পল্লী-কাহিনী* নামের সে-বইটি স্বাভাবিক কারণেই বিশেষ সমাদৃত হয়নি। রাগে ক্ষোভে তিনি পুড়িয়ে ফেলেন সেটা।

এরপর তিনি প্রশাসক হবার লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি চলে গল্পলেখার চর্চা। এ-সময়ই তাঁর প্রতি সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব ভাসিলি জুকোভস্কি এবং আলেক্সান্দার পুশকিনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নিবিড় বন্ধুত্ব হয় তাঁদের মধ্যে। তাঁদের সাহচর্য গোগোলের মনে লেখক হিসাবে নিজের প্রতি জাগিয়ে তোলে আস্থা।

এর পরই গোগোলের গল্প ও উপন্যাসের বিখ্যাত চারটি সংকলন প্রকাশিত হয় খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে। যথাক্রমে ১৮৩১ ও ১৮৩২ সালে প্রকাশিত হয় *দিকানকা পল্লীতে সন্ধ্যা* সংকলনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। একই বছর প্রকাশিত হয় *আরাবেস্কি বা সেন্টপিটার্সবার্গ উপাখ্যানমালা*। ঠিক পরের বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাটক *ইন্সপেক্টর জেনারেল*। এর পর তিনি মেয়েদের বোর্ডিং-স্কুলে ইতিহাসের

www.pathagar.com

শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ততদিনে গোগোল বেশ খ্যাতিমান লেখক। ১৮৩৪ সালে সেন্টপিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগের ইতিহাস বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন তিনি। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই ঐ পদের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেই অনুভব করে সে-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। ১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয় গোগোলের শ্রেষ্ঠ রচনা *মৃত আত্মা*।

দিকানকা পল্লীতে সন্ধ্যার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বরে আর দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩২-এর গোড়ায়। দুটি খণ্ডের প্রতিটিতেই রয়েছে ভূমিকা, শব্দার্থ আর চারটি করে উপাখ্যান। দুই খণ্ডেরই প্রথমে রয়েছে গোগোলের সমকালীন ইউক্রেনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাভিত্তিক দুটি উপাখ্যান *সরোচিনৎসির মেলা* এবং *ক্রিসমাসের আগের রাত্রি*। এরপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইউক্রেনীয় কিংবদন্তিধর্মী উপাখ্যান : *সন্ত ইভানের উৎসবের আগের সন্ধ্যা* এবং *ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা*। তৃতীয় স্থানে রয়েছে প্রথম খণ্ডের সবচেয়ে কল্পনাধর্মী ও স্বপ্নধর্মী উপাখ্যান—*মে মাসের রাত অথবা জলডুবি*, দ্বিতীয় খণ্ডে আছে : *ইভান ফিওদরাভিচ শপোনকা ও তার খালা*। এই উপাখ্যানটি বাস্তববাদী ধারার। পরবর্তী কালে এই ধারার লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন গোগোল। *দিকানকা পল্লীতে সন্ধ্যার* দুই খণ্ডেরই একেবারে শেষে স্থান পেয়েছে ছোট্ট দুটো উপাখ্যান : *হারানো দলিল* ও *মন্ত্রপড়া গণ্ডী*।

গোগোলের পরবর্তী উপাখ্যান-সংকলন *মিরগোরদ* প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালের একেবারে প্রথমদিকে। এই সংকলনটিও দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে *আগের দিনের জমিদার পরিবার* ও *তারাস বুলবা*। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে : *ভিই* এবং *ইভান নিকিফোরোভিচ ও ইভান ইভানোভিচ কলহ কথা*।

এর পরের রচনা-সংকলনের নাম *আরাবেস্কি* যা *সেন্টপিটার্সবার্গ উপাখ্যানমালা* নামে পরবর্তীতে পরিচিত হয়। এতে স্থান পায় ছয়টি গল্প। এগুলো যথাক্রমে *নেভস্কি এভিনিউ, নাক, পোর্ট্রেট, ওভারকোট, ঠেলাগাড়ি ও পাগলের দিনলিপি*। ১৮৩৬ সাল থেকে গোগোল শুরু করেন তাঁর মহত্তম উপন্যাস *মৃত আত্মা*-র রচনাকর্ম। এর প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয় ১৮৪১ সালে, প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সালে। গোগোলের *মৃত আত্মা* উপন্যাসটিকে রুশ সমালোচনা-সাহিত্যের শ্রদ্ধেয় লেখক বেলিনস্কি 'রুশদের জাতীয় সাহিত্যকীর্তি' হিসাবে অভিহিত করেন। তবে এই *মৃত আত্মা* রাশিয়ার সমাজজীবনের নেতিসূচক চিত্র। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকের নেতিবাদী মনোভাবই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে গোগোল নীতি এবং ধর্মের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছেন। গোগোল নিজেই নিজের সবচাইতে কঠোর সমালোচক। *মৃত আত্মা* পুনরায় পাঠ করে তিনি বলেছিলেন, "আমার কলম থেকে যে-সকল পিশাচ বেরিয়েছে, কেউ যদি তাদের চর্মচক্ষে দেখতে পেত তবে ভয়ে শিউরে উঠত।"

মৃত আত্মা উপন্যাসের প্রথম খণ্ড লেখার পর ফাদার মাটভি নামে চাষি-সম্প্রদায়ভুক্ত এক পাদরির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় গোগোলের। পাদরি তাঁকে উপদেশ দেন সাহিত্যিক জীবন বর্জন করার জন্য। তখন গোগোল বলেছিলেন, "লেখা বন্ধ করা এবং জীবিত না-থাকা আমার পক্ষে একই কথা।" সম্ভবত সে-কারণেই দ্বিতীয়

www.pathagar.com

খণ্ড রচনার সময় তিনি চেয়েছিলেন তাতে সদাত্মক চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে নিজহাতেই দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেন। প্রায় উন্মাদ অবস্থায় এর কয়েকদিন পরই ১৮৫২ সালের ৪ মার্চ প্রয়াত হন নিকোলাই গোগোল।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে *তারাস বুলবা* নিকোলাই গোগোলের উপাখ্যান-সংকলন *মিরগোরদ*-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে। *তারাস বুলবা* তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন ১৮৩৩ সাল থেকে। ১৮৩৫ সালের পরেও *তারাস বুলবা* উপন্যাসের আমূল পরিমার্জন করেন তিনি। ১৮৪২ সালে রচনাবলি প্রকাশের সময় তিনি *তারাস বুলবাকে* দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে মানতেই হবে যে ১৮৩৩ থেকে ১৮৪২—এই নয় বছর ধরে গোগোল *তারাস বুলবা* উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

তারাস বুলবার কাহিনী ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের। তুরস্কের সুলতান দক্ষিণে সবসময়ই ইউক্রেনীয়দের সঙ্গে শত্রুতা বাঁধিয়ে রাখত। তার ওপর এসে পড়ে আর এক অশান্তি। ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইউক্রেন দখল করে পোলরা। পোলরা তখন ছিল গৌরবের শীর্ষে। শিক্ষায়, সভ্যতায়, ঐশ্বর্যে তখন তারা খুবই উন্নত। পোলরা তখন ছিল ধর্মে রোমান ক্যাথলিক। ফলে ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রভাব তাদের ওপরও এসে পড়েছিল। আগ্রাসী পোল সম্ভ্রান্তরা বিপুলভাবে ইউক্রেনের জমি দখল করতে শুরু করেছিল তখন। তাদের উৎপীড়ন এমন পর্যায়ে এসে পড়েছিল যে ইউক্রেনি ভাষায় শিক্ষাদান পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল তারা। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে তারা কিয়েভ-এর সনাতন খ্রিস্টীয় চার্চের ধর্মপ্রচারে বাধা দিয়ে ইউক্রেনীয়দের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইল ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম। ইউক্রেনীয়দের ওপর চলতে লাগল অসহনীয় অত্যাচার। মোটকথা পোলদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইউক্রেনীয়দেরকে মানসিক দাসত্বে বেঁধে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা হরণ করা এবং ইউক্রেনি সংস্কৃতিকে মুছে দেয়া।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও ইউক্রেনীয় জনগণের মধ্যে জেগে ওঠে তীব্র প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ। ইউক্রেনীয় ভূমিদাসেরাই ছিল এইসব বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের চালিকা-শক্তি। প্রতিরোধকারী ইউক্রেনীয় ভূমিদাসদের মধ্যে কসাক-সম্প্রদায়ের জনসাধারণের অবদান ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সেই কসাক-বীরত্বই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে *তারাস বুলবা* উপন্যাসে। এই কসাক-সম্প্রদায় নিয়ে লেভ তলস্টয়ও একটি উপখ্যান লিখেছিলেন *কসাক* নামে। কসাকরা কোনো নৃ-বংশোদ্ভূত জাতি নয়। একদিকে তুর্ক সুলতান, অন্যদিকে প্রবল শক্তি পোল সামন্তগোষ্ঠী—এই দুই আক্রমণকারীর নিরন্তর নির্যাতনে দক্ষিণরাশিয়ার নিপার ও দোন নদীর তীরে এক যোদ্ধাসমাজ গড়ে ওঠে। তাদের পুরুষেরা পরিবার-পরিজন ছেড়ে এক সুরক্ষিত বেষ্টনীর মধ্যে বেড়ে উঠত। এই যে বেষ্টনী—সেখানে ছিল একটি সামরিক-রাজনৈতিক সংগঠন—এর নাম ছিল জাপোরোজীয় সেচ। একে বলা যেতে পারে এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'কসাক প্রজাতন্ত্র'। এখানে সব কসাক আইনত স্বাধীন ও সমানাধিকারী রূপে গণ্য। তবে তুলনামূলভাবে ধনী কসাকদের প্রভুত্ব ছিল বেশি। এরা সর্বদাই থাকত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের জন্য মারা

www.pathagar.com

কিংবা মরা দুটোতেই তারা অনুভব করত গৌরব। যুদ্ধের সময় ছাড়া মদ ও জুয়া ছিল তাদের জীবনের প্রধান বিলাস; এমনকী গ্রামে মা বা বধূদের আকর্ষণ তুচ্ছ ছিল তাদের কাছে। মেয়েমানুষদের প্রতি তাদের অবজ্ঞা ছিল প্রবল। এই গোষ্ঠীতে অর্থাৎ জাপোরোজীয় সেচ-এ এসে মিশেছিল উত্তর ও দক্ষিণের নানা জাতির দুর্ধর্ষ মানুষ, বিশেষ করে বহু পলাতক ভূমিদাস পালিয়ে এসে যোগ দিয়েছিল সেখানে। এই সেচের অধিবাসীদের একটাই সমাজ, একটাই পরিচয়—তারা কসাক। জারের অশ্বারোহী বাহিনীর দুর্ধর্ষ সৈনিক হতো তারা। প্রধানত তারা জারের অত্যাচারের নিষ্ঠুর হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহৃত হত।

তারাস বুলবা উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে চলেছে কসাকদের যুদ্ধমুখী স্বভাবের বিস্তারিত বর্ণনার মধ্য দিয়ে; প্রতিফলিত হয়েছে জাতীয় মূল্যবোধের প্রতি আস্থা ও দেশপ্রেম। গোগোলের বর্ণনায় এমন একটা জায়গার পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে যে অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে সুলভ শুধু কনকনে ঠাণ্ডা, ক্ষুধা আর মদ। দিনের পর দিন তাদের জীবন যাপিত হচ্ছিল অর্থহীনতার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধ তাদের সেই জীবনে এনে দিয়েছিল মহার্ঘ তাৎপর্য। স্বভূমি আর স্বধর্মের জন্য প্রাণ-বিসর্জন দেয়ার আকাঙ্ক্ষা একটা মানুষকে নায়ক হিসাবে জাগিয়ে তোলে। তাই তারাস বলতে পারে, 'নিজের দেশের সেবা না করে, ধর্মের সেবা না করে বেঁচে থাকা তো কুকুরের মতো বেঁচে থাকার সমান। আমাদের তাহলে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ?'

১৫৯৬-এর পর যখন পোলদের অত্যাচার চলত তখন নির্ভীক কসাকরা তার প্রতিরোধ করত। সম্ভব হলেই কখনো তারা আক্রমণ করত তাতারদের ওপর, কখনোবা পোলদের ওপর। জাপোরোজীয় সেচ-এর কসাকরা ছিল এ-বিষয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত। *তারাস বুলবা* উপন্যাসের পটভূমি সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। এর মধ্যে যুগপৎ ফুটে উঠেছে যুদ্ধ, রোমান্স, কসাক রণোন্মাদনা আর তাদের স্বভাবজাত নির্মম নিষ্ঠুরতা। এই নিষ্ঠুরতার রূপকে কসাক-নিষ্ঠুরতাই বলা সঙ্গত। গোগোল তাঁর প্রিয় ইউক্রেনি লোকগাথা থেকে কসাকদের সম্পর্কে জানতে পারেন এবং অনুপ্রাণিত হন *তারাস বুলবা* রচনার ব্যাপারে।

তারাস বুলবা উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে জাপোরোজীয় সেচ-এর এক বৃদ্ধ কসাক-নেতাকে নিয়ে। বৃদ্ধ কসাক তারাস-এর দুই তরুণ ছেলে—একজনের নাম অস্তাপ, অন্যজনের আন্দ্রেই। কিয়েভ সেমিনারিতে রেখে তাদের শিক্ষিত করে তুলছে তারাস। দুঃসাহসী পিতার যোগ্য পুত্র হয়ে উঠেছে তারা। তখন যুদ্ধ চলছিল না, কিন্তু খাঁটি কসাকরা তো তাই বলে বসে থাকতে পারে না; তাদের একটি দল ছুটে যাচ্ছিল পোলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে। তারাস বুলবা তাদের অগ্রগামী হয় পুত্রদের নিয়ে।

অভিযানে পোলদের একটা প্রধান শহর অবরুদ্ধ হয়। এক রাতে ছোট ছেলে আন্দ্রেইকে এক দূতী গোপন সুড়ঙ্গপথে নিয়ে যায় রাজপ্রাসাদে। কিয়েভ-এর শাসনকর্তার মেয়ে ডেকে পাঠিয়েছে আন্দ্রেইকে, তার কাছে প্রার্থনা করেছে খাদ্য। আন্দ্রেই সাড়া দেয় কিয়েভ শাসনকর্তার মেয়ের ডাকে; খাদ্য পৌঁছে দিয়ে আর

www.pathagar.com

ফিরে আসে না সে। সুন্দরীর প্রেমে ধরা পড়ে আন্দ্রেই। ভালোবাসার জন্য ভুলে যায় কসাকত্ব। কিন্তু কসাকদের কাছে কসাকত্ব সবকিছুর ওপরে। তারাস বুলবা সেই খাঁটি কসাক। কিছুদিন পর যুদ্ধের মাঠে আন্দ্রেইকে কৌশলে সামনে এনে তারাস নিজ-হাতে গুলি করে হত্যা করে সেই বিশ্বাসঘাতক পুত্রকে। এর কিছুদিন পর পোলদের হাতে ধরা পড়ল তারাসের অপর পুত্র বীর অস্তাপ। নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালানো হয় তার ওপর, তবু মাথা নোয়ায় না সে। পোলরা যখন অস্তাপকে নৃশংসভাবে হত্যা করছে তখন গোপনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারাস তা-ই দেখেছে; আর অনুভব করেছে পুত্রের গর্বিত সাচ্চা কসাকত্ব। শেষমুহূর্তে তারাস বুলবা আত্মবিস্মৃত হয়ে সগৌরবে উচ্চকণ্ঠে জানায় যে সে দেখছে সব। প্রায় ধরা পড়তে পড়তে কোনোরকমে পালাতে পারে সে। ঠিক সেই সময়ই কসাকদের তাতাররা আক্রমণ করে বসে পেছনদিক থেকে। কসাকদের তখন সামনে-পেছনে সংকট। সব কসাক বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে! বীর তারাস বুলবা তখন পোলদের সামনে রুখে দাঁড়াল পথ বন্ধ করে যাতে কসাকরা নৌকার চড়ে নদীপথে পার হয়ে যেতে পারে অনেকটা পথ।

আত্মবিসর্জনেই একজন কসাকের সত্যিকারের গৌরব। তারাস বুলবা সেই কসাকেরই প্রতীক। গোগোল *তারাস বুলবা* উপন্যাসে যে-কসাকের ছবি এঁকেছেন তা সেই সত্যেরই মূর্তরূপ। একদিকে তা যেমন বাস্তব, অন্যদিকে তেমনি রোমান্টিক। *তারাস বুলবার* নায়ক গোগোলের পিতামহের আদলে সৃষ্ট। পিতামহের কাছেই ছেলেবেলায় কসাকদের কাহিনী শুনেছিলেন তিনি। *তারাস বুলবা* লিখতে গিয়ে গোগোল ফিরে গিয়েছিলেন ছেলেবেলায়। ফরাসি সমালোচক আঁদ্রে মোরোয়ার ভাষায় : "সম্পূর্ণ পুস্তকটিকে একটি গদ্যকাব্য বলা যায়। সাতো ব্রিয়ার *লা-মাটিয়ার*-এর সঙ্গে এটি তুলনীয়।" তবে সকল সীমাবদ্ধতা ছাপিয়ে *তারাস বুলবা* উপন্যাসের তারাস বুলবার চরিত্রে ফুটে উঠেছে ইউক্রেনি জাতির আশা আর আকাঙ্ক্ষা। আত্মীয় রুশ জনগণের সঙ্গে তারা মিলিত হবে—এ ছিল তাদের অভিলাষ। কারণ রুশ জনগণ অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছিল তাদের রাষ্ট্র।

প্রেমও এই উপন্যাসের সংঘাতের উৎস হয়ে দেখা দিয়েছে। হোমারের *ইলিয়ড*-এর মতো এখানে আছে একটা পোলিশ নারীর কথা যে নারী জন্ম দিতে পারে বাঁধভাঙা আবেগ বা উন্মাদনাপূর্ণ সেই মানুষ যে নিজের রক্ত আর শেকড়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না, এমনকী বিশ্বাস হন্তা হলে নিজের ছেলেকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। *তারাস বুলবার* কাহিনীর পরতে পরতে রয়েছে রূপক ও বর্ণনা। এর মধ্য দিয়ে এমনভাবে ফুটে উঠেছে এর মহৎ চরিত্রগুলো যাদের মধ্যে রয়েছে গৌরবের পাশাপাশি কলঙ্কের চিহ্নও। এমনটা কোনো সাধারণ মানুষে সুলভ নয়, পাওয়া যেতে পারে কেবল মহাকাব্যিক রচনার নায়কদের মধ্যে। গোগোলের জীবনদৃষ্টিকে অনুভব করা যায় এখানে।

উন্মুক্ত আকাশের নিচে সেচ অঞ্চলের বিস্তৃত পটভূমিতে গোগোল কসাকদের সামরিক সত্তার নায়কোচিত দৃঢ়তা ও উজ্জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন রোমান্টিক নায়ক

www.pathagar.com

তারাস বুলবার মধ্যে। এই ধরনের আঙ্গিকে বইটি লিখবার ব্যাপারে করুণ অথচ আনন্দপূর্ণ উক্রেনীর গীতিকা তাঁকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

তারাস বুলবা উপন্যাসের গভীর ভাববাণী, সত্যনিষ্ঠ রোমাঞ্চকর চরিত্রসমূহ ও ইউক্রেনীয় জীবনযাত্রার বর্ণনার চমৎকারিত্বের জন্য এই মহাকাব্যিক উপন্যাসটি কালের শরীরে স্থায়ী দাগ রেখে গিয়েছে।

গোগোলীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা *তারাস বুলবা* সম্পর্কে গোপাল হালদারের তীক্ষ্ণ মন্তব্য দিয়ে শেষ করছি : "*তারাস বুলবার* কাহিনীতে বর্ণনার ঘনঘটার পাশেই পাই প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা; আর গোগোলের হাস্যপ্রবণ নানা ঘটনা-সম্পাত; নেই শুধু গোগোলের অন্য বৈশিষ্ট্য—আলৌকিক উদ্ভটতা। সবসুদ্ধ কাহিনীর গতিশক্তি পাঠককে নিশ্বাস ফেলতে দেয় না—বীররসে আর উজ্জ্বল কাব্যগুণেও বিমুগ্ধ করে।'

আহমাদ মাযহার

www.pathagar.com

এক

'ঘুরে দাঁড়াও তো, বাছা! এ কীরকম সং সাজা হয়েছে! পুরুতদের আলখাল্লার মতো কী পরেছ এটা? অ্যাকাডেমিতে সবাই এমনি সাজে নাকি?' এই কথা বলে বৃদ্ধ বুলবা স্বাগত জানালেন তাঁর দুই ছেলেকে; তারা কিয়েভ সেমিনারিতে শিক্ষা শেষ করে গৃহে তাদের পিতার কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে।

ছেলেরা সব ঘোড়া থেকে নেমেছে। বলিষ্ঠ দুটি যুবক, চোখের দৃষ্টিতে তখনও সলজ্জভাব, সম্প্রতি পাশ-করা সেমিনারির ছাত্রদের মতো। তাদের সবল সুস্থ মুখ পুরুষের প্রথম উদ্‌গত শ্মশ্রুরাজিতে আবৃত, এখনও তাতে ক্ষুর পড়েনি। পিতার এই অভ্যর্থনায় তারা ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে গেল, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! ভালো করে তোমাদের দেখে নিতে দাও', ছেলেদুটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বুলবা বলে চললেন, 'আবার কেমন লম্বা লম্বা পোশাক গায়ে চড়ানো হয়েছে! পোশাক বটে! এমন পোশাক দুনিয়ায় কেউ কখনো দেখেনি। তোমাদের একজন একটু দৌড়াও তো! দেখি একবার আলখাল্লায় জড়িয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ো কি না।'

'হেসো না বলছি, হেসো না, বাবা!' বড়ছেলেটি শেষটায় বলেই ফেলল।

'দ্যাখো একবার, তেজ কত! হাসব না কেন, শুনি?'

'তুমি আমার বাবা হলেও যদি হাসো তবে ঈশ্বরের দিব্যি, ধরে ঠ্যাঙানি দেব!'

'কী বললি, ব্যাটা হারামজাদা, মারবি বাবাকে?...' কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে তারাস বুলবা বললেন অবাক হয়ে।

'হলেই-বা বাবা। অপমান করলে আমি কাউকে গ্রাহ্য করি না।'

'কীভাবে লড়তে চাস তুই আমার সঙ্গে? ঘুসোঘুসি?'

'যা দিয়ে খুশি, হলেই হল।'

'তা হলে ঘুসোঘুসিই হোক', আস্তিন গুটিয়ে বললেন তারাস বুলবা। 'দেখব আমি তোর ঘুসির কত জোর হয়েছে!'

দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের পর প্রীতিমিলনের পরিবর্তে পিতাপুত্র পরস্পরকে পাঁজরে, কোমরে ও বুকে ঘুসি চালাতে লাগল, এক-একবার পিছিয়ে গিয়ে চেয়ে দেখে, আবার এগিয়ে এসে আক্রমণ করে।

'ওগো ভালোমানুষেরা, দ্যাখো একবার, বুড়োর বুদ্ধিলোপ হয়েছে! একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' চৌকাঠে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাতে লাগলেন ছেলেদের বিবর্ণা, শীর্ণা ও

www.pathagar.com

স্নেহময়ী মা; এখনও তিনি তাঁর প্রাণাধিক ছেলেদের আলিঙ্গন করতে পারেননি। 'ছেলেরা বাড়ি এল, এক বছরের ওপর তাদের দেখিনি, আর হায় ঈশ্বর, ওনার মাথায় ঢুকল কিনা ঘুসোঘুসি!'

'নাহ্ দারুণ লড়ছে!' বুলবা থেমে গিয়ে বললেন, 'ঈশ্বরের দিব্যি খুব ভালো!' দম নিতে নিতে তিনি বলতে লাগলেন, 'এত ভালো যে লড়াইটা না বাধালেই হত। খাসা কসাক হবে বটে! এসো, বাছা আমার, স্বাস্থ্য অটুট হোক! এসো এবার আমরা চুমু খাই!' পিতাপুত্র পরস্পরকে চুম্বন করতে লাগল। 'ঠিক করেছ, বেটা! সকলকে এইরকম ঠ্যাঙাবে, যেমন আমাকে ঠ্যাঙালে। কাউকে ছেড়ে কথা কইবে না। কিন্তু যা-ই বলো তোমার পোশাকটি দেখলে হাসি পায় : এটা আবার কী ঝুলছে দড়ির মতো? আর তুই, বোকারাম, অমন হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' ছোটছেলেটির দিকে ফিরে বললেন। 'কীরে ব্যাটা, কুত্তার বাচ্চা, দু-চার ঘুসি দিবি না আমাকে?'

'তোমার যত ভাবনা সব ওই!' বললেন মা। ইতিমধ্যেই তিনি ছোটছেলেটিকে বুকে টেনে নিয়েছেন, 'কে কবে শুনেছে যে বাচ্চারা আপন বাপকে ঠ্যাঙাবে? এখন যেন আর কোনো কাজ নেই। ঐ তো ছেলেমানুষ, এসেছে এত দূর থেকে, এলিয়ে পড়েছে...(ছেলেমানুষটির কিন্তু বয়স কুড়ি পার হয়ে গেছে, পাকা ছয় ফুট লম্বা!) এখন একটু জিরোবে, কিছু খাবে-দাবে, তা না—উনি বলছেন ঘুসি চালাতে!'

'এহ্, এটা দেখছি একেবারে দুধের খোকা!' বুলবা বললেন। 'ওরে ব্যাটা, মায়ের কথা শুনিসনে, ও মেয়েলোক, কিছুই জানে না। কচি ছেলে হয়ে থাকবি সারাজীবন? তোদের জীবন—খোলা মাঠ আর তেজি ঘোড়া : এই হল তোদের জীবন! আর দেখছিস এই তরোয়াল—এই হল গে তোদের মা! যত হাবিজাবি দিয়ে তোদের মাথাটা ভরা হচ্ছে; অ্যাকাডেমি, বইপত্তর, পাঠ্যবই, দর্শনবিদ্যা—যতসব বাজে মাল! থুথু'...এখানে বুলবা এমন একটি কথা লাগালেন যা ছাপানো যায় না। 'দেখছি তোদের পরের সপ্তাহেই পাঠাতে হবে জাপোরোজ্য়েতে। সেখানে পাবি শিক্ষার মতো শিক্ষা! সেখানেই তোদের স্কুল; সেখানেই বুদ্ধি খুলবে তোদের।'

'মাত্র এক সপ্তাহ থাকবে ওরা বাড়িতে?' বৃদ্ধা শীর্ণা মা সজলচক্ষে শোকার্তস্বরে বললেন। 'বাছারা একটু আমোদ করতে পাবে না, পাবে না নিজেদের ঘরবাড়ি চিনে নিতে, আর আমিও যে চোখ ভরে ওদের একটু দেখব, তার সময় থাকবে না।'

'ঢের হয়েছে নাকি কান্না, ঢের হয়েছে বুড়ি! কসাকের কাজ নয় মেয়েদের সঙ্গে থাকা। তুমি তো চাও ওদের আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে, ওদের ওপর চেপে বসে মুরগির মতো ডিমে তা দিতে। যাও, যাও এখন, যা-কিছু খাবারদাবার আছে সাজিয়ে ফ্যালো। তোমার ও পিঠে-পুলি মিঠাই মণ্ডা, ওসব মিষ্টান্ন আমাদের চাই না। নিয়ে এসো আস্ত ভেড়া, একটা ছাগল, আর চল্লিশ বছরের পুরোনো মধু! আর নিয়ে এসো ভোদ্‌কা, যত পারো, তোমার ওই কিশমিশ বা ছাইভস্ম মেশানো নয়, একদম খাঁটি ফেনিয়ে-ওঠা ভোদ্‌কা যা ঝলমল করবে, সিঁ সিঁ করবে খ্যাপার মতো।'

বুলবা তাঁর ছেলেদের নিয়ে গেলেন বাড়ির বড়ঘরটায়; গলায় নিখাদ সোনার হার পরা দুটি সুন্দরী দাসী সেখান থেকে ঘর-গোছানো ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল। হয়তো

www.pathagar.com

তারা ভয় পেয়েছিল এই কড়া মেজাজের ছোটকর্তাদের আগমনে অথবা পুরুষ দেখলেই চিৎকার করে সবেগে পালানো ও তারপর লজ্জায় অনেকক্ষণ ধরে জামার আস্তিন দিয়ে মুখ ঢেকে রাখার যে মেয়েলি প্রথা আছে তারা হয়তো সেটাই পালন করেছিল। বড়ঘরটি সাজানো সেই অতীত এক যুগের রুচিতে—গ্রাম্যজন-পরিবৃত হয়ে বান্দুরার মৃদু গুঞ্জনের তালে ইউক্রেনে একদা শ্মশ্রুধারী অন্ধ বৃদ্ধ চারণেরা যেসব গান গেয়ে শোনাত এবং যে-গান আর এখন শোনা যায় না, সেইসব গান ও লোকগাথাতেই শুধু বেঁচে আছে সেই যুগটা। ঘরটি সাজানো সেই কঠিন, সামরিক যুগের রুচিতে, যখন ইউক্রেনে শুরু হয়েছিল গির্জার ঐক্যধর্ম প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘর্ষ। ঘরের চারদিক তকতকে, রঙিন মাটির প্রলেপ দেওয়া। দেয়ালের গায়ে ঝোলানো আছে তরোয়াল, ঘোড়ার চাবুক, পাখি ও মাছ ধরার জাল, বন্দুক, চমৎকার পালিশ-করা বারুদ রাখার শিঙা, ঘোড়ার মুখের সোনার লাগাম ও রুপো-বাঁধানো বাঁধন-দড়ি। ঘরের জানালাগুলি ছোট ছোট, তাতে গোলাকৃতি অস্পষ্ট সার্সি-কাচ লাগানো। এরকম সার্সি এখনও দেখা যায় কেবল পুরোনো গির্জাঘরে, ঠেলে না তুললে তার ভেতর দিয়ে কিছুই দেখা অসম্ভব। জানালা ও দরজা ঘিরে লাল রঙের বেড়। ঘরের কোণের তাকগুলিতে সাজানো সবুজ ও নীল কাচের কলসি, বোতল, জলপাত্র, রুপোর-কাজ-করা পানপাত্র, সোনার ঝালর দেওয়া নানা ধরনের কাজ-করা ভিনিসীয়, তুর্কি, চেরকেসীয় চুমুকের বাটি : এগুলি বুলবার ঘরে এসে পৌঁছেছে নানা বিচিত্র পথে, তিন-চারহাত ঘুরে—সেই সাহসিকতার যুগে এটা ছিল অতি সাধারণ। ঘরের ভেতরে চারদিকে এলম কাঠের বেঞ্চি, সামনের কোণে আইকনের নিচে প্রকাণ্ড টেবিল; প্রশস্ত চুল্লি, তার বিভিন্ন অংশ, কোনোটা বেরিয়ে আসা ও কোনোটা ভেতরে ঢোকানো, বিচিত্র বর্ণের টালি দিয়ে ঢাকা—এ সমস্তই আমাদের দুটি তরুণের কাছে খুবই পরিচিত। তারা প্রতিবছর ছুটির সময় পায়ে হেঁটে আসত; পায়ে হেঁটে, কেননা তাদের তখনও ঘোড়া ছিল না, সেমিনারির ছাত্রদের ঘোড়ায় চড়ার অনুমতি তখন ছিল না। লম্বা চুলের ঝুঁটিই ছিল তাদের বয়স হওয়ার একমাত্র প্রমাণ এবং অস্ত্রধারী যে-কোনো কসাকের অধিকার ছিল তা ধরে টানার। পাশ করে বেরোবার পরেই কেবল বুলবা তাঁর ঘোড়ার পাল থেকে একজোড়া জোয়ান ঘোড়া তাদের পাঠিয়ে দেন।

যেসব স্কোয়াড্রন-কমান্ডার আর তাঁর রেজিমেন্টের যেসব অফিসার তখন সেখানে ছিলেন তাঁদের সকলকে ছেলেদের বাড়ি ফেরার উপলক্ষে বুলবা আমন্ত্রণ করলেন; তাঁদের মধ্যে দুজন এবং তাঁর পুরোনো বন্ধু কসাক ক্যাপ্টেন দ্‌মিত্রো তভ্‌কাচ আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের কাছে নিজের ছেলেদুটিকে উপস্থিত করে বললেন, 'দেখুন, কী বাহাদুর ছেলে এরা! আমি শিগগিরই এদের সেচ্‌-এ পাঠাব।' অতিথিরা বুলবাকে ও যুবকদুটিকে অভিনন্দন জানালেন, বললেন যে কাজটা ঠিকই হচ্ছে, যুবকদের পক্ষে জাপোরোজয়ের সেচ-এর চেয়ে ভালো শিক্ষালয় নেই।

'তা হলে অফিসার ভাইসব, আপনারা সবাই টেবিলে বসে পড়ুন, যার যেখানে খুশি। ওরে ছেলেরা, প্রথমে কিছুটা ভোদ্‌কা খাওয়া যাক।' বললেন বুলবা। 'ঈশ্বর

www.pathagar.com

মঙ্গল করুন তোমাদের স্বাস্থ্যের জন্য—অস্তাপ, তোমার, আর আন্দ্রি, তোমার; ঈশ্বর করুন যেন তোমরা সর্বদা যুদ্ধে জয়ী হও! যত বিধর্মী, হোক তারা তুর্কি, হোক তারা তাতার, ঠ্যাঙাবে তাদের। আর পোলদেরও, যদি তারা আমাদের ধর্মে হাত দিতে শুরু করে। পাত্র এগিয়ে দাও-না হে, ভোদ্‌কাটা কি ভালো নয়? বলো তো, ভোদ্‌কাকে কী বলে লাতিনে? দেখলে তো, ছেলেরা, লাতিনরা কীরকম মূর্খ ছিল, তারা জানতই না যে পৃথিবীতে ভোদ্‌কা বলে বস্তু আছে। আর সেই লোকটার নাম কী, যে লাতিন কবিতা লিখত? আমার বিদ্যের দৌড় তো বেশি নয়, তাই ঠিক জানি না; হোরেস, নয় কি?'

'বাবা যেন কী!' বড়ছেলে অস্তাপ নিজের মনে ভাবল। 'বুড়ো ঘুঘু জানেন সব, আর দেখান যেন কিছুই জানেন না।

'আর্খিমান্‌দ্রিত[১], তোমাদের ভোদ্‌কা একটু শুঁকতেও দেয়নি বোধ হচ্ছে', তারাস বলে চললেন। 'আর কবুল করে ফ্যালো তো দেখি বাছারা—তাজা চেরি আর বার্চের ছড়ি দিয়ে কীরকম পিটুনিটা দিয়েছে, কসাকের পিঠ আর গতরের যেখানে পেরেছে সেখানে? বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেলে লাঠিপেটাও করেছে আশা করি? তা শুধু কেবল শনিবারে নয়, বোধ হচ্ছে বুধ ও বৃহস্পতিবারেও?'

'আগের কথা পেড়ে কী হবে, বাবা'—ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিল অস্তাপ, 'যা হয়ে গেছে তা ফুরিয়ে গেছে!'

'এখন একবার লেগে দেখুক-না', আন্দ্রি বলল, 'আসুক-না কেউ এখন খোঁচাতে! কোনো-একটা তাতারের একবার দেখা পেলে হয়, তাকে দেখিয়ে দেব কসাকের তরোয়াল কী জিনিস!'

'বেশ বলেছ, ব্যটা! ঈশ্বরের দিব্যি বলেছ বেশ! তবে তোমরা যখন যাবেই আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব! হে ঈশ্বর, আমিও যাব! কিসের জন্যে শালা আমি পড়ে থাকব এখানে? থাকব কি শুধু গমের চাষ করতে, ঘরের দেখাশোনা করতে, ভেড়া-শুয়োর চরাতে আর স্ত্রীর সঙ্গে মাগিপনা করতে? চুলোয় যাক মাগি, আমি কসাক, ও আমার পোষাবে না। না-ইবা থাকল এখন লড়াই, তবুও আমি যাব তোমাদের সঙ্গে জাপোরোজ্‌য়েতে, সেখানে ফুর্তিতে ঘুরে বেড়াব। হে ঈশ্বর, যাবই আমি।' বৃদ্ধ বুলবা ক্রমেই একটু একটু করে উত্তেজিত হতে লাগলেন, শেষে হলেন একেবারে ক্রুদ্ধ, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন ও সঙ্কল্পসূচক ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকলেন।

'আমরা কালই যাব! দেরি করে লাভ কী? এখানে আমরা কোন শত্রুর অপেক্ষায় বসে আছি? এ-বাড়িতে আমাদের কিসের দরকার? কী হবে আমাদের এসব নিয়ে? কিসের জন্যে এই ঘটিবাটি?' এই বলে তিনি যত ঘটিবাটি গেলাশ ছিল তা চূর্ণ করে মাটিতে ছুড়তে লাগলেন।

হতভাগিনী বৃদ্ধা স্বামীর এই আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত। একটা বেঞ্চিতে বসে ম্লানভাবে তিনি চেয়ে দেখছিলেন। কিছু বলার সাহস তাঁর ছিল না; কিন্তু তাঁর পক্ষে ভীতিপ্রদ এই সিদ্ধান্ত যখন শুনলেন তখন চোখের জল তিনি রাখতে পারলেন না; চেয়ে রইলের নিজের ছেলেদুটির দিকে, এদের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ অবধারিত; কে

www.pathagar.com

বর্ণনা করতে পারে তাঁর দুঃখের নিঃশব্দ আবেগ, যা কম্পিত হচ্ছিল বুঝি তাঁর চোখের দৃষ্টিতে তাঁর দৃঢ়বদ্ধ দুই ঠোঁটের আক্ষেপণে।

বুলবা ছিলেন ভীষণ একরোখা। তিনি ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক যাদের দেখা গিয়েছিল শুধু কঠোর পনেরো শতকে, ইউরোপের অর্ধ-যাযাবর এক কোণে, যখন সমস্ত আদিম দক্ষিণ রাশিয়া তার নৃপতিবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে মঙ্গোলীয় লুণ্ঠনকারীদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে বিধ্বস্ত ও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল; যখন ঘরবাড়ি হারিয়ে লোকে সাহসী হয়ে ওঠে; যখন তারা এই ভস্মের ওপর বসে, চারদিকের ভীতিপ্রদ প্রতিবেশী ও চিরন্তন বিপদে পরিবৃত হয়ে, সোজাসুজি তাদের সম্মুখীন হতে অভ্যস্ত হয়, পৃথিবীতে ভয় বলে যে কিছু আছে তা ভুলে যায়; যখন চির-প্রশান্ত-প্রকৃতি স্লাভীয় তেজ সামরিক শিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে সূচিত করে রুশ-চরিত্রের এক উন্মুক্ত উদ্দাম বিকাশ—কসাকত্ব; যখন সব নদীতীর, পারঘাট, ঢালুভূমি ও বাসোপযোগী স্থান ভরে ওঠে কসাকে। তাদের সংখ্যা কত কেউ জানত না। এক সুলতান তাদের সংখ্যা জানতে চাইলে তাদের সাহসী সাথিরা ঠিকই উত্তর দিয়েছিল, 'কে জানে কত! আমরা সারা স্তেপে ছড়িয়ে আছি; যেখানেই ঢিপি, সেখানেই কসাক।' বাস্তবিকই এটা ছিল রুশ-শক্তির এক অসাধারণ প্রকাশ; দুঃখের-আগুনে-পোড়া লোকের অন্তর থেকে এর উদ্ভব। পূর্বতন ছোট ছোট রাজ্য ও ছোট ছোট শহর, যা ছিল শিকারি ও কুকুরপালকের দলে ভরা, তাদের বদলে, প্রাক্তন ছোট ছোট রাজা, যারা পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা ও ব্যবসা করত নিজেদের শহর নিয়ে, তাদের বদলে উদ্ভূত হল পরাক্রান্ত বসতি এবং পরিবৃত কুরেনসমূহ—এরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল একই বিপদের ভয়ে, অখ্রিস্টীয় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে একই ঘৃণায়। ইতিহাস থেকে সকলেরই জানা আছে কেমন করে এদের অবিরাম সংগ্রাম ও নির্ভীক জীবন ইউরোপকে সেই অদম্য উপদ্রবের ধারা থেকে বাঁচায়, যা তখন ইউরোপের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে উদ্যত হয়েছিল। ছোট ছোট নৃপতিদের বদলে পোল-রাজারা তখন এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি, যদিও তাঁরা দুর্বল ও দূরস্থ। তাঁরা বুঝতেন কসাকদের মূল্য, তাদের এই সামরিক ও সতর্ক জীবনযাত্রায় কত সুবিধা। তাঁরা এদের উৎসাহ দিতেন, এই ব্যবস্থার গুণগান করতেন। তাঁদের সুদূর শাসনের অধীনে কসাকদেরই ভিতর থেকে নির্বাচিত কম্যান্ডান্টরা এইসকল বসতি ও কুরেনকে[২] রেজিমেন্টে ও সামরিক বিভাগে রূপান্তরিত করে ফ্যালে। এটা কোনো নিয়মিত স্থায়ী বাহিনী নয়; সেরকম বাহিনীর কোনো চিহ্নই কোথাও ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ বাধলে মাত্র আট দিনের মধ্যেই প্রত্যেক কসাক ঘোড়ায় চড়ে দস্তুরমতো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেখা দিত, রাজার কাছ থেকে মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে লড়াই করতে রাজি থাকত; আর দুই সপ্তাহের মধ্যে এমন সৈন্যবাহিনী সংগৃহীত হত যা কোনো রাজকীয় আদেশের জোরে কখনো একত্রিত করা যেত না। অভিযান শেষ হলেই যোদ্ধারা ফিরে যেত তাদের চাষের ক্ষেতে ও চারণভূমিতে, নিপার নদীর পারঘাটে। তারা মাছ ধরত, বেচাকেনা করত, বিয়ার বানাত ও ফের হয়ে যেত স্বাধীন কসাক। তাদের অসাধারণ কর্মকুশলতায় সমসাময়িক বিদেশীয়রা সঙ্গত কারণেই বিস্ময় প্রকাশ করেছে। এমন হাতের কাজ ছিল না যা কসাকের অজানা : মদ বানানো,

www.pathagar.com

টানাগাড়ি তৈরি, বারুদ গুঁড়ানো, কামার-লোহারের কাজ, সবই তারা করত এবং সেইসঙ্গে জানত কেমন করে উদ্দাম আনন্দ উপভোগ করতে হয়, মাতাল হয়ে এমন মাতামাতি করতে হয় যা কেবল রুশিরাই জানে। সবকিছুই তাদের হাতের মুঠোয়। নিয়মিত সৈন্যদলের তালিকায় নাম লেখানো কসাক যুদ্ধের সময় যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু এদের ছাড়াও সবসময়েই গুরুতর প্রয়োজনে পাওয়া যেত অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকের দল। কসাক-ক্যাপ্টেনরা একবার গ্রামের বাজারে ও ময়দানে গিয়ে টানাগাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার করে বললেই হল :

'ওহে, সব বিয়ার-বানানো মদ-চোলাইয়ের দল! থামাও তোমাদের বিয়ার চোলানো, চুল্লির ধারে শুয়ে শুয়ে মোটা গতর দিয়ে মাছিদের ভোজ খাইয়ে আর কাজ নেই! চলে এসো সব, চলে এসো, বীরের খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করো! আর ওহে তোমরা হালঠেলা, গমবোনা, ভেড়ার রাখাল, মেয়ে-পাগলার দল! শেষ করো তোমাদের লাঙলের পিছুপিছু চলা, মাটিতে কাদায় তোমাদের হলদে জুতো ভরিয়ে তোলা; শেষ করো তোমাদের মেয়েদের পিছনে পিছনে ছুটে বীরের শক্তি নষ্ট করা! সময় এসেছে এখন কসাকের গৌরব অর্জনের!'

কথাগুলি হয়ে উঠত যেন শুকনো কাঠের গাদায় আগুনের ফুলকি। চাষি ভেঙে ফেলত তার লাঙল, বিয়ার ও মদ-চোলাইয়ের দল ফেলে দিত ভাটিখানা, গুঁড়িয়ে ফেলত মদের পিপে, কারিগর ও দোকানদারেরা তাদের কলকব্জা ও মালপত্রকে জলাঞ্জলি দিয়ে বাড়ির জিনিসপত্র চুরমার করত। সকলেই চড়ে বসত যে যার ঘোড়ায়। এক কথায়, রুশ-চরিত্র এখানেই পেত তার সবচেয়ে শক্তিময় প্রবল প্রকাশ।

তারাস ছিলেন আদত প্রাচীন কর্নেলদের একজন; এক উদগ্র সামরিক আবেগ ছিল তাঁর জন্মগত, তাঁর বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল তাঁর রুক্ষ ও সোজাসুজি ব্যবহার। সেইকালে রুশ অভিজাতশ্রেণীর উপর পোলীয় প্রভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল। অনেকেই পোলীয় ধরনধারণ গ্রহণ করছিল, চালু করছিল তাদের বিলাসিতা, দাসদাসীর জাঁকজমক, বাজপাখি, শিকারির দল পোষা, ভোজনোৎসব, আর দরবার। তারাসের এটা মনঃপূত ছিল না। তিনি ভালোবাসতেন কসাকের শাদাসিধা জীবন, যারা ওয়ারশ'র দিকে ঝুঁকত সেইসব বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধত; তিনি তাদের বলতেন পোলীয় প্রভুদের ভৃত্য। সর্বদাই তিনি অক্লান্ত, আর নিজেকে ভাবতেন সনাতন খ্রিস্টীয় ধর্মের ন্যায়সম্মত রক্ষাকর্তা। যেখানে ইজারাদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অথবা কোনো নতুন চিমনি-ট্যাক্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যেত সেইসব গ্রামে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপস্থিত হতেন। তিনি নিজেই কসাকদের সহায়তায় বিচার নির্বাহ করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে, তিনটি ব্যাপারে তরোয়াল সর্বদা ব্যবহার করা চলে; যথা : যদি পোলীয় কর্মচারীরা কসাক মণ্ডলদের উপযুক্ত সম্মান না দেখায় এবং তাঁদের সামনে মাথার টুপি না খোলে; যদি কেউ সনাতন খ্রিস্টীয় ধর্মকে পরিহাস করে, পিতৃপুরুষের আচারবিধি না মানে; আর সর্বশেষে, যদি শত্রুপক্ষ হয় মুসলমান কিংবা তুর্কি যাদের বিরুদ্ধে, তাঁর মতে, খ্রিস্টানজগতের গৌরবের জন্য যে-কোনো অবস্থায় অস্ত্র ব্যবহার করা ন্যায়সম্মত।

www.pathagar.com

এখন আগে থেকে তিনি এই ভেবে পুলকিত হলেন, দুই ছেলেকে নিয়ে সেচ্-এ হাজির হয়ে কীভাবে তিনি বলবেন, 'দ্যাখো তোমরা, কেমন দুটি খাসা জোয়ান তোমাদের জন্য এনেছি!' কীভাবে তিনি যুদ্ধে পোড়খাওয়া প্রবীণ বন্ধুদের সঙ্গে তাদের পরিচিত করে দেবেন; কীভাবে যুদ্ধবিদ্যায় ও পানোন্মাদে তাদের প্রথম সাফল্য তিনি নিজে দেখবেন। পানোন্মাদকেও তিনি ধরতেন বীরের মর্যাদার অন্যতম। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন তাদের একলাই পাঠাবেন। কিন্তু তাদের তারুণ্য, তাদের দীর্ঘ আকৃতি, সবল পুরুষালি সৌন্দর্য দেখে তাঁর যুদ্ধপ্রিয় অন্তর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, তিনি নিজে পরের দিনই তাদের সঙ্গে যাবার সংকল্প করলেন, যদিও এ-সিদ্ধান্তের পেছনে তাঁর একরোখা খেয়াল ছাড়া আর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তিনি তখনই কাজে লেগে গেলেন, হুকুমজারি করতে লাগলেন, তাঁর তরুণ ছেলেদের জন্য ঘোড়া ও সাজসজ্জা ঠিক করতে লাগলেন, আস্তাবলে ও ভাণ্ডারে যাতায়াত শুরু হল এবং যারা পরের দিন তাঁদের সঙ্গে যাবে সেইসব ভৃত্য বাছাই করতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন তভ্‌কাচকে তিনি তাঁর কর্তৃত্ব দিয়ে গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কড়া আদেশ দিয়ে রাখলেন যে, তিনি সেচ্ থেকে যদি কোনো সংবাদ পাঠান তা হলে তৎক্ষণাৎ যেন সমস্ত রেজিমেন্টকে নিয়ে সেচের দিকে যাত্রা করা হয়। কোনোকিছুই তিনি ভুললেন না যদিও তাঁর অবস্থা তখন টলটলায়মান, মাথায় ভোদ্‌কার বাষ্প ঘুরছে। তিনি এমনকি এ-হুকুমও দিলেন যে, ঘোড়াগুলিকে জল দিতে হবে এবং তাদের ডাবা যেন ভালো বড়-দানা গমে ভরা থাকে। এই কাজ শেষ করে যখন ফিরলেন তখন তিনি বেশ ক্লান্ত।

'তা হলে, ছেলেরা, এখন ঘুমানো দরকার, কাল করা যাবে ঈশ্বর যা চান। বিছানার ঝঞ্ঝাট করে কোনো কাজ নেই গো! আমাদের বিছানার কোনোই দরকার নেই। আমরা উঠোনেই শোব।'

রাত্রি সবেমাত্র আকাশকে আলিঙ্গন করেছে, কিন্তু সকাল-সকাল শুয়ে পড়াই বুলবার অভ্যাস। একটা গালিচার ওপর তিনি গা এলিয়ে দিলেন, গায়ের উপর টেনে নিলেন মেষচর্মের আলখাল্লা, কেননা রাতের বাতাস ছিল বেশ তাজা, আর বাড়িতে থাকলে বুলবা গরম কিছু দিয়ে গা ঢাকতে ভালোবাসতেন। অচিরেই তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল, পরে সারা উঠানে ঘটল তাঁর অনুকরণ; নানা কোণ থেকে যে যেখানে শুয়েছিল, তাদের নাক ডাকার সুর উঠতে লাগল। সকলের আগে ঘুমাল পাহারাদার, কারণ ছোটকর্তাদের বাড়ি ফেরার উৎসবে সে-ই পান করেছিল সবচেয়ে বেশি।

ঘুম এল না কেবল হতভাগিনী মায়ের; তাঁর আদরের দুটি ছেলে পাশাপাশি শুয়ে আছে, তাদের শিয়রে এসে বসে তিনি চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে লাগলেন তাদের অযত্নে জট-পড়া নবীন কোঁকড়া চুল, চোখের জলে তাদের ভেজালেন। তিনি তাদের দেখতে লাগলেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, সকল অনুভূতি দিয়ে, তাঁর সমস্ত সত্তা যেন পরিণত হয়েছে কেবল চোখের দৃষ্টিতে, তবুও যেন দেখে আশ মেটে না। নিজের স্তন্য দিয়ে তিনি তাদের খাইয়েছেন, লালন করেছেন, মানুষ করেছেন,—আর এখন এ-দেখা কেবল ক্ষণেকের তরে। 'বাছারা আমার, সোনার চাঁদেরা, কী হবে তোদের? কী আছে

www.pathagar.com

তোদের কপালে?'—বলতে বলতে চোখের জল জমে উঠল তাঁর বলিরেখায়, যে-বলিরেখা তাঁর এককালের সুশ্রী মুখকে বদলে দিয়েছে। সত্যিই তাঁর অবস্থা করুণ, সেই বেপরোয়া যুগের আর সব নারীর মতোই। শুধু ক্ষণকাল তিনি জীবনে পেয়েছিলেন প্রেম, প্রণয়ের প্রথম উদগ্র আবেগে, যৌবনের প্রথম উদগ্র প্রারম্ভে। তার পরই তাঁর কঠিন প্রণয়ী তাঁকে ছেড়ে গেলেন তরবারির জন্য, সাথিদের জন্য, পানোন্মত্ততার জন্য। বছরে দু-তিন দিন হয়তো স্বামীর সঙ্গে দেখা হত, তার পরে কয়েক বছর আর তাঁর কোনো সাড়া পাওয়া যেত না। কিন্তু যখন দেখা হত স্বামীর সঙ্গে, যখন থাকতেন একত্রে তখনই-বা কী জীবন ছিল তাঁর! অপমান, এমনকি প্রহারও সহ্য করতে হত তাঁকে, মাঝেমধ্যে যদিবা কিছু আদর পেতেন, তার মধ্যে পাওয়া যেত কেবল করুণার দান। অমিতচারী জাপোরোজ্‌য়ের রুক্ষ আবহাওয়ায় চরিত্র গড়ে ওঠা এই নারীবর্জিত বীরদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত জীব। তাঁর নিরানন্দ যৌবন একনিমেষে ঝরে গেল, তাঁর সদা-লাবণ্যময় গাল আর বুক বিবর্ণ হল বিনা চুম্বনে, আবৃত হল অকাল-বলিরেখায়। তাঁর সমস্ত ভালোবাসা, সমস্ত অনুভূতি, নারীর প্রকৃতিতে যা-কিছু কোমল ও সাবেগ, সব তাঁর মধ্যে পরিণত হল একমাত্র মাতৃত্বের অনুভূতিতে। স্তেপ অঞ্চলের গাংচিলের মতো আবেগে আর যন্ত্রণায় তিনি ডানা মেলে রইলেন তাঁর ছেলেদের উপর। তাঁর বাছাদের, সোনার চাঁদ ছেলেদের তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, বুঝি আর কখনও দেখা হবে না! কে বলতে পারে, হয়তো প্রথম সংঘর্ষেই তাতারেরা তাদের মাথা কেটে ফেলবে, তিনি জানতেই পাবেন না কোথায় পড়ে থাকবে তাদের প্রক্ষিপ্ত দেহ, পথের ধারের শকুনে হয়তো তাদের ছিঁড়ে খাবে; অথচ তাদের রক্তের প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য তিনি তাঁর সর্বস্ব দিতে রাজি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে তিনি তাদের চোখের দিকে চেয়ে রইলেন, সর্বজয়ী নিদ্রায় সে-চোখ মুদে আসছিল; মনে ভাবলেন : 'হয়তো, বুলবা জেগে উঠে এদের চলে যাওয়া আরও দু-এক দিন পিছিয়ে দেবেন; হয়তো তিনি এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কথা ভেবেছেন শুধু বেশি মদ খেয়ে।'

ঊর্ধ্বে আকাশ থেকে চাঁদ অনেক আগেই আলোকিত করেছে সমস্ত প্রাঙ্গণকে, প্রাঙ্গণভর্তি ঘুমন্ত লোকের দল, ঘনবদ্ধ উইলো গাছ আর প্রাঙ্গণের চতুর্দিকের উঁচু আগাছা-ঢাকা বেড়া। তিনি তখনও বসে আছেন তাঁর আদরের ছেলেদের মাথার কাছে, এক লহমাও চোখ ফেরাচ্ছেন না; ঘুমের কথা তাঁর মনে নেই। ইতিমধ্যেই ঘোড়ারা উষার আগমন টের পেয়ে ঘাস চিবানো বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে; উইলো গাছের মাথায় শুরু হয়েছে পাতার ফিসফিস, একটু একটু করে তা সেখান থেকে একেবারে নিচে নেমে এল। রাত্রি প্রভাত পর্যন্ত তিনি বসে রইলেন, একটুও ক্লান্তি নেই; মনের ইচ্ছে, রাতের যেন অবসান না হয়। স্তেপ থেকে বাচ্চাঘোড়ার হ্রেষা শোনা গেল; আকাশে গাঢ় লাল আলোকের রেখা উঠল ঝলসে।

বুলবা হঠাৎ জেগে লাফিয়ে উঠলেন। গত সন্ধ্যায় যেসব আদেশ দিয়েছেন তা তাঁর বেশ মনে ছিল।

'ওহে ছোকরারা, ঢের ঘুম হয়েছে, সময় নেই, আর সময় নেই; ঘোড়াগুলোকে জল দে। আর বুড়ি গেল কোথায়? (নিজের স্ত্রীকে তিনি সাধারণত এই বলে

www.pathagar.com

ডাকতেন।) হাত চালাও, বুড়ি, যা হয় কিছু খেতে দাও, সামনে লম্বা পাড়ি।'

হতভাগিনী বৃদ্ধার শেষ আশা নিভে গেল, হতাশ হয়ে তিনি স্খলিত পদে ভিতরে গেলেন। চোখের জলে তিনি প্রাতরাশের আয়োজন করতে লাগলেন, আর বুলবা করতে লাগলেন হুকুমজারি, আস্তাবলে ছোটাছুটি, নিজেই বাছলেন ছেলেদের জন্য সবচেয়ে ভালো সাজ। সেমিনারির ছাত্রদের ভোল হঠাৎ পালটে গেল; আগেকার কর্দমাক্ত উঁচু বুটের বদলে তারা পরল লাল মরক্কো চামড়ার জুতো, গোড়ালিতে রুপোর নাল লাগানো; ঢিলে সালোয়ার কৃষ্ণসাগরের মতো প্রশস্ত; তাতে অজস্র ভাঁজ, সোনার বেষ্টনী দিয়ে আটকানো; বেষ্টনী থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা চামড়ার ফালি, গোছা ও থোপা ইত্যাদি দিয়ে তা সাজানো পাইপের জন্য। তাদের ঝলমলে বনাতের কসাকি কুর্তার রং উজ্জ্বল লাল যেন আগুনের মতো, নানারকমের নকশায় চিত্রিত কোমরবন্ধ দিয়ে তা বাঁধা, তাতে গোঁজা খোদাই-কাজ-করা তুর্কি পিস্তল; গোড়ালির কাছে ঝনঝন করছে তলোয়ার। ছেলেদের মুখ তখনও বিশেষ রোদ-পোড়া হয়ে ওঠেনি, মনে হল যেন সে-মুখ আরও সুন্দর আরও গৌর হয়ে উঠেছে; যৌবনের কালো গোঁফের রেখা উজ্জ্বল করে তুলেছে তাদের বর্ণের শুভ্রতা, তারুণ্যের স্বাস্থ্য ও দৃঢ়তায় তা দীপ্ত। কালো ভেড়ার লোমের স্বর্ণশীর্ষ টুপিতে তাদের দেখাচ্ছিল অতি সুন্দর। হতভাগিনী মা! তাদের দেখে তিনি একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না, তাঁর চোখ জলে ভরে গেল।

অবশেষে বুলবা বললেন, 'শোনো ছেলেরা, সব তো তৈরি, আর দেরি নয়! এখন, আমাদের খ্রিস্টীয়ান রীতি অনুসারে পথে যাত্রা করার আগে আমাদের সকলকে বসতে হবে।'

সকলে বসল, এমনকি ভৃত্যেরাও, তারা সসম্মানে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

বুলবা বললেন, 'গিন্নি, এখন তোমার ছেলেদের আশীর্বাদ করো! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, যেন তারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করে, সর্বদা বীরের সম্মান বজায় রাখে, খ্রিস্টের ধর্মকে রক্ষা করে। আর তা যদি না করে—তবে যেন তাদের নিধন হয়, যেন তাদের আত্মার কোনো চিহ্ন না থাকে এই পৃথিবীতে! তোমাদের মায়ের কাছে যাও, ছেলেরা, মায়ের প্রার্থনা জলেস্থলে সর্বত্র রক্ষা করে।'

মা সকল মায়ের মতোই দুর্বল। তাদের আলিঙ্গন করলেন ও দুটি ছোট বিগ্রহ বার করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন।

'তোমাদের রক্ষা করুন...মেরিমাতা...ভুলো না, বাছারা, তোমাদের মাকে...অন্তত তোমাদের খবর দিও...' ... তিনি আর-কিছু বলতে পারলেন না।

বুলবা বললেন, 'চলো হে, আমরা এখন যাই!'

জিন-বাঁধা অশ্বেরা দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিল। বুলবা একলাফে তাঁর শয়তানের উপর চেপে বসলেন। পিঠে আরোহীর জগদ্দল চাপে ঘোড়াটা পাগলের মতো টলে উঠল, কারণ বুলবা ছিলেন অসম্ভব ভারী ও মোটা।

ছেলেরাও ঘোড়ায় চড়ে বসেছে দেখে মা ছুটে গেলেন ছোটটির দিকে, এ-ছেলেটির মুখে ছিল কেমন একটা কোমলতর ভাব; তিনি তার রেকাব ধরে

www.pathagar.com

লাগামে ঝুলে পড়লেন, নিজের হাত থেকে ছেলেটিকে ছাড়তে চাইলেন না, চোখে তাঁর হতাশার দৃষ্টি। দুজন জোয়ান কসাক সযত্নে তাঁকে তুলে ঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু যেই তিনি দেখলেন যে তারা প্রাঙ্গণ পার হয়েছে, অমনি বয়স সত্ত্বেও বন্য ছাগির মতো ক্ষিপ্রবেগে তিনি আবার তাদের দিকে দৌড়ে গেলেন, অবিশ্বাস্য শক্তিতে ঘোড়া থামিয়ে উন্মত্ত অদম্য আবেগে তাঁর একটি ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে আবার ফেরানো হল।

তরুণ কসাকেরা অগ্রসর হল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, চোখের জল চেপে রাখল পিতার ভয়ে। বুলবা নিজেও কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন; যদিও তা প্রকাশ না করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। দিনটি ছিল ধূসর: ঘাসের সবুজে উজ্জ্বল কঠিনতা; পাখির গানগুলিও যেন বেসুরো। তারা চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকাল : তাদের গ্রাম যেন মাটিতে ঢুকে গেছে; মাটির উপরে কিছুই দেখা যায় না, কেবল দেখা যায় তাদের বাড়ির উপরকার দুটি চিমনির চূড়া আর গাছগুলির মাথা। এই গাছের ডালে তারা এককালে চড়ত কাঠবিড়ালের মতো। পরে তাও দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়ে দেখা গেল কেবল দূর তৃণভূমি, সেই তৃণভূমি যা দেখে তাদের মনে পড়ল তাদের জীবনের সমস্ত কথা, সেই যখন তারা শিশির-ভেজা ঘাসের উপর গড়াত, তখন থেকে সেই দিনটি পর্যন্ত যখন তারা এখানেই অপেক্ষা করত, কখন এক কালো-ভুরু কসাক বালিকা দূর থেকে সভয়ে ছুটে পার হয়ে আসবে ক্ষিপ্র লঘু পদক্ষেপে। এখন দেখা যাচ্ছে কেবল কুয়োর লাঠিটা, তার মাথায় লাগানো গাড়ির চাকা আকাশের পটভূমিতে আঁকা; তার পর দূর থেকে পাহাড়ের মতো দেখতে যে-সমতলভূমি তারা পেরিয়ে এল, তা-ই যেন সবকিছুকে চোখের আড়াল করে দিল।

বিদায় শৈশব, বিদায় খেলাধুলা, সবকিছু, সব!

দুই

তিনজন অশ্বারোহীই চলতে লাগল নীরবে। বৃদ্ধা বুলবা ভাবছিলেন অতীতের কথা; তাঁর চোখের উপর ভাসছিল তাঁর যৌবনের দিনগুলি, অতিক্রান্ত সেইসব বছর যার জন্য কসাকেরা সর্বদা কাঁদে, ইচ্ছে করে যেন তাদের সারা জীবনটাই যৌবন হয়ে থাকে। তিনি ভাবছিলেন পুরোনো কালের সঙ্গীসাথিদের মধ্যে কার কার সঙ্গে তাঁর দেখা হতে পারে সেচ্-এ। হিসাব করলেন কাদের মৃত্যু হয়েছে, কারা এখনও জীবিত। তাঁর চোখের মণিতে অশ্রুবিন্দু জমে উঠল, পলিত মস্তক নত হয়ে পড়ল বিষাদে।

ছেলেরা ভাবছিল অন্য কথা। কিন্তু তাদের সম্পর্কে আরও কিছু বলা দরকার। বারো বছর বয়সে তাদের পাঠানো হয় কিয়েভ অ্যাকাডেমিতে, কেননা সেই সময়কার সম্ভ্রান্ত লোকেরা মনে করতেন তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য—যদিও শিক্ষা পরে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। সেমিনারিতে ভরতি-হওয়া অন্যান্য ছাত্রদের মতো তারাও তখন ছিল বন্য, স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত, সেখানে থাকতে থাকতে তারা কিছুটা কেতাদুরস্ত হয়ে উঠল। সব ছাত্রের মধ্যেই এই কেতাদুরস্ত ভাব

www.pathagar.com

থাকায় তাদের সকলকেই দেখাত প্রায় একরকম। বড়ছেলে অস্তাপ তার শিক্ষাজীবন শুরু করল প্রথম বছরেই পালিয়ে গিয়ে। তাকে ধরে এনে নির্দয় প্রহার দেওয়া হল ও পড়তে বসানো হল। চারবার সে তার প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক মাটিতে পুঁতে ফেলল, চারবারই সে অমানুষিক প্রহারের পর তাকে নতুন পাঠ্যপুস্তক কিনে দেওয়া হল। নিঃসন্দেহ, পঞ্চমবারও সে এই একই কাজ করত, কিন্তু তার পিতা সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন তিনি তাকে পুরো বিশ বছর মঠে শিক্ষানবিশ করে রাখবেন, এবং জানিয়ে দিলেন যে যদি সে অ্যাকাডেমিতে শেখানো সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত না করে তা হলে কোনোকালেই জাপোরোজ্য়ে দেখতে পাবে না। কৌতূহলের বিষয়, এই কথা বলেছিলেন সেই একই তারাস বুলবা যিনি সকল শিক্ষার নিন্দা করতেন, এবং আমরা আগেই দেখেছি, তাঁর ছেলেদের উপদেশ দিয়েছিলেন এই শিক্ষাকে একেবারে গ্রাহ্য না করতে। সেই সময় থেকে অস্তাপ অসাধারণ আগ্রহে তার নীরস বইগুলি পড়তে বসল, অচিরেই শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের সারিতে স্থান পেল। সেকালের শিক্ষাধারার সঙ্গে জীবনের বাস্তবতার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মবিচার, এইসবের কোনোই যোগ ছিল না সমসাময়িক কালের সঙ্গে, কোনোদিনই এগুলোর প্রয়োগ করা বা অভ্যাস করা যেত না জীবনে। ছাত্ররা তাদের শিক্ষার সামান্যতম পণ্ডিতি জ্ঞানকেও কোনোকিছুর সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারত না। তখনকার শিক্ষকেরা নিজেরাও ছিলেন অন্যদের চেয়ে বেশি অজ্ঞ, কেননা তাঁরা ছিলেন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অধিকন্তু, অ্যাকাডেমির সাধারণতান্ত্রিক সংগঠন, সুস্থ ও সবল যুবকদের ভীতিপ্রদ সংখ্যাধিক্য—এ সবই সেমিনারির ছাত্রসম্প্রদায়কে তাদের পাঠ্যাবলির একান্ত বাইরের কর্মপ্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত না করে পারত না। মাঝে মাঝে কষ্টকর জীবনযাত্রা, প্রায়শ শাস্তিস্বরূপ উপবাস এবং তাজা সুস্থ সবল যৌবনের নানা প্রবৃত্তির চাপ—এই সমস্ত মিলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করত সেই অভিযানের স্পৃহা, যা পরে বিকশিত হত জাপোরোজ্য়েতে। কিয়েভের পথে পথে ভ্রাম্যমাণ ক্ষুধার্ত ছাত্রেরা ছিল সকলের পক্ষে ভয়ের কারণ। কোনো ছাত্রকে আসতে দেখলে বাজারের পশারিনিরা তাদের মিঠাই, চাকা-বিস্কুট, কুমড়োর বিচি সর্বদা হাত দিয়ে ঢেকে ফেলত যেন মা-ঈগল তার শাবকদের রক্ষা করছে। যে-বয়স্কতর ছাত্রকনসালের কর্তব্য ছিল তার সঙ্গীছাত্রদের উপর দৃষ্টি রাখা, তারই সালোয়ারের পকেট ছিল এত ভীষণ বড় যে সে তাতে অনায়াসে অসতর্ক পশারিনির বিপণি থেকে তার সমস্ত পণ্য পুরে ফেলতে পারত। সেমিনারির ছাত্রদের জগৎ ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রুশি ও পোলীয় অভিজাতদের সর্বোচ্চ মণ্ডলে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। অ্যাকাডেমির পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং শাসনকর্তা আদাম কিসেল তাদের সমাজে প্রবেশ করতে দিতেন না এবং নির্দেশ দেন তাদের যেন কড়া শাসনে রাখা হয়। যাহোক, এই নির্দেশের কোনোই প্রয়োজন ছিল না, কেননা সেমিনারির অধ্যক্ষ এবং সন্ন্যাসী-অধ্যাপকেরা ডাণ্ডা বেত ব্যবহারের কোনো সুযোগ ছাড়তেন না, এবং প্রায়ই কনসালের সহকারী ছাত্রলিকটাররা তাঁদের আদেশে তাদের কনসালকে এমন নির্মমভাবে প্রহার করত যে তাকে কয়েক সপ্তাহ ধরে

www.pathagar.com

সালোয়ার চুলকাতে হত। তাদের অনেকেই এসবকে গ্রাহ্য করত না, এসব ছিল যেন লঙ্কা-মেশানো ভালো ভোদ্‌কার চেয়ে শুধু একটু বেশি কড়া। বাকিরা ক্রমাগত এই পুলটিশের প্রয়োগে ক্লান্ত হয়ে পড়ে অবশেষে পলায়ন করত জাপোরোজ্‌য়েতে, যদি তারা পথ খুঁজে পেত অথবা পথে ধরা না পড়ত। অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে ন্যায়শাস্ত্র এমনকি ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করতে শুরু করলেও অস্তাপ বুলবাও এই অমোঘ দণ্ড থেকে রক্ষা পায়নি। স্বভাবতই এতে তার চরিত্র দৃঢ় হয়ে এমন কাঠিন্য অর্জন করল যা ছিল কসাকদের চিরকালের লক্ষণ। অস্তাপ সর্বদা একজন শ্রেষ্ঠ সাথি বলে গণ্য হত। অন্যের বাগানে বা বাগিচায় লুট করবার মতো অভিযানে সে তার সঙ্গীদের নেতৃত্ব দিত কদাচিৎ, কিন্তু কোনো দুঃসাহসিক ছাত্র ডাক দিলে তার পতাকাতলে যারা সর্বাগ্রে সমবেত হত সে ছিল তাদের অন্যতম, এবং কখনও কোনো অবস্থাতেই সঙ্গীদের বিশ্বাসভঙ্গ করত না। চাবুক বা বেত দিয়েও তা করানো যেত না। মারামারি ও উচ্ছৃঙ্খল পানোন্মাদনা ছাড়া অন্য সবরকম প্রলোভনের বিরুদ্ধে সে ছিল কঠিন, অন্ততপক্ষে, প্রায় কখনোই সে অন্য কিছুতে মন দেয়নি। তার সমান-সমানদের সঙ্গে তার আচরণ ছিল শাদাসিধে। তার প্রকৃতির লোকের পক্ষে সেই যুগে যতটা সম্ভব সেরকম সদাশয়তাও তার ছিল। হতভাগিনী মায়ের অশ্রুতে তার অন্তর সত্যিই অভিভূত হয়েছিল। কেবল এইজন্যেই সে এখন বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল, তার মাথা নুয়ে পড়েছিল ভাবনায়।

তার ছোটভাই, আন্দ্রির চিন্তার ধারা ছিল কিছুটা বেশি সজীব ও বেশি পরিণত। লেখাপড়ায় তার মন ছিল বেশি, স্থূল বলিষ্ঠ প্রকৃতির পক্ষে সাধারণত যেমন জোর করে শেখার প্রয়োজন হয়, সে-প্রয়োজন তার ছিল না। ভাইয়ের চেয়ে তার উদ্ভাবনীশক্তি ছিল বেশি; যথেষ্ট বিপজ্জনক কাজে সে নেতৃত্ব করত বেশি ঘনঘন; কখনও কখনও সে শাস্তিও এড়িয়ে যেত তার উপস্থিত-বুদ্ধির সহায়তায়; তার ভাই অস্তাপ কিন্তু নিজের জন্য কারও কোনো তত্ত্বাবধানের ধার ধারত না, গায়ের জামা খুলে ফেলে মেঝেতে শুয়ে পড়ত, ক্ষমা চাওয়ার কথা একবারও ভাবত না। বীরত্ব-প্রদর্শনের উত্তপ্ত তৃষ্ণাও আন্দ্রির ছিল, কিন্তু অন্য অনুভূতিরও স্থান তার অন্তরে ছিল। আঠারো বছর বয়স পার হলে তার অন্তরে জ্বলে উঠল প্রেমের প্রাণবন্ত তাগিদ। আবেগপূর্ণ স্বপ্নে তার নারীর আবির্ভাব ঘটতে লাগল ঘনঘন। দার্শনিক বিতর্ক শুনতে শুনতেও সে প্রতিমুহূর্তে দেখতে পেত তাকে— সজীব, কালো-চোখ, কোমল। তার সামনে অবিরাম ঝলক দিত সে-নারীর ঝকঝকে টানটান দুটি স্তন, তার সুন্দর কোমল অনাবৃত বাহু; এমনকি তার কুমারীসুলভ অথচ সবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লেপটে থাকত যে-পোশাক সেই পোশাকের দৃশ্য পর্যন্ত আন্দ্রির স্বপ্নে তাকে অবর্ণনীয় কামোন্মাদনায় ভরে তুলত। সে তার বন্ধুদের কাছ থেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখত তার তরুণ-প্রাণের এই আবেগের আন্দোলন, কেননা সে-যুগে কোনো কসাকের পক্ষে যুদ্ধে যাওয়ার আগে নারী ও প্রেমের কথা ভাবা ছিল লজ্জা ও অসম্মানের কথা। অ্যাকাডেমির শেষ বছরগুলিতে সে দুঃসাহসিক দলের নেতৃত্ব খুব কমই করেছে, বরং বেশি ঘনঘন সে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে কিয়েভের দূর নির্জন ছোট ছোট

www.pathagar.com

অলিগলিতে, যেখানে চেরি-বাগানে ঢাকা নিচু নিচু ঘরগুলি পথের দিকে উঁকি দিয়ে লোভ জাগায়। মাঝে মাঝে সে এসে পড়ত অভিজাত পল্লির রাস্তায়ও—যাকে এখন বলা হয় পুরাতন কিয়েভ—এখানে থাকতেন ইউক্রেনীয় ও পোলীয় অভিজাতেরা, বাড়িগুলির গঠনে ছিল নানা বৈশিষ্ট্য। একদিন, সে যখন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন এক পোলীয় অভিজাতের প্রকাণ্ড গাড়ি প্রায় তার ঘাড়ে এসে পড়ল। কোচবক্সে আসীন ভীষণ গোঁফওয়ালা কোচম্যান অভ্রান্তভাবে তার পিঠে চাবুকের ঘা বসিয়ে দিল। তরুণ সেমিনারির ছাত্র রাগে জ্বলে উঠল; নির্বোধ সাহসে সে গাড়ির চাকা টেনে ধরে সবল হাতে গাড়ি থামিয়ে দিল। কিন্তু প্রতিশোধের ভয়ে কোচম্যান ঘোড়াগুলিকে চাবুক মারতে থাকায় গাড়ি সবেগে ছুটে গেল—আর আন্দ্রি সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়ে হাত সরাতে পারলেও হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল, কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে। আর ওপরে বেজে উঠল তীব্র খিলখিল সুরে সুমধুর হাসি। মুখ তুলে আন্দ্রি দেখল জানলায় দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী। এমন সৌন্দর্য সে আগে দেখেনি—কালোচোখ, প্রভাতসূর্যের প্রথম গোলাপি আভা-লাগা তুষার-শুভ্র গায়ের রং। তরুণী হাসছিল তার সমস্ত প্রাণ ঢেলে, তার চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতা যেন এই হাসিতে আরও ঝলমলে হয়ে উঠল। আন্দ্রি বিমূঢ় হয়ে গেল। মেয়েটির দিকে সে তাকিয়ে রইল সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে, অন্যমনস্কভাবে মুখ থেকে কাদা সরাতে গিয়ে তার মুখখানাকে আরও কদর্য করে তুলল সে। কে এই সুন্দরী? বাড়ির চাকরবাকরদের কাছ থেকে জানার উদ্যোগ করল সে। জমকালো পোশাকে ভিড় করে তারা তখন ফটকের কাছে এক তরুণ বান্দুরাবাদককে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। আন্দ্রির কাদামাখা মুখ দেখে কিন্তু তারা হেসে উঠল, অগ্রাহ্য করে উত্তর দিল না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে তরুণীটি কোভনোর শাসনকর্তার কন্যা, অল্পদিনের জন্য তাঁরা এখানে এসেছেন। পরের রাতেই সেমিনারির ছাত্রদের পক্ষেই যা স্বাভাবিক সেই দুঃসাহসিকতায় আন্দ্রি বাগানের বেড়া দিয়ে গুঁড়ি মেরে ঢুকে, চড়ে বসল এমন একটি গাছে যার ডালপালা বিস্তৃত হয়ে বাড়ির ছাদ পর্যন্ত পৌঁছেছে। গাছ থেকে সে ছাদে এল এবং চিমনির নল বেয়ে একেবারে হাজির হল সুন্দরীর শয়নকক্ষে। মেয়েটি সেই সময়ে বাতির আলোয় বসে কান থেকে বহুমূল্য দুল খুলে ফেলছিল। হঠাৎ নিজের সামনে এক অপরিচিত পুরুষকে দেখে পোলীয় সুন্দরী এত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল যে তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না; কিন্তু যখন সে দেখল যে ছাত্রটি দাঁড়িয়ে আছে চোখ নিচু করে লজ্জায় জড়সড় হয়ে, যখন সে চিনতে পারল যে এই সেই ছেলেটি যে তার চোখের সামনে পথে আছাড় খেয়ে পড়ে ছিল, তখন তাকে আবার হাসিতে পেয়ে বসল। অধিকন্তু, আন্দ্রির চেহারায় ভীতিপ্রদ কিছু ছিল না : সে দেখতে খুবই সুন্দর। মেয়েটি মন খুলে হাসতে লাগল এবং অনেকক্ষণ ধরে তাকে নিয়ে মজা করল। সব পোলীয় রমণীর মতোই সুন্দরীটি ছিল লঘুচিত্ত, কিন্তু তার চোখ থেকে, তার আশ্চর্য, তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ চোখ থেকে যে-দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল তা যেন স্থিরানুরাগের মতোই আয়ত। শাসনকর্তার কন্যা যখন সাহসভরে তার দিকে এগিয়ে এসে তার মাথায় বসিয়ে দিল উজ্জ্বল মুকুট, তার ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিল দুলদুটি, তাকে পরিয়ে দিল

www.pathagar.com

সোনার সুতোর পাড়-বসানো স্বচ্ছ মসলিনের খাটো শেমিজ, তখন ছাত্রটি হাত নাড়াতে পারল না, এমন নিশ্চল হয়ে গেল যেন কেউ তাকে বস্তায় পুরে বেঁধে রেখেছে। তাকে সাজিয়ে দিয়ে মেয়েটি তাকে নিয়ে হাজার রকমের তামাশা করতে লাগল, লঘুচিত্ত পোলীয় রমণীদের যা বিশেষ লক্ষণ সেইরকম এক বেপরোয়া ছেলেমানুষির সঙ্গে; এতে ছাত্রটি আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মেয়েটির ঝলসানো চোখের দিকে নিশ্চলভাবে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে একান্ত হাস্যকর করে তুলল সে নিজেকে। এমন সময় দরজায় করাঘাত শুনে চমকে উঠল মেয়েটি। ছেলেটিকে সে বলল খাটের তলায় লুকোতে এবং শঙ্কার কারণ চলে যেতেই সে ডাকল তার খাস চাকরানিকে—একজন তাতার বন্দিনী দাসীকে, আদেশ দিল ছেলেটিকে সাবধানে বাগানে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে বেড়া পার করে দিতে। কিন্তু এইবারে টপকাতে গিয়ে ছেলেটি আগের মতো জুত করতে পারল না; চৌকিদার জেগে উঠে তার পায়ে জোর আঘাত করল এবং দ্রুতপায়ে নিরাপদ স্থানে পালাতে না পারা পর্যন্ত ভৃত্যেরা ছুটে এসে তাকে বহুক্ষণ পথে পিটাল। এর পরে এ-বাড়ির কাছে আসা তার পক্ষে হয়ে উঠল অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ শাসনকর্তার ভৃত্যেরা সংখ্যায় অনেক। মেয়েটিকে সে আর-একবার দেখেছিল পোলীয় রোমান ক্যাথলিক গির্জায়; মেয়েটি তাকে লক্ষ্য করে দীর্ঘকালের পরিচিতের মতো অতি মিষ্টি হাসি হাসে। তারপর আর-একবার ছেলেটি মেয়েটিকে দেখে ক্ষণিকের জন্য; কিন্তু এর পর অচিরেই কোভনোর শাসনকর্তা ফিরে গেলেন এবং কালো-চোখ পোলীয় সুন্দরীর বদলে জানলায় দেখা দিল এক বিশ্রী মোটা মুখ। মাথা নিচু করে, ঘোড়ার কেশরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আন্দ্রি এতক্ষণ এইসব কথাই ভাবছিল।

ইতিমধ্যে স্তেপ তাদের সকলকে গ্রহণ করেছে তার সবুজ আলিঙ্গনে; খাড়াই ঘাস চারদিকে উঁচু হয়ে উঠে তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলল; তাদের কালো কসাক টুপির ঝলকানি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

'আরে ছেলেরা, তোদের হল কী, একেবারে চুপচাপ?'—তাঁর নিজের চিন্তাস্রোত থেকে সম্বিতে ফিরে এসে অবশেষে বললেন বুলবা। 'যেন একেবারে মঠের সন্ন্যাসী! আরে, ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দে। মুখে পাইপ লাগা, তামাক খাওয়া যাক। ঘোড়াদের খুঁচিয়ে বেশ একখান দৌড় দেওয়া যাক, পাখিও যেন আমাদের ধরতে না পারে!'

কসাকেরা ঘোড়ার উপর ঝুঁকে পড়ে ঘাসের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের কালো টুপিও আর দেখা গেল না। পদদলিত তৃণের একটি রেখা কেবল পড়ে রইল তাদের দ্রুতগতির নিদর্শন হয়ে।

মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে সূর্য অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল। তার তপ্ত সজীব আলোয় সমস্ত স্তেপ ভরে গেল। কসাকদের অন্তরে যা-কিছু ছিল অস্পষ্ট ও স্বপ্নালু, তা এক মুহূর্তে উড়ে গেল; তাদের হৃদয় স্পন্দিত হতে লাগল পাখির মতো।

স্তেপ যত প্রসারিত হতে থাকল ততই সুন্দর হয়ে উঠল দেখতে। সেকালে সমস্ত দক্ষিণ অংশ, একেবারে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত যে-সমস্ত অঞ্চলকে এখন বলা হয় নভরস্‌সিয়া, তা ছিল এক অক্ষত রিক্ত সবুজ প্রান্তর। তার তরঙ্গায়িত সীমাহীন বন্য-

www.pathagar.com

বিস্তৃতিতে কোনো লাঙল এসে প্রবেশ করেনি। অরণ্যের মতো লম্বা তৃণদলের মধ্যে ঘোড়াগুলি কেবল অদৃশ্য হয়ে তাদের পদদলিত করে চলত। এর চেয়ে সুন্দর প্রকৃতিতে আর কিছু হতে পারে না। ভূমির সমস্ত উপরিতল যেন সোনালি-সবুজ এক সমুদ্র, তাতে ছড়ানো লক্ষ লক্ষ বিচিত্র ফুল। তৃণদলের দীর্ঘ লঘুভার বৃন্তের ভিতর দিয়ে উঁকি দেয় গাঢ়-নীল, নীল ও নীল-রক্তিমাভ রঙের ঝুমকা ফুল, হলদে রঙের ফুলের গুল্ম তার পিরামিডাকৃতি মাথা উঁচু করে তোলে, শাদা ক্লোভারের ছাতার মতো টুপি ভূপৃষ্ঠকে বিচিত্র করে; একটি গমের শিষ—কে জানে কোথা থেকে এসে তৃণের ঝোপের মধ্যে বাড়ছিল। সূক্ষ্ম তৃণগুল্মের মধ্যে তিতির পাখি ঘাড় বাঁকিয়ে ঠোকরাচ্ছিল। হাজারো রকমের পাখির বিভিন্ন সুরে বাতাস ভরা। আকাশে ডানা ছড়িয়ে স্থির হয়ে ঝুলছিল বাজপাখি, নিচের তৃণদলে তার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ। একদিকে উড়ন্ত একদল বনহংসের চিৎকার প্রতিধ্বনিত হল, কে জানে কোন সুদূর হ্রদে। শঙ্খচিল ডানার নিয়মিত আন্দোলনে ভূমি থেকে উঠে বাতাসের নীল তরঙ্গে স্নানের বিলাস উপভোগ করতে লাগল। এই তো, এখন সে ঊর্ধ্ব-আকাশের মধ্যে হারিয়ে গেল, চিকচিক করছে কেবল একটি কালো বিন্দু; ঐ যে সে আবার তার পাখসাট দিয়ে সূর্যালোকে চকচক করছে। আহা মরি মরি, কী সুন্দর তুমি, স্তেপ!

আমাদের পথযাত্রীরা কয়েক মিনিট মাত্র থামল মধ্যাহ্নভোজের জন্য; তাদের অনুচর দশজন কসাক ঘোড়া থেকে নেমে খুলল ভোদ্‌কার কাঠের পিপে, আর লাউয়ের খোল, যা দিয়ে পানপাত্রের কাজ চলে। তারা খেল শুধু চর্বি-দেওয়া রুটি কিংবা গমের শক্ত চাপাটি, প্রত্যেকে পান করল মাত্র এক এক পাত্র মদ শক্তিবৃদ্ধির জন্য, কারণ তারাস বুলবা কাউকেও পথে মাতাল হতে দিতেন না। আবার পথ চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় সমস্ত স্তেপ সম্পূর্ণ বদলে যেত। তার বিচিত্রবর্ণ বিস্তার অস্তগামী সূর্যের শেষ-কিরণে দীপ্ত হয়ে উঠত, ধীরে ধীরে নামত অন্ধকার, দেখা যেত ছায়া কীভাবে এগিয়ে আসছে, তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে ঘন সবুজে; বাষ্প ঘনতর হত, প্রতিটি ফুল, প্রতিটি তৃণ ছড়াত সুগন্ধ, সমস্ত স্তেপ সুরভিতে ছেয়ে যেত। নীল কৃষ্ণ আকাশে যেন মোটা তুলির আঁচড়ে আঁকা হত সোনালি-গোলাপির সুপ্রসর রেখা, এখানে দেখা যেত লঘু স্বচ্ছ মেঘের শাদা শাদা টুকরো; সবচেয়ে তাজা ও মনকাড়া হালকা বাতাস সাগরের ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো ঘাসের ডগায় অল্প দোলা দিয়ে যেত, কোমল স্পর্শ দিত কপোলে। সারাদিনের মুখর সংগীত শান্ত হয়ে এসে রূপান্তরিত হত অন্য এক সংগীতে। দাগ-কাটা পাহাড়ি ইঁদুরের আপন গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সারা স্তেপ ভরে তুলত তাদের শিসের ধ্বনিতে। ফড়িঙের গুঞ্জন উচ্চতর হত। মাঝে মাঝে শোনা যেত যেন কোনো নিভৃত হ্রদ থেকে রাজহাঁসের কলধ্বনি, বাতাসে বাজত যেন রুপোর নিক্কণের মতো। পথচারীরা খোলা মাঠে থেমে রাত্রিবাসের স্থান বেছে নিত। তার পর আগুন জ্বালিয়ে, তাতে কড়া চাপিয়ে রান্না করত চর্বিযুক্ত পাতলা জাউ, তা থেকে ভাপ উঠে বাতাসে দেখাত যেন ধোঁয়ার হেলানো রেখা। নৈশভোজনের পর কসাকেরা ঘোড়াগুলির পায়ে দড়ি বেঁধে, ঘাসের ওপর ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ত আপন আপন আলখাল্লা বিছিয়ে।

www.pathagar.com

রাতের তারাদল সোজা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের কানে বাজত ঘাসের ভেতর থেকে পতঙ্গজগতের সংখ্যাতীত ধ্বনি—কোনোটা কর্কশ, কোনোটা শিসের মতো, কোনোটা-বা গুঞ্জন; রাতের নিস্তব্ধতায় ও তাজা বাতাসে পূর্ণতর ও বিশুদ্ধতর হয়ে এইসব ধ্বনি দোলা দিয়ে যেত তাদের নিদ্রালু কর্ণকুহরে। তাদের কেউ কখনও জেগে উঠে দাঁড়ালে দেখতে পেত সারা স্তেপ যেন জোনাকির উজ্জ্বল আভায় খচিত। আবার কখনও কখনও দেখা যেত রাতের আকাশে এখানে ওখানে দূরের মাঠে বা নদীতীরে শুকনো নলখাগড়া পোড়ানোর জ্বলন্ত আভা, তখন উত্তরদিকে উড়ে-যাওয়া হাঁসের কালো সারিকে হঠাৎ দেখা যেত রুপালি-গোলাপি আলোয়, মনে হত যেন অন্ধকার আকাশ উড়ছে লাল রুমালের সারি।

কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছাড়াই পথযাত্রীরা অগ্রসর হল। কোথাও কোনো গাছপালা নেই, সর্বত্র মুক্ত অন্তহীন অপূর্ব সুন্দর স্তেপ। কদাচিৎ চোখে পড়ে নিপার নদীতীরের দূর বনানীর নীল শীর্ষ। কেবল একবার তারাস তাঁর ছেলেদের ডেকে দেখিয়েছিলেন দূর স্তেপে একটি ছোট কালো বিন্দুর দিকে। বলেছিলেন, 'দ্যাখ রে ছেলেরা, একজন তাতার চলেছে ঘোড়ায়।' গুম্ফযুক্ত ছোট মাথাটা তাদের দিকে দূর থেকে তাকিয়ে দেখল তার সংকীর্ণ চোখ দিয়ে, শিকারি কুকুরের মতো বাতাস আঘ্রাণ করল এবং কসাকেরা গুনতিতে তেরো জন আছে দেখে হরিণের মতো দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'কী হে, ছেলেরা! তাতারটাকে ধরার চেষ্টা করবে নাকি? না-করাই ভালো, ওকে ধরা যাবে না : ওর ঘোড়া আমার শয়তানের চেয়ে জোরে ছোটে।' তা সত্ত্বেও বুলবা গুপ্ত ঘাঁটির বিপদের সম্ভাবনা থেকে সাবধান হলেন। তারা ঘোড়া ছোটাল তাতারকা নামে একটা ছোটনদীর দিকে। নদীটি গিয়ে পড়েছে নিপার নদীতে, ঘোড়াসমেত তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সাঁতার দিয়ে অনেক দূর গিয়ে তাদের পদচিহ্ন ঢেকে দিল; তার পর তীরে উঠে আবার তাদের পথ ধরল।

তিনদিন পরে তারা এসে পড়ল গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি। বাতাস হঠাৎ শীতল হয়ে এল, বোঝা গেল নিপার দূরে নয়। দূরে তার আবাস দেখা যাচ্ছিল, কালো এক প্রশস্ত রেখার মতো দিগন্ত থেকে তা পৃথক হয়ে আছে। বাতাস ভরে উঠল তার শীতল ঝলকে, বিস্তার ক্রমশ নিকটতর হল, শেষ পর্যন্ত ভূমিতলের অর্ধাংশ অধিকার করে বসল। এই জায়গায় নিপার চড়া পড়ে অবরুদ্ধ হওয়ার পর, নিজের পথ কেটে নিয়ে সমুদ্রের মতো গর্জন করে আপন ইচ্ছামতো ছড়িয়ে চলেছে; এখানে, মাঝখান দ্বীপ জেগে উঠে তার দুই তীর আরও বিস্তীর্ণ করে তুলেছে। পাহাড় বা খাড়াইয়ের কোনো বাধা না পেয়ে ভূমিতলে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে তার তরঙ্গদল। কসাকেরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, পারানি-নৌকায় চড়ে তিন ঘণ্টা পরে হোরতিৎসা দ্বীপের তীরে পৌঁছল; সেচ্ ঘনঘন তার স্থান পরিবর্তন করে—তখন তা ছিল সেইখানেই।

তীরে একদল লোক পারানি-মাঝির সঙ্গে কলহ করছিল। কসাকেরা ঘোড়া সাজাল। তারাস সন্ত্রান্ত ভাব ধারণ করে কোমরবন্ধ কষে আঁটলেন এবং গোঁফে তা দিতে লাগলেন গর্বিতভাবে। অজ্ঞাত আশঙ্কা ও অনির্দিষ্ট আনন্দের মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে তার তরুণ পুত্রেরাও নিজেদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল। পরে তারা সকলে একত্রে সেচ্

www.pathagar.com

থেকে আধ ভার্স্ট দূরের এক শহরতলিতে প্রবেশ করল। প্রবেশ করতেই তাদের কানে তালা লেগে গেল পঞ্চাশজন কামারের হাতুড়ির শব্দে, তারা কাজ করছিল মাটিতে খোঁড়া, ঘাসের চাবড়া দিয়ে ঢাকা পঁচিশটি কামারশালায়। সবলদেহ চর্মকারেরা পথের ওপর চালার তলে বসে জোরালো হাতে বৃষচর্ম মলছিল। ব্যবসায়ীরা বসে ছিল তাদের তাঁবুতে, তাদের সামনে চকমকি পাথর, লোহা ও বারুদের স্তূপ। দামি দামি রুমাল ঝুলিয়ে রেখেছে একজন আর্মানি; একজন তাতার ময়দার কাই দিয়ে জড়িয়ে লোহার শিকের ওপর ভেড়ার মাংস ঝলসাচ্ছে; এক ইহুদি ঝুঁকে পড়ে পিপে থেকে ধীরে ধীরে ভোদ্‌কা ঢালছে। কিন্তু যে-লোকের সঙ্গে তাদের প্রথম দেখা হল সে একজন নিপার-কসাক, পথের ঠিক মাঝখানে ঘুমিয়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে। তাকে দেখে তারাস বুলবা না-থেমে আর তার তারিফ না করে পারলেন না।

'আহ্, কী চমৎকার দৃশ্য! দ্যাখ তোরা, চেহারায় কী তেজ!' বললেন ঘোড়া থামিয়ে।

সত্যিই, এ এক দুর্দান্ত সাহসের ছবি; নিপার-কসাক পথের ওপর শুয়ে আছে সিংহের মতো দেহ এলিয়ে। তার ঝুঁটি এক ফুট জুড়ে পড়ে আছে সগর্বে। তার দামি লাল বনাতের চওড়া সালোয়ার আলকাতরা মাখানো, কসাক যেন দেখাতে চায় দামি কাপড়ের প্রতি তার পরিপূর্ণ অবজ্ঞা।

কিছুক্ষণ তারিফ করার পর বুলবা এগিয়ে চললেন সরু রাস্তা ধরে। যারা এখানেই কাজ করে সেইসব কারিগর ও নানা জাতির ব্যবসায়ীদের ভিড় এখানে। তাদের পণ্যদ্রব্যে সেচের এই শহরতলি দেখতে হয়েছে মেলার মতো; এখান থেকেই সেচের খাদ্যবস্ত্রের সংস্থান হয়, কেননা সেচের অধিবাসীরা জানত কেবল বন্দুক চালাতে আর মদ্যপান করতে।

শেষ পর্যন্ত তারা শহরতলি পার হয়ে দেখতে পেল ছড়ানো কতকগুলি কুরেন, ঘাসের চাবড়া দিয়ে অথবা তাতারীয় ধরনে পশমি কাপড়ে ঢাকা। কতকগুলির চারধারে কামান পাতা। শহরতলির মতো এখানে কোথাও কোনো বেড়া বা ছোট ছোট কাঠের থামে শামিয়ানা টাঙানো নিচু-ছাতওয়ালা বাড়ি নেই। কাটা গাছের স্তূপ ও নিচু প্রাকার সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। তাতে বোঝা যাচ্ছিল, এরা সাবধানতার কোনো ধারই ধারে না। কয়েকজন জোয়ান কসাক পাইপ-মুখে সেই রাস্তায় শুয়ে ছিল। তাদের দিকে ওরা তাকাল রীতিমতো উদাসীনভাবে, কিন্তু যেখানে ছিল সেখান থেকে নড়ল না। 'নমস্কার মশাইরা!' বলতে বলতে তাদের ভিতর দিয়ে তারাস সাবধানে ছেলেদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। 'নমস্কার!' জবাব দিল নিপার-কসাকরা। চারদিকে সারা মাঠ ভরে ছবির মতো সাজানো লোক। তাদের রোদে-পোড়া মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে যুদ্ধের আগুনে তারা পোক্ত, সবরকম কষ্টই তাদের সহ্য হয়ে গেছে। তা হলে, এই-ই সেচ্! এই কন্দর থেকে নির্গত হয় মানুষের দল, সিংহের মতো সদর্প ও শক্তিমান! এখান থেকেই সারা ইউক্রেনে ছড়িয়ে পড়েছে স্বাধীনতা ও কসাকত্ব!

অশ্বারোহী পথযাত্রীরা এসে পৌঁছল প্রশস্ত চত্বরে, এখানেই সাধারণত নিপার কসাকদের জাপোরোজীয় বাহিনীর সামরিক সভার অধিবেশন হয়। একটা প্রকাণ্ড ওলটানো পিপের উপরে একজন কসাক বিনা কামিজে বসে ছিল; কামিজের

www.pathagar.com

ছিদ্রগুলি সেলাই করছিল সে ধীরে ধীরে। আবার তাদের পথরোধ করল একদল বাদক, তাদের মধ্যে নাচছিল একজন তরুণ কসাক, তার বাহু বিস্তারিত, টুপি মাথায় বেপরোয়াভাবে। সে কেবলই চিৎকার করছিল, 'আরও জোরে বাজাও! আর ফোমা, এই খ্রিস্টীয়ানদের ভোদ্‌কা দিতে কমতি কোরো না!' ফোমার চোখে আঘাতের কালো দাগ। প্রকাণ্ড একটা গোল পাত্র ভরে যারাই এগিয়ে এল তাদের প্রত্যেককে সে বেহিসাবি মদ মেপে দিল। তরুণ কসাকটিকে ঘিরে বেশ লঘুগতিতে নাচছিল চারজন বৃদ্ধ, কখনও তারা একদিকে ছোটে ঝড়ের মতো, একেবারে বাদকদের প্রায় মাথায় এসে পড়ে, তারপর হঠাৎ শুরু করে হাঁটু মুড়ে নাচ, সজোরে ও ক্ষিপ্রগতিতে ঘোরাফেরা করে, রুপোর নাল-বাঁধানো জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঘনঘন তাল ঠোকে মাটিতে। তাদের নৃত্যে চারদিকে মাটি থেকে চাপা শব্দ উঠতে থাকে, বাঁধানো জুতোর গোপাক ও ত্রেপাক নৃত্যের ছন্দে বাতাস অনেকদূর পর্যন্ত স্পন্দিত। এদের মধ্যে একজনের চিৎকারে জোর সবচেয়ে বেশি, তার নৃত্যের গতিও অন্যদের চেয়ে দ্রুত। তার মাথায় চুলের ঝুঁটি হাওয়ায় এলোমেলো, পেশল বুক একেবারে খোলা; পরনে শীতের গরম মেষচর্মের কোট, আর দেহ বেয়ে ঘাম ঝরছিল দরদর ধারে। 'আরে গায়ের জামাটা খুলে ফ্যালো হে!' তারাস শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন। 'দেখছ না ঘাম ছুটছে!'—'খোলা যাবে না!' কসাকটি চ্যাঁচাল। 'কেন?' 'খোলা যাবে না; এই আমার স্বভাব; যা খুলে ফেলি তাতে মদ কিনি!' এই তরুণ কসাকের না ছিল টুপি, কাফতানে না ছিল কোমরবন্ধ, না কোনো সূচিকর্ম-বসানো রুমাল; সবই গেছে যে-পথে যাবার। ভিড় বাড়তে লাগল; আরও অনেকে যোগ দিল নৃত্যে, কোনো দর্শকের পক্ষে বিনা অভ্যন্তরীণ চাঞ্চল্যে অসম্ভব ছিল এই উত্তেজক উন্মত্ত নৃত্য দেখা। পৃথিবীর অন্য কোথাও সে-নৃত্য দেখা যায় না, তার বলশালী উদ্ভাবকদের নামানুসারে একেই বলা হয় কসাক-নৃত্য।

'আহ্, ঘোড়াটা যদি না থাকত!' তারাস চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ইচ্ছে করছে নিজেই নেমে পড়ে যোগ দিই নাচে।'

ইতিমধ্যে ভিড়ের মধ্যে দেখা যেতে লাগল বৃদ্ধ শান্ত কসাকদের, অতীত কৃতিত্বের জন্য এঁরা সারা সেচে সম্মানিত; তাঁদের ঝুঁটি শাদা, অনেকবার তাঁরা মণ্ডল নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারাস শিগগিরই অনেক চেনা-মুখ দেখতে পেলেন। অস্তাপ ও আন্দ্রি ক্রমাগত শুনতে লাগল অভিবাদন, 'আরে তুমি, পেচেরিৎসা! আছ কেমন, কোজোলুপ!'—'ঈশ্বর তোমাকে কোথা থেকে আনলেন, তারাস?'—'তুমি এলে কোথা থেকে, দোলোতো?'—'ভালো তো, কির্দিয়াগা! ভালো তো গুস্তি! তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে কখনও ভাবিনি, রেমেন।' সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরকে চুমা খেতে লাগলেন সেইসব বীরেরা, পূর্বরাশিয়ার বন্য প্রান্তর থেকে যাঁরা এখানে জমা হয়েছেন। তারপর চলতে লাগল প্রশ্ন : 'কাস্যান-এর কী হল? বোরোদাভ্‌কা কোথায়? আর কোলোপের? পিদ্‌সিশোক আছে কেমন?' তারাস উত্তরে কেবল শুনতে লাগলেন যে বোরাদভ্‌কার ফাঁসি হয়েছে তোলোপানে, কিজিকির্মেনে কোলোপেরের গায়ের

www.pathagar.com

চামড়া জীবন্ত অবস্থায় টেনে ছেঁড়া হয়েছে, পিদ্‌সিশোকের মাথা কেটে নুন মাখিয়ে একটা পিপেয় ভরে পাঠানো হয়েছে কনস্তান্তিনোপলে। বৃদ্ধ তারাস মাথা নত করলেন, চিন্তান্বিত মৃদুস্বরে বললেন, 'কী ভালো কসাকই-না ছিল এরা!'

তিন

তারাস বুলবা ও তাঁর ছেলেদের ইতিমধ্যেই সপ্তাহখানেক সেচে কাটল। অস্তাপ ও আন্দ্রি সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করল কমই। সামরিক অনুশীলনে কষ্ট করে সময় নষ্ট করা সেচ্ পছন্দ করত না; এর যুবকেরা শিক্ষিত ও গঠিত হত একমাত্র অভিজ্ঞতা দিয়েই, যুদ্ধের উত্তাপে, সেইজন্য যুদ্ধের প্রায় কখনও বিরতি ছিল না। অন্তর্বর্তীকালে কোনোরকম শিক্ষায় নিযুক্ত হওয়া কসাকদের মনে হত বিরক্তিকর; ব্যতিক্রম ছিল হয়তো বন্দুক দিয়ে লক্ষ্যভেদ করা, মাঝে মাঝে ঘোড়দৌড়ে ও স্তেপে বা নিম্নভূমিতে বন্য পশুশিকার; বাকি সময় কাটত স্ফূর্তিতে—তাদের অপার প্রাণোচ্ছ্বাসের এ এক নিদর্শন। সমস্ত সেচ্ ভরে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এ যেন এক অবিচ্ছিন্ন পানোৎসব ও নৃত্যোৎসব, ধুমধামের সঙ্গে শুরু হয়ে আর যেন শেষ হতে চায় না। কিছু-কিছু লোক কারিগরি করত, অন্যেরা দোকান খুলত ও কেনাবেচা করত; কিন্তু বেশির ভাগই স্ফূর্তি করত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, যতক্ষণ তাদের পকেটে শোনা যেত টাকার আওয়াজ, যতক্ষণ না তাদের লুঠের অর্জন দোকানদার ও শুঁড়ির হাতে চলে যেত ততক্ষণ। এই সর্বব্যাপী উৎসবের যেন কেমন এক জাদু ছিল। যারা দুঃখে মদ্যপান করে তেমন মদ্যপায়ীর আবেশ এটা নয়; এ কেবল স্ফূর্তির এক উদ্দাম অভিব্যক্তি। যে-লোকই এখানে আসত, আসত তার সকল কষ্ট ভুলে গিয়ে, ছুড়ে ফেলে দিয়ে। অতীতের গায়ে থুতু দিয়ে নির্বিচারে উন্মুক্ত জীবনযাপনে ঝাঁপিয়ে পড়ত সেই সাথিদের সঙ্গে, তারই মতো যাদের না ছিল আপনজন, না ঘরবাড়ি, পরিবার; ছিল কেবল উন্মুক্ত আকাশ ও তাদের চিরন্তন উৎসব। এ থেকেই উৎপত্তি সেই উন্মুক্ত মাতামাতির, অন্য কোনো উৎস থেকে যা উদ্ভূত হতে পারত না। ভূমিতলে অলসভাবে বিশ্রামকারী লোকগুলির ভিতরে যেসব গল্পগুজব চলত সেগুলি এতই আমোদজনক ও সজীব যে তা শুনে মুখের বাহ্য শান্তভাব অবিকৃত রাখতে হলে, এমনকি গোঁফটি পর্যন্ত না নাড়তে হলে, প্রয়োজন হত শুধু নিপার-কসাকগণের পক্ষেই যা সম্ভব তেমন এক নির্বিকার আকৃতির, যে-বিশেষ লক্ষণ আজ পর্যন্ত দক্ষিণরাশিয়ার অধিবাসীদের পৃথক করে রেখেছে তাদের অন্যান্য ভাইদের কাছ থেকে। পানোন্মত্ত হট্টগোলে ভরা স্ফূর্তি এটা বটে, তথাপি সেই ধরনের অন্ধকার শুঁড়িখানা নয় যেখানে কুৎসিত মেকি স্ফূর্তিতে মানুষ নিজেকে ভুলতে চায়; এ ছিল স্কুলের ছাত্রদের একটি দৃঢ়সংবদ্ধ সাথির দল। একমাত্র পার্থক্য এই যে, স্কুলের বেঞ্চে বসে শিক্ষকদের বোর্ডের লেখা দেখা ও মামুলি পড়াশোনার বদলে তারা আয়োজন করত পাঁচহাজার ঘোড়ায় চড়ে অভিযানের; বল খেলার মাঠের বদলে তাদের ছিল বেপরোয়া অরক্ষিত সীমান্ত, সেখানে দেখা দিয়ে যেত

www.pathagar.com

দ্রুতগতি তাতারের মাথা আর কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত সবুজ-পাগড়ি-মাথায় তুর্কি। পার্থক্য এই যে, স্কুলে তারা একত্রিত হত অন্যের ইচ্ছাশক্তির তাড়নে, আর এখানে তারা নিজেরাই পালিয়ে আসত স্বেচ্ছায় বাপ-মা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে; এখানে ছিল এমন অনেকে যাদের গলায় একদা ফাঁসির দড়ি জড়িয়ে এসেছিল আর সেই বিবর্ণ মৃত্যুর পরিবর্তে তারা পেয়েছে জীবন, পূর্ণ উদ্দামতার জীবন; এখানে ছিল অনেকে যাদের আভিজাত্যই হল পকেটে একটি কোপেকও রাখতে না পারা; ছিল অনেকে যাদের কাছে একটা স্বর্ণমুদ্রাও সম্পদস্বরূপ, যাদের পকেট ইহুদি ভাড়াটেদের কৃপায় এমনই শূন্য যে উলটে দিলেও তা থেকে কিছু গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই; ছিল এমন সব ছাত্র যারা শিক্ষালয়ের বেত সহ্য করতে পারেনি এবং সেখান থেকে এসেছে একটি অক্ষরও না-শিখে; কিন্তু তাদেরই সঙ্গে ছিল এমন অনেকে যারা জানত হোরেস, সিসেরো ও রোমক সাধারণতন্ত্রের কথা। এখানে ছিলেন এমন অনেক অফিসার যাঁরা পরে পোলান্ডের রাজার অধীনে যুদ্ধ করে যশ অর্জন করেন, আর ছিল অনেক অভিজ্ঞ গেরিলা যাদের মহৎ বিশ্বাস ছিল এই যে, কোথায় যুদ্ধ করছে তাতে কিছু আসে যায় না, যুদ্ধ করতে পারলেই হল, যুদ্ধ ছাড়া বেঁচে থাকা মানী ব্যক্তির উপযুক্ত নয়। আরও অনেকে ছিল যারা এখানে এসেছিল কেবল ভবিষ্যতে এই কথা বলার জন্যে যে তারা সেচে ছিল এবং ইতিমধ্যেই বীরত্বে পরিপক্ব হয়েছে। কিন্তু এখানে না ছিল কে? এই অদ্ভুত সাধারণতন্ত্রটি ছিল ঐ যুগোপযোগী এক সৃষ্টি। যারা ভালোবাসে সামরিক জীবন, সোনার পানপাত্র, দামি ব্রোকেড, সুবর্ণ মুদ্রা, এখানে তাদের কখনও কাজের অভাব হয় না। এখানে স্থান ছিল না কেবল তাদের নারী যাদের আরাধ্য, কারণ সেচের প্রান্তভাগেও দেখা দেওয়া কোনো নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অস্তাপ ও আন্দ্রির কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকল যে তারা থাকতে থাকতেই সেচে বৃহৎ একটি জনতা প্রবেশ করেছিল, কিন্তু কেউই তাদের প্রশ্ন করল না তারা কোথা থেকে আসছে, তারা কারা, কীই-বা তাদের নাম। তারা এমনভাবে এখানে এল যেন কেবল ঘণ্টাখানেক বাইরে থেকে এখন নিজেদের ঘরে ফিরছে। নবাগতেরা দেখা করত কেবল ক্যাম্পসর্দারের সঙ্গে। তিনি সাধারণত বলতেন, 'নমস্কার! খ্রিস্টে বিশ্বাস করো তো?'

'বিশ্বাস করি!' উত্তর করত নবাগত।

'আর ঈশ্বরের ত্রিসত্তায় বিশ্বাস করো তো?'

'হ্যাঁ করি!'

'গির্জায় যাও তো?'

'যাই।'

'এখন একবার ক্রুশ-চিহ্ন করো!'

নবাগত ক্রুশ-চিহ্ন করত।

'আচ্ছা', ক্যাম্পসর্দার উত্তর করতেন। 'এখন যাও, পছন্দমতো একটা কুরেন বেছে নাও।'

www.pathagar.com

এইভাবে অনুষ্ঠান শেষ হত। সমস্ত সেচ্ প্রার্থনা করত একটি গির্জায়, একে রক্ষা করতে তারা প্রস্তুত ছিল তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে, যদিও উপবাস বা মিতাচারের কথায় তারা কান দিত না। প্রচণ্ড অর্থলোভী ইহুদি, আর্মানি ও তাতাররাই কেবল সাহস করে শহরপ্রান্তে বাস করে এদের সঙ্গে বেচাকেনা করত, কেননা নিপার-কসাকরা দরকষাকষি করতে একদম ভালোবাসত না, পকেটে হাত দিয়ে যা-কিছু উঠত তা-ই দিয়ে দিত। কিন্তু এই অর্থলোভী ব্যবসায়ীদের ভাগ্যও ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের অবস্থা ছিল ভিসুভিয়াসের পাদদেশস্থ অধিবাসীদের মতো। কেননা নিপার-কসাকদের অর্থের অভাব ঘটলেই এই দোকানপাট ভেঙে দিয়ে যা-খুশি বিনামূল্যে নিয়ে যেত এই বেপরোয়ারা। সেচে ছিল ষাটটিরও ওপর কুরেন, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের মতো, শিক্ষালয় আর সেমিনারির সঙ্গে এর মিল ছিল আরও বেশি। আলাদা গৃহস্থালি বা অধিকৃত সম্পত্তি কারও ছিল না। সমস্ত কিছুই ছিল কুরেনের সর্দারের হাতে, এইজন্য তাঁকে বলা হত বাবা। তাঁরই হাতে থাকত টাকাকড়ি, কাপড়চোপড়, জাউ, মণ্ড এমনকি জ্বালানি কাঠ পর্যন্ত; নিজেদের টাকাও তাঁর কাছে জমা রাখা হত। যখন-তখন বিতর্ক বাধত কুরেনে কুরেনে। মুহূর্তে তা কথা-কাটাকাটি থেকে পরিণত হত হাতাহাতিতে। চত্বর ছেয়ে যেত কুরেনে। যতক্ষণ পর্যন্ত না শক্তিতে অন্যের উপর টেক্কা মেরে উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত চলত পরস্পর ঘুসোঘুসি আর তার পরই শুধু হত পানোৎসব। এই হল সেই সেচ্, যার প্রতি তরুণদের ছিল অত আকর্ষণ।

অস্তাপ ও আন্দ্রি তাদের যৌবনের সমস্ত আবেগ নিয়ে এই উদ্দাম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল; পৈতৃক বাড়ি, সেমিনারি এবং যা-কিছুতে এতদিন তাদের চিত্ত ভরে ছিল একমুহূর্তে সব ভুলে গিয়ে নিজেদের ভাসিয়ে দিল নতুন জীবনে। সবকিছুতেই— তাদের আগ্রহ : সেচের উদ্দাম আচরণ, তার শাদাসিধে শাসনব্যবস্থা ও আইনকানুন সব। মাঝে মাঝে তাদের মনে হত এ-আইন এমন মুক্ত সাধারণতন্ত্রের পক্ষে অতিমাত্রায় কঠোর। যত সামান্যই হোক-না কেন, কোনো কসাকের চুরি ধরা পড়লে তা সমগ্র কসাকত্বের কলঙ্ক বলে গণ্য হত। এই অসৎ লোকটিকে বেঁধে ফেলা হত 'কলঙ্কের থামে', তার পাশে রাখা হত একটি লগুড়, প্রত্যেক পথচারীর কর্তব্য ছিল তাকে আঘাত করা, যতক্ষণ-না তার বন্ধুদের কেউ এসে তার খালাসের টাকা দিত, তার হয়ে ধার শোধ করত। কিন্তু হত্যাকারীর জন্য যে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল সেটাই আন্দ্রির মনে সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করল। তার চোখের সামনেই খোঁড়া হত গর্ত, হত্যাকারীকে জীবিত অবস্থায় তাতে নিক্ষেপ করা হত, তার উপর চাপানো হত শবাধার, যে-ব্যক্তিকে সে হত্যা করেছে তার দেহ থাকত সেই শবাধারে, মাটি ঢেলে গোর দেওয়া হত দুজনকেই। শাস্তির এই ভীষণ অনুষ্ঠান, জ্যান্ত মানুষকে ঐ ভয়ঙ্কর শবাধারের সঙ্গে একত্রে গোর দেওয়া আন্দ্রি বহুদিন ভুলতে পারেনি।

অচিরেই এই দুই কসাক যুবক কসাকদের মধ্যে সুখ্যাত হয়ে উঠল। তারা প্রায়ই স্তেপে বেরিয়ে যেত তাদের কুরেনের সঙ্গীদের সঙ্গে, মাঝে মাঝে এমনকি সারা কুরেনের গোটা দল ও প্রতিবেশী কুরেনও সঙ্গে থাকত, স্তেপে সব রকমের পাখি

www.pathagar.com

শিকার করত অগণিত সংখ্যায়, শিকার করত ছাগল ও হরিণ; কিংবা তারা যেত হ্রদে, নদীতে, শাখানদীতে, কোন কুরেন কোথায় যাবে ভাগ্যের দান ফেলে ভাগ করে দেওয়া হত। সেখানে জাল ফেলে অজস্র মাছ ধরে সমস্ত কুরেনের খাদ্যের সংস্থান করত। যদিও এসব কাজে এমন কিছু ছিল না যাতে তাদের কসাক হিসাবে পরীক্ষা হয়, তবু সব বিষয়ে তাদের সাহস ও সাফল্যের জন্য লক্ষণীয় হয়ে পড়ল। লক্ষ্যভেদে তারা ছিল দুর্জয় ও অমোঘ; তারা নিপার নদী পারাপার হতে পারত স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার দিয়ে—এই কাজের জন্য নতুন ব্রতীকে সাড়ম্বরে গ্রহণ করা হত কসাকমহলে।

কিন্তু বৃদ্ধ তারাস তাদের জন্য অন্যরকম কাজের আয়োজন করতে লাগলেন। তাদের এই স্ফূর্তির জীবন তাঁর মনঃপূত ছিল না—তিনি চাইতেন কাজের কাজ। তিনি ভাবতে লাগলেন কীভাবে সেচকে প্রবৃত্ত করা যায় এমন দুঃসাহসিক অনুষ্ঠানে যাতে প্রয়োজন হবে প্রকৃত বীরত্বের। শেষে একদিন তিনি ক্যাম্পসর্দারের কাছে গিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন :

'কী বলো, সর্দার, নিপার-কসাকদের বেরিয়ে পড়ার কি সময় হয়নি?'

মুখ থেকে ছোট পাইপ নামিয়ে নিয়ে এবং পাশের দিকে থুতু ফেলে সর্দার উত্তর দিলেন, 'যাবার জায়গা নেই।'

'জায়গা নেই বলো কী! তাতার বা তুর্কিদের বিরুদ্ধে যেতে পারি।'

শান্তভাবে পাইপটি আবার মুখে লাগিয়ে সর্দার উত্তর দিলেন, 'না, তাতার বা তুর্কিদের বিরুদ্ধে যাওয়া চলবে না।'

'কেন চলবে না?'

'সুলতানের কাছে আমরা শান্তির প্রতিজ্ঞা করেছি।'

'কিন্তু সে তো বিধর্মী; ভগবানের ও পবিত্র গ্রন্থের আদেশ আছে বিধর্মীদের বিনাশ করার।'

'আমাদের অধিকার নেই। আমরা যদি আমাদের ধর্মের নামে শপথ না করতাম তা হলে হয়তো সম্ভব ছিল; কিন্তু এখন হয় না, সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়? এ তুমি কী বলছ যে আমাদের অধিকার নেই? এই তো রয়েছে আমার দুই ছেলে, দুজনেরই বয়স কম। তাদের দুজনের একজনও এখনও যুদ্ধে যায়নি; আর তুমি বলছ যে নিপার-কসাকদের যুদ্ধে যাবার দরকার নেই!'

'হ্যাঁ, এখন আর তেমন দরকার নেই।'

'তা হলে বলতে চাও যে কসাকের শক্তি অযথা নষ্ট হবে, লোকে মরবে কুকুরের মতো, কোনো যোগ্য কাজ না করে, স্বদেশের বা খ্রিষ্টধর্মের কোনো উপকারে না লেগে? তা হলে কিসের জন্য আমরা বেঁচে আছি, বলো কোন কম্মে ছাই আমরা বেঁচে আছি? বুঝিয়ে দাও তুমি আমাকে এটা। তুমি তো বুদ্ধিমান লোক, অকারণে তোমাকে সর্দার করা হয়নি, বুঝিয়ে দাও তুমি আমাকে, কেন আমরা বেঁচে আছি?'

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর সর্দার দিলেন না। তিনি এক জেদি কসাক। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে বললেন :

www.pathagar.com

'যা-ই হোক, যুদ্ধ হবে না।'

'তা হলে যুদ্ধ হবে না?' তারাস আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'একথা ভেবে দেখারও দরকার নেই?'

'হ্যাঁ, ভাবারও দরকার নেই।'

তারাস মনে-মনে বললেন, 'দাঁড়াও তুমি, শয়তানের বাচ্চা! তুমি আমাকে এখনও চেনো না!' তখনই তিনি সংকল্প করলেন সর্দারের উপর শোধ নিতে হবে।

এর-ওর সঙ্গে কথাবার্তার পর তিনি সকলকে প্রচুর পরিমাণে মদ খাওয়ালেন। এই মত্ত কসাকেরা সোজা গেল চত্বরে, যেখানে খুঁটিতে বাঁধা থাকত ঢাক। এই ঢাক বাজিয়ে সাধারণত সেনা-পরিষদের জমায়েত ডাকা হয়। ঢাকের কাঠি ঢাকি সবসময় নিজের কাছে রাখত—তাই বাজানোর কাঠি না-পেয়ে তারা প্রত্যেকে কাষ্ঠখণ্ড যোগাড় করল আর তা দিয়ে ঢাক পেটাতে লাগল। এতে সকলের আগে দৌড়ে এল ঢাকি নিজেই, লোকটি ঢ্যাঙা, একটিমাত্র চোখ, সে-চোখও মনে হত যেন ঘুমে ঢুলুঢুলু।

সে হাঁক পাড়ল, 'কার এত সাহস যে ঢাক বাজায়?'

'কথা না বলে ঢাকের কাঠিটি নিয়ে বাজাও তো দেখি, আমাদের হুকুম', উত্তর দিল মাতাল মোড়লরা।

ঢাকি তৎক্ষণাৎ তার পকেট থেকে কাঠি বার করল, সে ভালোমতোই জানত এই ধরনের ঘটনার শেষ কোথায়। ঢাক গর্জে উঠল, দেখতে দেখতে চত্বরে ঝাঁকে ঝাঁকে কালো ভ্রমরের মতো জমা হল নিপার-কসাকরা।

গোল হয়ে সকলে সমবেত হল, শেষে, তৃতীয় ডাকের পর, দেখা গেল মোড়লদের : ক্যাম্পসর্দার এলেন তাঁর পদমর্যাদার চিহ্ন গদা হাতে নিয়ে, বিচারক এলেন তাঁর সামরিক সিলমোহর নিয়ে, মুহরি এলেন তাঁর দোয়াত হাতে, আর কসাক-ক্যাপ্টেনের হাতে তাঁর দণ্ড।

ক্যাম্পসর্দার ও মোড়লরা মাথার টুপি খুলে ফেলে মাথা নুইয়ে চারদিকে অভিবাদন জানালেন কসাকদের, তারা দাঁড়িয়ে ছিল দৃপ্তভাবে, কোমরে হাত দিয়ে।

'এই সমাবেশের কী উদ্দেশ্য? কী চান আপনারা?' ক্যাম্পসর্দার প্রশ্ন করলেন। গালাগালি ও চিৎকার করে তাঁকে থামানো হল।

'তোমার গদা ছাড়ো! এক্ষুনি ছাড়ো তোমার গদা, শয়তানের বাচ্চা! আমরা আর চাই না তোমাকে!' জনতা থেকে কসাকেরা চিৎকার করে উঠল।

মনে হল কয়েকটি অপ্রমত্ত কুরেন প্রতিবাদ করতে চায়; কিন্তু পানোন্মত্ত কুরেন ও অপ্রমত্ত কুরেন, উভয় দলে শুরু হয়ে গেল মুষ্টিযুদ্ধ। চিৎকার ও হট্টগোল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

ক্যাম্পসর্দারের ইচ্ছা ছিল কিছু বলার। কিন্তু তিনি জানতেন যে ক্ষিপ্ত, স্বেচ্ছাচারী জনতা তা হলে তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে, অনুরূপ অবস্থায় এটা প্রায় হামেশাই ঘটে থাকে। তিনি মাথা খুব নিচু করে গদা রেখে দিয়ে জনতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

'আদেশ করুন মশাইরা, আমরাও কি আমাদের পদের নিদর্শনগুলো ছেড়ে দেব?' তাঁদের দোয়াত, সামরিক সিলমোহর ও দণ্ড ত্যাগ করতে প্রস্তুত করলেন বিচারক, মুহরি ও ক্যাপ্টেন।

'না, আপনারা থাকুন! থাকুন!' চিৎকার উঠল জনতা থেকে। 'আমরা তাড়াতে চাই কেবল ক্যাম্পসর্দারকে, ওটা একটা মাগি, আমরা চাই মরদ ক্যাম্পসর্দার।'

'কাকে ক্যাম্পসর্দার করছেন আপনারা?' মোড়লরা জিজ্ঞেস করলেন।

'কুকুবেনকোকে করা হোক!' এক দল চিৎকার করে উঠল।

'আমরা চাই না কুকুরবেনকোকে!' চ্যাঁচাল অন্যেরা। 'সে ছেলেমানুষ, তার ঠোঁটে মায়ের দুধ এখনও শুকায়নি।'

কেউ-কেউ চ্যাঁচাল, 'শিলো ক্যাম্পসর্দার হোক! শিলোকে ক্যাম্পসর্দার করা হোক!'

'চুলোয় যাক শিলো!' জনতা চিৎকার করে উঠল। 'কী রকমের কসাক সে, কুত্তার বাচ্চা একটা, তাতারের মতো চুরি করে। মাতালটাকে ছালায় পুরে চুলোয় পাঠাও।'

'বোরোদাতি, বোরোদাতিকে করা হোক ক্যাম্পসর্দার!'

'চাই না আমরা বোরোদাতিকে! জাহান্নামে যাক বোরোদাতি!'

'কির্দিয়াগার নামে চ্যাঁচাও!'—তারাস বুলবা কয়েকজনকে চুপিচুপি বললেন।

'কির্দিয়াগা! কির্দিয়াগা!' জনতা চিৎকার করল। 'বোরোদাতি, বোরোদাতি! কির্দিয়াগা, কির্দিয়াগা! শিলো! শিলো চুলোয় যাক! কির্দিয়াগা!'

প্রার্থীরা সকলেই তাদের নাম শোনামাত্র জনতা থেকে বেরিয়ে গেল যাতে কেউ না ভাবতে পারে যে তারা নির্বাচনে নিজেদের জন্য চেষ্টা করছে।

'কির্দিয়াগা! কির্দিয়াগা!' আরও জোরে শোনা যেতে লাগল। 'বোরোদাতি!'

ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল ঘুসোঘুসিতে এবং জয় হল কির্দিয়াগার।

'কির্দিয়াগাকে সামনে আনো!' চিৎকার করল সকলে।

জনদশেক কসাক জনতা থেকে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে এল; তাদের কয়েকজনের পা টলছিল, ভোদ্‌কার পরিমাণ খুবই বেশি হয়ে গিয়েছিল; তারা সোজা কির্দিয়াগার কাছে গেল তাঁকে নির্বাচনের সংবাদ দিতে।

কির্দিয়াগার বয়স হলেও তিনি বুদ্ধিমান কসাক, অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কুরেনে বসেছিলেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না কী ঘটছে।

'আপনারা কী চান, মশাইরা?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'চলে এসো, তোমাকে ক্যাম্পসর্দার করা হয়েছে!...'

'মাফ করবেন, মশাইরা!' কির্দিয়াগা বললেন। 'এ-সম্মানের কোথায় আমার যোগ্যতা! কী দিয়ে আমি ক্যাম্পসর্দার হব! এ-দায়িত্বের উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধিও আমার নেই। সারা সেনাবাহিনীতে কি এর চেয়ে ভালো লোক পাওয়া গেল না?'

'চলে এসো বলছি তোমাকে!' নিপার-কসাকদের চিৎকার উঠল। দুজনে ধরল তাঁর দুই হাত। তিনি নিজে যতই পা ছোড়াছুড়ি করুন-না কেন, তাঁকে টানতে টানতে চত্বরে নিয়ে যাওয়া হল, সঙ্গে সঙ্গে চলল গালিবর্ষণ, ঘুসি, লাথি ও হুকুম, 'পিছিয়ে

www.pathagar.com

যাসনে, শয়তানের বাচ্চা! যে-সম্মান পাচ্ছিস, কুত্তা, তা নিয়ে নে!'

এইভাবে কসাকদের মণ্ডলীতে আনা হল কির্দিয়াগাকে।

'তা হলে মশাইরা?' তাঁর সঙ্গীরা জনতাকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল। 'এই কসাককে আমাদের ক্যাম্পসর্দার করায় আপনারা কি রাজি?'

'সবাই রাজি!' গর্জন করে উঠল জনতা, ও সেই চিৎকারে বহুক্ষণ গমগম করতে লাগল গোটা ময়দান।

মণ্ডলদের মধ্যে একজন গদাটি নিয়ে এই নবনির্বাচিত ক্যাম্পসর্দারকে অর্পণ করতে এলেন। প্রথা অনুসারে কির্দিয়াগা তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করলেন। মোড়ল দ্বিতীয়বার অর্পণ করতে এলেন, কির্দিয়াগা দ্বিতীয়ারও অস্বীকার করলেন। শুধু তৃতীয়বার অর্পণ করলে কেবল তখনই তিনি গদাটি গ্রহণ করলেন। সমস্ত জনতা থেকে সমর্থনসূচক চিৎকারধ্বনি উঠল, ও কসাকদের এই চিৎকারে সারা ময়দান আবার বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হল। তখন জনগণের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন চারজন প্রবীণতম কসাক, শাদা গোঁফ, মাথার ঝুঁটিও শাদা। (সেচে অতিবৃদ্ধ লোক পাওয়া যেত না, কারণ নিপার-কসাকদের কেউই স্বাভাবিক অবস্থায় মরত না)। এঁরা প্রত্যেকে হাতে তখনকার বৃষ্টিতে কাদা-হয়ে-যাওয়া মাটি তুলে নিয়ে কির্দিয়াগার মাথায় চাপিয়ে দিলেন। ভিজে মাটি তাঁর মাথা থেকে গড়িয়ে এল গালে ও গোঁফে, সমস্ত মুখ কর্দমাক্ত হয়ে গেল। কিন্তু কির্দিয়াগা দাঁড়িয়ে রইলেন অকম্পিতভাবে, কসাকেরা তাঁকে যে-সম্মান দেখাল তার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। এইভাবে সমাপ্ত হল এই কোলাহলপূর্ণ নির্বাচন; জানা নেই, এটার ফলে বুলবার যত আনন্দ হয়েছিল তত আর কারও হয়েছিল কি না। এতে তিনি আগেকার ক্যাম্পসর্দারের উপর প্রতিশোধ নেন। অধিকন্তু, কির্দিয়াগা ছিলেন তাঁর পুরোনো বন্ধু, জলেস্থলে অনেক অভিযানে তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন, সামরিক জীবনের সব দুঃখকষ্ট একসঙ্গে ভোগ করেছেন। জনতা তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়ল নির্বাচনের উৎসব পালন করতে, শুরু হল এমন হাঙ্গামা যা অন্তাপ ও আন্দ্রি আগে কখনও দেখেনি। সমস্ত মদের দোকান চুরমার হল—মধু, ভোদ্‌কা ও বিয়ার লুঠ হয়ে গেল; দোকানিরা অক্ষতদেহে পালাতে পারলেই খুশি। সারারাত ধরে চলল চিৎকার ও বীরত্বের গৌরব-গান। উদীয়মান চাঁদ বহুক্ষণ ধরে দেখল গাইয়ে-বাজিয়েরা পথে পথে ঘুরছে, তাদের সঙ্গে আছে বান্দুরা, তুর্বান ও গোল বালালাইকা[৩], ভ্রমণ করছে গির্জার গানের দল, যাদের সেচে রাখা হত গির্জার গান করার জন্য এবং নিপার-কসাকদের গুণকীর্তনের জন্য। অবশেষে, খোয়ারি ও ক্লান্তি এই কঠিন মাথাগুলিকেও অভিভূত করল। দেখা যেতে লাগল, কেউবা এখানে, কেউবা ওখানে, মাটিতে শুয়ে পড়ছে কসাকেরা। কোথাও হয়তো এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ল, এমনকি কেঁদে ফেলল, এবং দুজনেই একত্রে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কোথাও-বা একদল পড়ে রইল স্তূপীকৃত হয়ে; আবার কোথাও কেউ যেন ঘুমানোর জুতসই জায়গা পেয়ে সোজা শুয়ে পড়ল কাঠের জলপাত্রে। কসাকদের ভিতর যে সবচেয়ে শক্ত সে তখনও কী যেন বকছিল অসংলগ্নভাবে; সর্বশেষে, সেও খোয়ারিতে শক্তি হারিয়ে ধপ করে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। সমগ্র সেচ্ ঘুমিয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

চার

পরের দিনই তারাস বুলবা নতুন ক্যাম্পসর্দারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন কীভাবে নিপার-কসাকদের কোনোরকম কাজে প্রযুক্ত করা যায়। ক্যাম্পসর্দার বুদ্ধিমান ও চতুর কসাক, নিপার-কসাকদের হাড়হদ্দ তিনি জানতেন। এই বলে তিনি আরম্ভ করলেন 'আমরা শপথ ভাঙতে পারি না, কোনোমতেই না।' পরে একটু থেমে, তিনি বললেন, 'কিন্তু উপায় আছে; শপথ আমরা ভাঙব না, অন্য কিছু-একটা ভাবা যাবে। লোকেরা সব জমায়েত হোক আমার হুকুমমতো নয়, নিজেদের ইচ্ছামতো। কীভাবে এটা করতে হবে তা তোমরা বেশ জানো। মোড়লরা আর আমি চত্বরে দৌড়ে আসব যেন আমরা কিছুই জানি না।'

এই কথাবার্তার পর একঘণ্টা কাটতে-না-কাটতেই অবাক ঢাক বেজে উঠল। একত্রিত কসাকদের মধ্যে তখনও অনেকে মত্ত ও অর্ধচেতন। লক্ষ লক্ষ কসাক-টুপিতে অকস্মাৎ চত্বর ছেয়ে গেল। গুঞ্জন উঠল, 'কে? ... কেন? কিসের জন্যে এই জমায়েত?' কেউই উত্তর দিল না। অবশেষে, এ-কোণ থেকে, ও-কোণ থেকে শোনা যেতে লাগল; 'আমাদের কসাক-শক্তি অযথা নষ্ট হচ্ছে; কোনো যুদ্ধ নেই! ... আমাদের মোড়লরা কুঁড়ে হয়ে গেছে; তাদের চোখে চর্বি জমে ঝুলে পড়েছে! ... দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে ন্যায়বিচার নেই!' বাকি কসাকেরা প্রথমে শুধু শুনছিল, পরে তারাও বলতে লাগল, 'হ্যাঁ! ঠিক কথা, পৃথিবীতে কোনোরকম ন্যায়বিচার নেই!' একথা শুনে মোড়লরা এমন ভাব করলেন যেন তাঁরা বিস্মিত। অবশেষে ক্যাম্পসর্দার এগিয়ে এসে বললেন :

'নিপার-কসাক মশাইরা, অনুমতি দিন, আমি কিছু বলব!'

'বলে ফ্যালো!'

'আমার বক্তব্যের মূল কথা, মাননীয় মহাশয়রা ... কিন্তু হয়তো আপনারা এ-বিষয়ে আমার চেয়ে ভালোই জানেন ... যে নিপার-কসাকদের অনেকেই এত ধার করেছেন ইহুদি শুঁড়িদের কাছে আর নিজেদের ভাইদের কাছে, যে, কোনো শয়তানই এখন তাঁদের আর ধার দেবে না। আমার আরও একটা বক্তব্য এই যে, এমন অনেক নওজোয়ান আছে আমাদের মধ্যে যারা এখনও চোখেই দেখেনি যুদ্ধ কাকে বলে, আর আপনারা জানেন মহাশয়রা, নওজোয়ানদের পক্ষে যুদ্ধ ছাড়া বাঁচাই চলে না। কী রকমের নিপার-কসাক সে, যে একবারও কোনো বিধর্মীকে ঠ্যাঙায়নি?'

বুলবা মনে-মনে বললেন, 'বেশ বলে।'

'ভাববেন না, মহাশয়রা, যে আমি এসব কথা বলছি শান্তিভঙ্গ করার জন্যে : ভগবান রক্ষা করুন! আমি শুধু যা সত্যি তা-ই বলছি। তা ছাড়া আমাদের ধর্মমন্দিরটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন—মুখে আনাই পাপ—কী হাল! ভগবানের করুণায় সেচ্ এখানে রয়েছে বছরের পর বছর, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের গির্জার বাইরের চেহারার কথা বাদ দিচ্ছি, এমনকি ভিতরের আইকনগুলোতেও কোনো সাজসজ্জার বালাই নেই। তাঁদের জন্যে অন্তত পক্ষে রুপোর সাজ বানিয়ে দেবার কথাও কেউ কখনও ভাবেনি! জনকয়েক কসাক মৃত্যুকালে দানপত্রে তাঁদের যা দিয়ে

www.pathagar.com

গেছেন তাঁরা পেয়েছেন কেবল তা-ই। ওঁরা দিয়েছেন বটে, তবে এইসব দান খুবই সামান্য, কেননা যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা জীবিতকালেই তাঁদের প্রায় সব অর্থ পান করেই থুয়েছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যের মর্ম এই নয় যে বিধর্মীদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমরা সুলতানের কাছে শান্তির শপথ করেছি, আমাদের তা হলে মহাপাপ হবে, কেননা আমরা শপথ করেছি আমাদের ধর্মানুসারে।'

'এমন গুলিয়ে ফেলছে কেন?' বুলবা নিজের মনে বললেন।

'তা হলে দেখুন, মহাশয়রা, যুদ্ধ আমরা শুরু করতে পারি না। আমাদের বীরত্বের মর্যাদাজ্ঞানে এটা বারণ। কিন্তু আমার অল্পবুদ্ধি দিয়ে আমি একটা কথা ভাবছি : শুধু নওজোয়ানদের দল নৌকায় চড়ে অ্যানাতোলিয়ার[৪] তীরে গিয়ে একটুআধটু হানা দিয়ে বেড়াক। কী মনে হয় আপনাদের?'

'পাঠাও, সবাইকে পাঠাও!' জনতার সব দিক থেকে চিৎকার উঠল। 'ধর্মের জন্য আমরা সবাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত!'

ক্যাশসর্দার সন্ত্রস্ত হলেন; সারা জাপোরোজ্‌য়েকে উত্তেজিত করার কথা তিনি একবারও ভাবেননি; এই উপলক্ষে শান্তি ভঙ্গ করা তাঁর মতে অন্যায় হবে।

'অনুমতি করুন, মহাশয়রা, আমার আরও একটি বক্তব্য আছে।'

'ঢের হয়েছে!' নিপার-কসাকরা চিৎকার করল, 'যা বলেছ তার চেয়ে ভালো আর হয় না।'

'তা-ই যদি চান, তবে তা-ই হোক! আমি তো আপনাদের ইচ্ছার দাস। আপনারা সবাই তো জানেন আর পবিত্রগ্রন্থেও লেখা আছে যে জনতার স্বর—দেবতার স্বর। সবাই মিলে যা ঠিক করা হয়, তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। কেবল একটা কথা, আপনার মহাশয়রা, জানেন যে আমাদের নওজোয়ানদের এই অল্পস্বল্প ফুর্তির ব্যাপারটাকে সুলতান শান্তি না দিয়ে ছাড়বেন না। সুতরাং ইতিমধ্যে আমরা প্রস্তুত হতে পারি, আমাদের শক্তি হবে তাজা, কাউকেই আমাদের ভয় পেতে হবে না। তা ছাড়া আমরা বেরিয়ে গেলে তাতাররাও আসতে পারে : বাড়ির কর্তা বাড়ি থাকলে এই তুর্কি কুত্তারা আসতে সাহস পায় না, তারা আমাদের পায়ে কামড়ায় পিছন থেকে, তবু কামড়ায় বেশ জোরে। সত্যিকথা যদি আপনাদের বলতে হয় তা হলে অবস্থা এই যে, আমাদের এত নৌকা জমা নেই, আর এত পরিমাণে বারুদও গুঁড়ানো হয়নি যে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়তে পারি। হলে তো আমি খুশিই হতাম; আমি আপনাদের ইচ্ছার দাস।'

চতুর কসাক-নেতা থেমে গেলেন। নানা দলে আলোচনা শুরু হল, কুরেন-সেনাপতিরা পরামর্শ করতে লাগলেন; সৌভাগ্যবশত মাতালদের সংখ্যা ছিল কম, তাই সুবুদ্ধির উপদেশ শোনাই স্থির হল।

তখনই কয়েকজন লোককে পাঠানো হল নিপার নদীর অপর পারে বাহিনীর কোষাগারে, যেখানে বাহিনীর ধনভাণ্ডার এবং শত্রুর কাছ থেকে লুট-করা কিছু অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা হত জলের তলে ও নলখাগড়ার মধ্যে। অন্য সকলে নৌকাগুলির তদারক করে সেগুলিকে অভিযানের জন্য তৈরি করে তোলার জন্য

www.pathagar.com

দৌড়ে গেল। চোখের নিমেষে সমস্ত নদীতীর লোকে ছেয়ে গেল। দেখা দিল কুঠার-হাতে ছুতোরের দল। রোদে-পোড়া, চওড়া-কাঁধ, শক্ত-পা বৃদ্ধ নিপার-কসাকরা, কারও গোঁফ কালো, কারও গোঁফে পাক ধরেছে। সালোয়ার গুটিয়ে, হাঁটু পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে তারা মোটা দড়িতে টান দিয়ে নৌকাগুলিকে জলে নামাতে লাগল। অন্যরা শুকনো কাঠ ও যত রাজ্যের কাটা গাছ বয়ে আনল। কোথাও নৌকায় কাঠের পাটাতন লাগানো হচ্ছে; কোথাও তাকে একদম উলটে দিয়ে তলার ছিদ্রগুলিকে আলকাতরা দিয়ে বন্ধ করা হচ্ছে; কোথাও কসাক রীতি অনুসারে নৌকার ধারে ধারে লম্বা নলখাগড়ার গোছা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, যাতে সমুদ্রের ঢেউ তাদের ডুবিয়ে না দেয়; দূরে সারা নদীতীর জুড়ে আগুন জ্বালিয়ে, তামার কড়ায় আলকাতরা ফুটানো হচ্ছে নৌকায় লাগানোর জন্য। অভিজ্ঞ ও বয়োবৃদ্ধরা তরুণদের শেখাতে লাগলেন। গোলমাল ও কাজের চিৎকার শোনা গেল চারদিকে : সারা নদীতীর যেন জীবিত হয়ে আন্দোলিত ও গতিশীল হয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে একটা বড় পারানি নৌকা তীরের দিকে আসছিল। তার উপর দাঁড়িয়ে একদল লোক ইতিমধ্যেই দূর থেকে হাত নাড়াতে শুরু করেছিল। তারা কসাক, তাদের গায়ের বস্ত্র ছিন্নভিন্ন। শোচনীয় পোশাকপরিচ্ছদ—একটা শার্ট ও মুখে ছোট পাইপ ছাড়া অনেকের কিছুই ছিল না। দেখে মনে হয়, হয় তারা কোনোরকম বিপদ থেকে খুব সম্প্রতি উদ্ধার পেয়েছে, কিংবা স্ফূর্তিতে উড়িয়ে দিয়েছে তাদের সর্বস্ব—অঙ্গবস্ত্র পর্যন্ত। তাদের ভিতর থেকে এগিয়ে এল একজন বেঁটেখাটো, চওড়া-কাঁধ কসাক, বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। তার চিৎকার ও হাত নাড়া অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গেল, কিন্তু কর্মব্যস্ত লোকেদের চিৎকার ও শব্দে তার একটি কথাও শোনা গেল না।

নৌকা তীরে লাগলে ক্যাম্পসর্দার প্রশ্ন করলেন, 'কী খবর এনেছ তোমরা?'

কর্মব্যস্ত লোকেরা সকলেই তাদের কাজ থামিয়ে কুঠার ও বাটালি উঁচু করে প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইল।

পারানি নৌকা থেকে বেঁটেখাটো লোকটি চেঁচিয়ে বলল, 'খারাপ খবর!'

'কিসের খারাপ?'

'আমাকে অনুমতি দেবেন, নিপার-কসাক মহাশয়রা, একটা বক্তৃতা করতে?'

'বলো!'

'নাকি সেনা পরিষদের সভা ডাকবেন?'

'বলে ফ্যালো, আমরা সবাই এখানে।'

একত্রে জমা হয়ে গেল সব লোক।

'আপনারা কি কিছুই শোনেননি কীসব চলছে কমান্ড্যান্টের অধীন এলাকা নিয়ে?'

'কী চলছে সেখানে?' জিজ্ঞেস করলেন কুরেন—সেনাপতিদের একজন।

'বাহ্! কী চলছে? দেখা যাচ্ছে, তাতাররা আপনাদের কানে তুলো গুঁজে দিয়েছে, তাই আপনারা কিছুই শোনেননি।'

'বলোই-না, কী চলছে সেখানে!'

www.pathagar.com

'চলছে এমন ব্যাপার যা কোনো খ্রিস্টান জন্মে কখনও দেখেনি।'

'বল-না কুত্তার বাচ্চা, কী চলছে।' ভিড়ের ভিতর থেকে একজন ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

'এমন দিন আসছে যখন আমাদের পবিত্র গির্জাগুলোও আর আমাদের থাকবে না।'

'আমাদের থাকবে না?'

'তাদের ইজেরা দেওয়া হয়েছে ইহুদিদের কাছে। ইহুদিকে আগাম টাকা না দিলে কোনো উপাসনা হতে পারবে না।'

'কী, বলতে চাস কী?'

'আর ইহুদি কুকুর যদি তার নোংরা হাত দিয়ে আমাদের পবিত্র ঈস্টার-রুটির ওপর ছাপ না দেয়, তা হলে তা উৎসর্গ করা যাবে না।'

'মিথ্যে বলছে, ভাইসব, আমাদের পবিত্র ঈস্টার-রুটিতে নোংরা ইহুদি ছাপ দেবে—এ হতেই পারে না!'

'শুনুন শুনুন!...আরও আছে : ক্যাথলিক পুরুতেরা গাড়ি চড়ে সারা ইউক্রেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে সেটা বিপদের কথা নয়; বিপদের কথা এই যে তারা গাড়িতে ঘোড়া জুতছে না, জুতছে খাঁটি খ্রিস্টানদের। ... শুনুন, এখনও শেষ হয়নি। শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যে ইহুদি মাগিরা আমাদের পুরুতদের পোশাক দিয়ে তাদের স্কার্ট বানাচ্ছে। ইউক্রেনে এইসব কাণ্ডকারখানা চলছে, মহাশয়রা! আর আপনারা এখানে জাপোরোজ্য়েতে স্ফূর্তি চালাচ্ছেন, মনে হয় যেন তাতাররা আপনাদের এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছে যে আপনাদের কোনোকিছুর দিকে না আছে চোখ, না আছে কান, কিছুই নেই—আপনারা কিছুই জানেন না কীসব চলছে পৃথিবীতে!'

'থামো! থামো!' বাধা দিলেন ক্যাম্পসর্দার; গুরুতর কোনো পরিস্থিতিতে কখনও প্রথম ঝোঁকেই কিছু-একটা করে না বসে যারা চুপ করে থাকে এবং ইতিমধ্যে স্থিরভাবে ক্রোধের প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করে সেইরকম এক নিপার-কসাকের মতো তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন মাটির দিকে চোখ নামিয়ে। 'থামো! তোমাদের আমিও বলি একটা কথা! কী করছিলে তোমরা—নিকুচি করি তোমাদের বাপের!—কী করছিলে তোমরা নিজেরা? তোমাদের হাতে কি তলোয়ার ছিল না? এরকম বেআইনি কাজ তোমরা হতে দিলে কেমন করে?'

'দিলাম কেমন করে! কেমন করে থামাবেন আপনারা পঞ্চাশ হাজার পোলকে, আর তা ছাড়া—নিজেদের পাপ গোপন করে লাভ নেই—আমাদের ভিতরেও এমন সব কুকুর ছিল যারা ইতিমধ্যে ওদের ধর্ম গ্রহণ করেছে।'

'তোমাদের কমান্ড্যান্ট আর কর্নেলেরা—তাঁরা কী করছিলেন?'

'কর্নেলদের দশা থেকে ঈশ্বর আমাদের যেন রক্ষা করেন।'

'সে আবার কী?'

'আমাদের কমান্ড্যান্টকে তামার ষাঁড়ে করে আগুনে ঝলসে রেখেছে এখন ওয়ারশতে; কর্নেলদের মাথা ও হাত টুকরো করে হাটে হাটে সব লোককে দেখানো হচ্ছে। এই হল কর্নেলদের দশা।'

www.pathagar.com

সমস্ত জনতা দুলে উঠল। ভীষণ ঝড়ের আগে যেমন হয় তেমনি প্রথমে নিস্তব্ধ হয়ে গেল সারা নদীতীর, তারপর হঠাৎ একসঙ্গে শোনা গেল কণ্ঠস্বর, সমস্ত নদীতীর মুখর হয়ে উঠল।

'কী কাণ্ড! ইহুদিরা ইজেরা নিয়েছে খ্রিস্টানদের গির্জা? ক্যাথলিক পুরুতরা গাড়িতে জুতছে খাঁটি খ্রিস্টানদের? কী কাণ্ড! রুশ জমিতে হতচ্ছাড়া পাষণ্ডদের হাতে এইসব যন্ত্রণা? আমাদের কর্নেলদের ওপর, আমাদের কমান্ড্যান্টের ওপর এই অত্যাচার? না, এ হতে পারে না, এ চলতে পারে না!'

এইরকম যত কথা যেন উড়ে যেতে লাগল এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। নিপার-কসাকরা গর্জে উঠল, অনুভব করল তাদের শক্তি। এটা আর চপলমতি লোকদের উত্তেজনা নয়; এ-উত্তেজনা—দৃঢ় ও কঠিন-চরিত্রের লোকেদের, যারা সহজে জ্বলে ওঠে না, কিন্তু একবার জ্বললে যাদের অন্তরের আগুন দীর্ঘকাল সমান তেজে জ্বলে।

'ফাঁসিতে ঝোলাও সব ইহুদিদের!' জনতা থেকে চিৎকার উঠল। 'পুরুতের পোশাক থেকে ইহুদি মাগির স্কার্ট করা চলবে না! আমাদের পবিত্র ঈস্টার-রুটিতে তাদের চিহ্ন দেওয়া চলবে না! নিপারের জলে ডুবিয়ে মারো এই ইতরদের সবগুলোকে।'

জনতা থেকে কোনো-একজনের কণ্ঠে উচ্চারিত এই কথাগুলি বিদ্যুৎগতিতে সকলের মাথায় খেলে গেল, জনতা ছুটে চলল শহরপ্রান্তে সব ইহুদিকে কেটে ফেলার উদ্দেশ্যে। ইস্রায়েলের হতভাগ্য সন্তানেরা, তাদের যেটুকু সাহস বাকি ছিল তাও হারিয়ে লুকিয়ে পড়ল ভোদ্‌কার খালি পিপেতে, চুল্লির মধ্যে, এমনকি মেয়েদের স্কার্টের ভিতরে, কিন্তু যেখানেই লুকাক, কসাকরা তাদের খুঁজে বার করল।

'মহামান্য কর্তারা!' তার সঙ্গীদের দলের ভিতর থেকে করুণ সন্ত্রস্ত মুখে চিৎকার করে উঠল একজন ইহুদি—লোকটা রোগা ও লম্বা, যেন প্যাঁকাটি। 'মহামান্য কর্তারা! একটা কথা বলতে দিন, মাত্র একটি কথা! আমরা এমন কথা বলব যা এর আগে আপনাদের কেউ কখনও শোনেননি, খুব গুরুত্বপূর্ণ, এত গুরুত্বপূর্ণ যে তা বলা যায় না!'

'আচ্ছা, ওদের বলতে দাও', বললেন বুলবা, অভিযুক্তের কী বলার আছে তা শুনতে তিনি সর্বদা ইচ্ছুক।

'দয়ালু কর্তামশাইরা!' ইহুদি বলতে লাগল। 'আপনাদের মতো এমন মহাশয় লোক আগে কখনও দেখা যায়নি। ঈশ্বরের দিব্যি, কখনও না। এমন উদার, সৎ ও সাহসী লোক পৃথিবীতে আগে কখনও ছিল না!...' ভয়ে তার কণ্ঠ স্তিমিত ও কম্পিত হতে লাগল। 'নিপার-কসাকদের মন্দ হোক, একথা আমরা কী করে ভাবতে পারি? ওরা আমাদের কেউ নয়, ইউক্রেনের ঐ ইজারাদাররা! ঈশ্বরের দিব্যি, আমাদের কেউ নয়! ওরা মোটে ইহুদি নয়, ওরা যে কী তা কেবল শয়তানই জানে। ওরা এমন যে, ওদের মুখে থুতু দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এরা সবাই বলবে একথা। সত্যি নয় কি, শ্রেমা? তুমি কী বলো, শ্মুল?'

'ঈশ্বরের দিব্যি, সত্যি!' ভিড়ের থেকে উত্তর দিল শ্রেমা ও শ্মুল। দুজনেরই মাথার টুপি ছিন্নভিন্ন, দুজনেই বিবর্ণ যেন চিনেমাটি।

www.pathagar.com

'আপনাদের শত্রুদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আমাদের কখনও নেই', বলতে লাগল ঢ্যাঙা ইহুদি। 'আর ক্যাথলিকদের তো আমরা জানতেই চাই না—শয়তান ওদের চোখের ঘুম কেড়ে নিক! আমরা আর নিপার-কসাকরা হলাম সহোদর ভাইয়ের মতো...'

'কী বললি? নিপার-কসাকরা হল তোদের ভাই?' একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'ওরে পাপী ইহুদি! এ হতেই পারে না। ফেলে দাও ওদের নিপারের জলে, মশাইরা! ডুবিয়ে মারো এই ইতরগুলোকে!'

এই কথাগুলি হল যেন সংকেত। ইহুদিদের ধরে ধরে জলে ফেলা হতে লাগল। চারদিকে শোনা গেল করুণ চিৎকার, কিন্তু ইহুদিদের জুতামোজা পরা পা শূন্যে উঠে দাপাদাপি করছে দেখে কঠোর নিপার-কসাকরা শুধু হাসতে লাগল। হতভাগ্য যে-বক্তৃতাকারীটি নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছে, সে লাফিয়ে এল তার গায়ের কামিজ ফেলে, এই কামিজ ধরে তাকে টানাটানি করা হচ্ছিল। তার গায়ে রইল কেবল রঙিন আঁটসাঁট ফতুয়া। সে ছুটে এসে বুলবার পা জড়িয়ে করুণ স্বরে বলতে লাগল :

'বড়কর্তা, মহামান্য কর্তামশাই! আপনার ভাই, পরলোকগত দোরোশকে আমি জানতাম! সমস্ত বীরদের মধ্যে তিনি ছিলেন রত্নবিশেষ। তুর্কিদের গোলামি থেকে মুক্তির জন্যে আমি তাঁকে আটশো সেকুইন[৫] দিয়েছিলাম।'

'তুই জানতিস আমার ভাইকে?' প্রশ্ন করলেন তারাস।

'ঈশ্বরের দিব্যি, জানতাম! তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ ব্যক্তি।'

'কী নাম তোর?'

'ইয়ানকেল।'

তারাস বললেন, 'আচ্ছা বেশ', তারপর কিছুক্ষণ ভেবে তিনি কসাকদের দিকে ফিরে বললেন : 'ইহুদিটাকে যখন খুশি ফাঁসিতে ঝোলানো যাবে, আপাতত ও আমার কাছে থাক।' এই বলে তারাস তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের শকটের সারির কাছে, সেখানে তাঁর বাহিনীর কতকগুলি কসাক দাঁড়িয়েছিল। 'যা, গাড়ির তলায় ঢুকে পড়, শুয়ে পড়, আর নড়াচড়া করিসনে; আর তোমরা ভাইসব, দেখো, ইহুদিটাকে ছেড়ো না।'

এই বলে তিনি চত্বরের দিকে গেলেন, কেননা সেখানে অনেক আগেই জনতার সমাগম হতে শুরু করেছে। সকলেই নিমেষের মধ্যে নদীতীর ও নৌকা সাজানো ছেড়ে এসেছে, কারণ এখনকার কাজ আর সামুদ্রিক অভিযান নয়, স্থলপথে আক্রমণ। এখন প্রয়োজন বড়নৌকা বা ডিঙিনৌকার নয়, গাড়ির ও ঘোড়ার। যুবক ও বৃদ্ধ, এখন সকলেই চাইল আক্রমণে যোগ দিতে; তাদের মোড়লদের, কুরেন-সেনাপতি ও ক্যাশসর্দারের উপদেশে ও সমগ্র জাপোরেজীয় সৈন্যবাহিনীর ইচ্ছায়, সকলের সংকল্প হল সোজাসুজি পোল্যান্ডে প্রবেশ করতে হবে, তাদের ধর্মবিশ্বাসের ও কসাক-গৌরবের যে-অপমান ও ক্ষতি হয়েছে তার প্রতিশোধ নিতে হবে, শহর লুঠ করে, গ্রামে ও ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে, স্তেপ অঞ্চলের বহুদূর পর্যন্ত নিজেদের গৌরব

www.pathagar.com

প্রসারিত করতে হবে। সকলেই তৎক্ষণাৎ কোমর বেঁধে সশস্ত্র হল। ক্যাম্পসর্দারের মাথা যেন উঁচুতে ছাড়িয়ে গেল সকলকে। এখন আর তিনি উচ্ছৃঙ্খল জনতার খামখেয়ালি ইচ্ছার বিনম্র বাহক নন; এখন তিনি তাদের অবিসংবাদী নেতা। এখন তিনি স্বৈরতন্ত্রী শাসনকর্তা, কেবল আদেশ করাই যাঁর কাজ। স্বেচ্ছাচারী, স্ফূর্তিপরায়ণ সমস্ত বীরই সুশৃঙ্খল সারি বেঁধে দাঁড়াল সসম্মানে মাথা নত করে; ক্যাম্পসর্দার যখন আদেশ দেন তখন তাদের সাহস হয় না চোখ তোলার; তিনি আদেশ দিতে লাগলেন ধীর স্বরে, চিৎকার না করে বা অধীর না হয়ে; বৃদ্ধ ও বহুদর্শী যে-কসাকনেতা বহুবার সুচতুর অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন তাঁর মতো প্রতিটি কথা বলতে লাগলেন যেন ওজন করে।

'ভালো করে দ্যাখো, ভালো করে নিজেরা সবকিছুই দেখে নাও!' তিনি বলতে লাগলেন। 'মালগাড়িগুলো আর আলকাতরার বালতিগুলো মেরামত করে নাও; অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করো। জামাকাপড় সঙ্গে বেশি নিও না, একটা শার্ট আর দুজোড়া সালোয়ার প্রত্যেকের জন্য, আর ময়দার মণ্ড ও গুঁড়ানো জোয়ারের এক-একটি পাত্র—এর চেয়ে বেশি যেন কেউ না নেয়! মালগাড়িতে দরকারি সবকিছুরই ভাণ্ডার থাকবে। প্রত্যেক কসাকের একজোড়া ঘোড়া থাকা চাই। আর আমাদের দরকার দুশো জোড়া বলদ, নদী-পারাপারের সময় আর জলা জায়গায় তাদের দরকার হবে। সবচেয়ে বেশি দরকার, মশাইরা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা। আমি জানি এমন কেউ-কেউ আছে তোমাদের মধ্যে যারা ভগবানের দয়ায় যদি লুঠের সুযোগ পায় তা হলে তখনই ছুটবে চীনা কাপড় আর দামি মখমল দিয়ে পায়ের পট্টি বানাতে। এই শয়তানি প্রবৃত্তি চলবে না, স্কার্ট-টার্ট ছাড়ো, নেবে কেবল অস্ত্রশস্ত্র যদি সেগুলো ভালো হয়, আর নেবে মোহর কিংবা রুপো, কারণ এসবের বাজারদর আছে, সর্বত্র কাজে লাগবেই। আর তোমাদের সবাইকে আগেই বলে রাখছি, পথে কেউ যদি মাতাল হয়, তার আর কোনো বিচার নেই। তাকে কুকুরের মতো গলায় দড়ি দিয়ে মালগাড়িতে বেঁধে দেওয়া হবে, তা সে যে-ই হোক-না কেন, এমনকি সারা বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে সেরা কসাক হলেও। তাকে সেইখানেই কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলা হবে, তার দেহের কোনো সৎকার হবে না, শকুনিরা তাকে ছিঁড়ে খাবে, কেননা যুদ্ধযাত্রায় যে মাতাল হয় তার পক্ষে খ্রিস্টীয়ান সৎকার হতে পারে না। আর নওজোয়ানরা, তোমাদের শুনতে হবে সব বিষয়ে মোড়লদের আদেশ। যদি গুলি লাগে কিংবা তরোয়ালের খোঁচা, মাথায় লাগুক কি যেখানেই লাগুক, সেদিকে বেশি নজর দিও না। এক পাত্র ভোদ্‌কায় একমাত্রা বারুদ মিশিয়ে একচুমুকে খেয়ে ফেলো, সব ঠিক হয়ে যাবে—জ্বরটর কিছুই হবে না; আর ঘা হলে, যদি সেটা খুব বড় না হয়, তা হলে হাতের তেলোয় মাটি নিয়ে থুতু দিয়ে মিশিয়ে তার ওপর লেপে দিও, তা হলেই ঘা শুকিয়ে যাবে। তা হলে এখন সব কাজে লেগে যাও, কাজে লেগে যাও ছোকরারা, তাড়াহুড়োর দরকার নেই, ভালো করে করো সব কাজ!'

এইভাবে বক্তৃতা করলেন ক্যাম্পসর্দার। তাঁর বক্তৃতা শেষ হতে-না-হতে সমস্ত কসাক তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেল। সারা সেচ সংযত হয়ে গেল, কোথাও একজনকে

www.pathagar.com

দেখা গেল না যে পানোন্মত্ত—যেন কসাকদের মধ্যে কস্মিনকালে ছিল না।...

কেউ লাগল গাড়ির চাকা মেরামত করতে আর ধুরা বদলাতে; কেউ শকটে বয়ে আনল বস্তা বস্তা খাদ্যদ্রব্য, আরও একদল আনল অস্ত্রশস্ত্র, আবার কেউবা তাড়িয়ে আনল ঘোড়া ও বলদ। চারদিক থেকে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ, বন্দুকের গুলি পরীক্ষার শব্দ, তরোয়ালের ঝনঝনা, বলদের হাম্বা, গাড়ির চাকা ঘোরার কর্কশ আওয়াজ, কসাকদের কণ্ঠস্বর ও তীব্র চিৎকার, শকট-চালকদের তাড়না। দেখতে দেখতে বহুদূর পর্যন্ত সারা প্রান্তর জুড়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ল কসাকদের শিবির। তার মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত কেউ দৌড়াতে চাইলে তাকে অনেকদূর দৌড়াতে হত। কাঠের ছোট গির্জাঘরে বিদায়কালীন উপাসনা করলেন পুরোহিত, পবিত্র জল সকলের গায়ে ছড়িয়ে দিলেন; সকলে চুম্বন করল ক্রুশ। সমস্ত শিবির যাত্রা করে সেচ থেকে বেরিয়ে গেলে, নিপার-কসাকরা সবাই মাথা ফেরাল পিছনদিকে।

'বিদায়, মা!' সকলে বলে উঠল যেন সমস্বরে। 'সকল দুর্ভাগ্য থেকে ভগবান যেন তোমাকে রক্ষা করেন।'

শহরতলি দিয়ে যেতে যেতে তারাস বুলবা দেখলেন যে তাঁর হতভাগ্য ইহুদি, ইয়ানকেল ইতিমধ্যেই কোনোরকমে ছাউনিসহ এক দোকান খাড়া করেছে, তাতে বিক্রি করছে চকমকি পাথর, বারুদ এবং পথে সৈন্যদের যা যা দরকার হতে পারে সব, এমনকি নানারকমের রুটিও। 'কী শয়তান এই ইহুদিটা!' তারাস নিজের মনে ভাবলেন এবং ঘোড়ায় চড়ে তার দিকে এগিয়ে এসে বললেন :

'মূর্খ, এখানে বসে আছিস কেন? তুই কি চাস যে তোকে চড়াই পাখির মতো গুলি করা হোক?'

উত্তরে ইয়ানকেল তাঁর কাছে এগিয়ে এল, দুই হাতে এমন ইঙ্গিত করল যেন কোনো গোপন কথা বলতে চায়; বলল :

'আপনি কর্তা চুপ করে থাকুন, কাউকে বলবেন না; কসাকদের মালগাড়ির ভেতরে আমারও একটা গাড়ি আছে; কসাকদের যা-কিছু দরকার হতে পারে সব আমি নিয়ে যাচ্ছি, আর পথে আমি তা বেচব এত সস্তায় যা কোনো ইহুদি কখনও বেচেনি। ঈশ্বরের দিব্যি, সে আমি করব; ঈশ্বরের দিব্যি!'

কাঁধ ঝাঁকালেন তারাস বুলবা, ইহুদিদের হিসাবি স্বভাবে বিস্মিত হয়ে শিবিরের দিকে চললেন।

পাঁচ

অল্পদিনের মধ্যেই পোল্যান্ডের সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল জনরব, 'নিপার-কসাক! নিপার-কসাকরা আসছে!' যারা পালাতে পারল, সকলে পালাল। সকলেই উঠেপড়ে চারদিকে ছুটল সেই বিশৃঙ্খল অসতর্ক যুগের ধরনে, যখন দুর্গ বা গড় নির্মিত হত না, লোকেরা কোনোরকমে খড়ের কুটিরে থাকত। তারা ভাবত, 'ভালো বাড়ির জন্য অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে কী লাভ হবে,

www.pathagar.com

তাতার-আক্রমণে তো সবই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে!' সকলেই পালাতে ব্যস্ত হল; কেউ তার লাঙল-বলদের বদলে ঘোড়া ও বন্দুক সংগ্রহ করে সৈন্যবাহিনীর দিকে চলল; কেউবা তার বলদ-গোরুকে তাড়িয়ে নিয়ে এবং যা-কিছু সরানো যায় তা সরিয়ে আত্মগোপন করল। কেউ-কেউ আগন্তুকদের মোকাবিলার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হল, কিন্তু বেশির ভাগই আগে থেকে পালিয়ে গেল। সকলেই জানত, নিপার-কসাক সেনাদল নামে খ্যাত প্রচণ্ড সামরিক জনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করা অতি কঠিন ব্যাপার; এদের আপাত-স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খলতার আড়ালে গোপনে থাকত এমন একটি শৃঙ্খলা যা যুদ্ধের সময়ের জন্য খুবই উপযুক্ত। অশ্বারোহী কসাকেরা তাদের ঘোড়ার উপর বেশি ভার চাপাত না বা তাদের উত্তেজিত করত না; পদাতিকেরা ধীরভাবে চলত শকটগুলির পিছনে; সমগ্র বাহিনী অগ্রসর হত কেবল রাতে, দিন কাটত বিশ্রামে, জনশূন্য মাঠে ও অরণ্যে, এরকম মাঠ ও অরণ্য তখন চারদিকে প্রচুর পাওয়া যেত। গুপ্তচর ও তদন্তকারী দল আগেই পাঠিয়ে জানা হত শত্রুরা কেমন, কোথায়, কী করছে। প্রায়ই নিপার-কসাকরা হঠাৎ এমন সব জায়গায় দেখা দিত যেখানে তাদের কেউ প্রত্যাশা করেনি,—সেখানে তখন কেবলই চলত মৃত্যুর তাণ্ডব। গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিত তারা; বলদ ও ঘোড়ার দলকে সৈন্যেরা হয় তাড়িয়ে নিয়ে যেত, নয়তো সেখানেই হত্যা করত। মনে হত, এ যেন এক রক্তাক্ত ভোজনোৎসব, সমরাভিযান নয়। নিপার-কসাকরা যেখানেই পদার্পণ করত সেখানেই যে-নিষ্ঠুর আচরণ তারা করত—সেই অর্ধসভ্য যুগে তা ছিল সাধারণ—তার ভয়ংকর দৃশ্য দেখলে এখন আমাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে। শিশুদের হত্যা, নারীর স্তন কেটে নেওয়া, যেসব বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হত তাদের হাঁটু পর্যন্ত পায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া—এককথায়, কসাকেরা তাদের আগেকার ধার পুরোমাত্রায় শোধ দিয়ে ছাড়ত। একটি মঠের অধ্যক্ষ তাদের আগমনের কথা শুনে দুজন মঠবাসীকে দিয়ে কসাকদের বলে পাঠান যে তাদের আচরণ অন্যায় হচ্ছে; নিপার-কসাকদের ও সরকারের মধ্যে সদ্ভাব রয়েছে, তারা রাজার প্রতি তাদের কর্তব্য অস্বীকার করছে, আর সেইসঙ্গে তারা যাবতীয় সাধারণ আইনকানুন ভঙ্গ করছে।

'আমার পক্ষ থেকে ও নিপার-কসাকদের সকলের পক্ষ থেকে বিশপকে বোলো', ক্যাম্পসর্দার বলেছিলেন, 'তাঁর ভয়ের কিছু নেই, এখন শুধু পাইপ ধরাবার মতো একটু আগুন করছে কসাকরা।'

এবং অনতিবিলম্বেই এই প্রকাণ্ড মঠ ধ্বংসকারী অগ্নিশিখায় বেষ্টিত হল, তার বিশাল গথিক গবাক্ষগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অগ্নিতরঙ্গের ভিতর থেকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পলায়নরত জনতা—মঠবাসী, ইহুদি, নারী—এরা সবাই গিয়ে ভরে ফেলল সেইসব শহর যেখানে সৈন্যবাহিনীর বা অস্ত্রধারী শহরবাসীর সহায়তালাভের কোনো-না-কোনো আশা ছিল। শাসকবর্গ মাঝে মাঝে দেরিতে কিছু-কিছু সৈন্য পাঠিয়ে সহায়তা করতেন; কিন্তু তারা হয় নিপার-কসাকদের খুঁজে পেত না, অথবা প্রথম সংঘর্ষেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাদের দ্রুতগতি ঘোড়া ছুটিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। রাজার অধিনায়কদের মধ্যে যাঁরা অনেকে আগে যুদ্ধে যশ অর্জন করেছিলেন, তাঁরা

www.pathagar.com

স্থির করলেন যে তাঁদের শক্তি একত্র করে তাঁরা নিপার-কসাকদের দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করবেন। এতদিনে আমাদের তরুণ কসাকদের সত্যি সত্যি শক্তিপরীক্ষার সময় এল—লুটতরাজ, অপহরণ ও দুর্বল শত্রুর প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, তারা প্রবীণদের কাছে নিজেদের শক্তি দেখানোর জন্য একান্ত অধীর; তারা একক যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় সেইসব চটপটে ও দেমাকি পোলদের সঙ্গে, দৃপ্ত অশ্বপৃষ্ঠে বাতাসে-ওড়া জামার ঢিলে আস্তিনে যাদের দেখাত সুন্দর। তরুণ কসাকদের কাছে যুদ্ধবিদ্যা ছিল যেন একটা খেলা। ইতিমধ্যেই তারা ঘোড়ার সাজ, দামি তলোয়ার ও বন্দুক বহু লুঠ করেছে। একমাসেই এই পাখির ছানাদের ডানা শক্ত হয়ে উঠেছে, তারা উড়তে শিখেছে, তারা মরদ হয়ে উঠেছে। তাদের মুখের চেহারায় এতদিন পর্যন্ত ছিল তারুণ্যের কোমলতা, এখন তা ভীষণ ও কঠিন হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ তারাসের খুবই আনন্দ যে তাঁর দুই পুত্রই অগ্রণীদের অন্তর্ভুক্ত। অস্তাপ যে যুদ্ধের পথে ছুটবে, যুদ্ধবিদ্যার কঠিন দীক্ষায় সে যে উত্তীর্ণ হবে, তা যেন তার জন্ম থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কোনো অবস্থাতেই কখনও সে ইতস্তত করে না বা বিচলিত হয়ে পড়ে না; বাইশ বছরের যুবকের পক্ষে প্রায় অস্বাভাবিক স্থিরতার সঙ্গে সে কোন সংকটের কী বিপদ তা আন্দাজ করতে পারে মুহূর্তে এবং তা থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসে, যাতে পরিশেষে তারই জয় হয় সুনিশ্চিত। তার প্রত্যেকটি আচরণ এখন যেন অভিজ্ঞতালব্ধ আত্মবিশ্বাসের দ্বারা চিহ্নিত, তাতে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের পূর্বাভাস চোখে না পড়ে পারে না। তার শরীর থেকে শক্তি বিচ্ছুরিত হত; তার বীরোচিত গুণাবলি এখন সিংহের বিশাল শক্তি অর্জন করল।

'আহ্, কালে এ হবে ভালো কর্নেল!' বৃদ্ধ তারাস বলতেন। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছাড়িয়ে যাবে নিজের বাপকেও!'

আন্দ্রির কাছে বন্দুক ও তরবারির সংগীত যেন মোহ বিস্তার করত। নিজের বা প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি আগে থেকে বিচার করা, হিসাব করা, পরিমাপ করা—এদিকে তার মন ছিল না। সে যুদ্ধকে দেখত উন্মত্ত উপভোগের প্রচণ্ড আনন্দে; মানুষের মাথায় যখন আগুন জ্বলে, চোখের সামনে সবকিছু বিঘূর্ণিত হয়, মিশে যায়, মুণ্ড উড়তে থাকে, সশব্দে ঘোড়াগুলি মাটিতে পড়ে, আর সে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতালের মতো গুলির তীব্র শিস ও অসির ঝলকানির মধ্যে, চারদিকে আঘাত চালায়, নিজের শরীরে কোনো আঘাতকেই গ্রাহ্য করে না—এইসব মুহূর্ত তার কাছে ছিল এক উৎসবের মতো। তার পিতা অনেকবারই দেখে বিস্মিত হয়েছেন যে আন্দ্রি কেবলমাত্র সহজ উত্তেজনার প্রচণ্ড আকর্ষণেই এমন সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে যা কোনো স্থিরচিত্ত ও বুদ্ধিমান লোকে সাহস করবে না; আপন উন্মত্ত আক্রমণের দুঃসাহসিকতায় এমন বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়ে চলছে যে, বহুদর্শী যোদ্ধারাও স্তম্ভিত না হয়ে পারতেন। বৃদ্ধ তারাস সবিস্ময়ে বলতেন, 'এ-ও চমৎকার যোদ্ধা, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে যেন বেঁচে-বর্তে থাকে—অস্তাপের মতো নয়, তবুও চমৎকার যোদ্ধা!'

স্থির হল যে সমগ্র বাহিনী সোজা অগ্রসর হবে দুব্‌নো শহরের অভিমুখে। শোনা গেল, সেখানে প্রচুর ধনভাণ্ডার ও সমৃদ্ধ নাগরিকেরা আছে। দেড় দিনের মধ্যে

www.pathagar.com

পথযাত্রার সমাপ্তি ঘটল এবং নিপার-কসাকরা দেখা দিল শহরের সামনে। অধিবাসীরা সংকল্প করল শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করবে, এবং শত্রুদের বাড়িতে প্রবেশ করতে না দিয়ে বরং শহরের ময়দানে, পথে পথে আর নিজেদের বাড়িঘরের দুয়ারে প্রাণ দেবে। মাটির উঁচু প্রাকার দিয়ে শহর ঘেরা ছিল; যেখানে প্রাকার অপেক্ষাকৃত নিচু সেখানে ছিল পাথরের দেয়াল কিংবা উপদুর্গের মতো ব্যবহৃত কোনো বাড়ি, অথবা অন্ততপক্ষে ওকগাছের বেড়া। সৈন্যদল ছিল শক্তিশালী, তারা তাদের কর্তব্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন। নিপার-কসাকরা প্রবল বিক্রমে প্রাকার আক্রমণ করতে গেল, কিন্তু তাদের সম্মুখীন হতে হল ক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণের। মধ্যবিত্তরা এবং অন্যান্য অধিবাসীরা স্পষ্টতই অলস হয়ে থাকতে চায়নি, তারা প্রাকারে দলবদ্ধ হল। তাদের চোখের দৃষ্টি থেকে বোঝা গেল চরম প্রতিরোধে তারা দৃঢ়সংকল্প; নারীরাও অংশগ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; নিপার-কসাকদের মাথায় বর্ষিত হতে লাগল পাথর, পিপে, ভাঁড়, গরম পিচ ও বস্তাভরা বালি, এতে তাদের চোখ অন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। নিপার-কসাকরা দুর্গ নিয়ে জড়িয়ে পড়া পছন্দ করত না, অবরোধ করায় তাদের প্রবণতা ছিল না। ক্যাম্পসর্দার আদেশ দিলেন পিছু হঠতে। বললেন :

'ভাইসব, পিছু হঠায় ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি আমরা এদের একজনকেও শহর ছেড়ে বের হতে দিই তবে আমি খ্রিস্টান নামের উপযুক্ত নই—বিধর্মী তাতার বোলো আমাকে! না-খেয়ে মরুক এই কুকুরগুলো!'

সৈন্যদল পিছিয়ে এসে শহর ঘিরে রইল এবং অন্যকিছু করার না-থাকায় আশপাশের এলাকা ছারখার করায় নিযুক্ত হল। কাছাকাছি গ্রামগুলিতে এবং ক্ষেতে গাদা-করা গমের স্তূপে আগুন লাগল, ঘোড়াগুলিকে ছেড়ে দিল ফসলের মাঠে, সেখানে তখনও কাস্তের আঘাত পড়েনি, সেখানে যেন ইচ্ছে করেই দুলছিল কৃষিকর্মের অসাধারণ শ্রমফলস্বরূপ গুরুভার শস্যের শিষ—এ-বছরে প্রত্যেক কৃষকের পক্ষে মুক্তহস্ত পুরস্কার। শহরবাসীরা দেখে আঁতকে উঠল যে তাদের জীবনধারণের উপায় বিনষ্ট হতে চলেছে। ইতিমধ্যে নিপার-কসাকরা তাদের গাড়িগুলিকে দুই সারি বেঁধে শহরের চারদিকে সাজিয়ে, যেমন সেচে বিভিন্ন কুরেনে ছাউনি ফেলে থাকত তেমনি ছাউনি ফেলে, পাইপ টানতে লাগল, যুদ্ধে লব্ধ অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময় করতে লাগল, খেলতে লাগল ব্যাঙলাফানি ও জোড়-বিজোড়, আর নির্দয় নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল শহরের দিকে। রাতে জ্বালানো হত ধুনি। প্রত্যেক কুরেনে প্রকাণ্ড তামার কড়ায় ফোটানো হত জাউ। বিনিদ্র প্রহরীরা চৌকি দিত এই আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে। আগুন জ্বলত সারারাত। কিন্তু অচিরেই নিপার-কসাকরা কিছুটা ক্লান্ত হতে লাগল এই কর্মহীনতায়, যুদ্ধের কোনো উন্মাদনা না-থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘায়ত এই মিতাচারে। ক্যাম্পসর্দার এমনকি মদের বরাদ্দ দ্বিগুণ করে দিলেন, যখন কোনো শক্ত কাজ বা অভিযান হাতে না থাকে তখন সেনাবাহিনীতে মাঝে মাঝে এরকম করা হয়। এরকম জীবন তরুণদের পক্ষে রুচিকর ছিল না, বিশেষত তারাস বুলবার ছেলেদের পক্ষে। আন্দ্রি স্পষ্টত বিরক্ত হল।

'মাথায় বুদ্ধির অভাব আছে', তারাস তাকে বললেন, 'সহ্য করতে শেখ রে

www.pathagar.com

কসাক, তবেই-না সর্দার হতে পারবি! ভীষণ সংঘর্ষে সাহস না হারালেই ভালো যোদ্ধা বলে না; বলে তাকেই, যে বিনা কাজের সময়েও ঠিক থাকে, যে সব সহ্য করে, যা কিছু ঘটুক-না কেন নিজের সংকল্পে স্থির থাকে।'

কিন্তু উত্তপ্ত যৌবন ও বৃদ্ধ বয়স একমত হতে পারে না। দুজনের প্রকৃতি বিভিন্ন, একই জিনিসকে দুজনে দেখে ভিন্নচোখে।

ইতিমধ্যে তভ্‌কাচের নেতৃত্বে তারাসের রেজিমেন্ট এসে পৌছল; তার সঙ্গে ছিল আরও দুজন ক্যাপ্টেন, মুহুরি এবং অন্যান্য রেজিমেন্টীয় অফিসার; সকলে মিলে কসাকের সংখ্যা চার হাজারেরও বেশি। কী ঘটছে তা শোনামাত্র যারা বিনা-আহ্বানে স্বেচ্ছায় এসে যোগ দিয়েছে এমন অশ্বারোহীর সংখ্যা তাদের মধ্যে কম ছিল না। বুলবার ছেলেদুটির জন্য ক্যাপ্টেনরা এনেছে বৃদ্ধা মার আশীর্বাদ ও কিয়েভের মেজিগরস্ক মঠ থেকে সাইপ্রেস কাঠে আঁকা বিগ্রহ। দুই ভাই-ই বিগ্রহদুটি নিজেদের গলায় পরল এবং অজান্তে বৃদ্ধা মায়ের কথা স্মরণ করে ভাবাকুল হয়ে পড়ল। এই আশীর্বাদ কী বলছে, কী সূচনা করছে? এ-আশীর্বাদে কি তাদের শত্রুদের হারিয়ে বিজয়গর্বে সানন্দে স্বদেশে ফিরে যাওয়া যাবে? সঙ্গে থাকবে যুদ্ধের লুঠ, আর বান্দুরা-বাজিয়েরা চিরকাল তাদের গৌরবে গান করে শোনাবে, নাকি?... কিন্তু ভবিষ্যৎ তো অজানা, মানুষের সামনে যেন জলাভূমি থেকে উত্থিত শরতের কুয়াশা। পাখিরা এর মধ্যে উন্মাদের মতো ডানা ঝাপটে উপরে নিচে ওড়ে, একে অন্যকে দেখতে পায় না, বাজপাখিকে পায়রা দেখতে পায় না, বাজপাখিও পায়রাকে দ্যাখে না—কেউই জানতে পারে না মৃত্যু থেকে তারা কে কত দূরে উড়ছে...

অস্তাপ আগেই তার কাজে নিযুক্ত হয়েছে এবং কুরেনে ফিরে গেছে। আন্দ্রি অন্তরে কিসের যেন চাপ অনুভব করতে লাগল, সে নিজেই জানে না কেন। কসাকরা ইতিমধ্যে নৈশভোজ শেষ করেছে; সন্ধ্যা অনেক আগেই মিলিয়ে গেছে। জুলাই মাসের আশ্চর্য রাত আকাশ-বাতাসকে আলিঙ্গন করে আছে; আন্দ্রি কিন্তু তখনও কুরেনে ফিরল না, ঘুমোতে গেল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার সামনে প্রসারিত দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। আকাশে অসংখ্য তারা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ কিরণে ঝিকমিক করছে। ভূতলে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাদের মালগাড়ি, আলকাতরা-মাখা বালতি ঝুলছে সেগুলির গায়ে, শত্রুদের কাছ থেকে কেড়ে আনা নানা খাদ্যে ও দ্রব্যসম্ভারে গাড়িগুলি বোঝাই। তাদের পাশে, নিচে ও অল্প দূরে—সর্বত্র দেখা যায় নিপার-কসাকরা ঘাসের উপর নিজেদের এলিয়ে দিয়েছে। সকলে নিদ্রা যাচ্ছে ছবির মতো : কেউ মাথা রেখেছে ছালার উপর, কেউ টুপির উপর, কেউবা সোজাসুজি কোনো সঙ্গীর গায়ে। তলোয়ার, বন্দুক, পিতল-বাঁধানো ছোট মাপের পাইপ, লোহার শলা ও চকমকি পাথর—কোনো কসাকই এসব ছেড়ে থাকতে পারে না। দেহের তলে পা গুটিয়ে ভারী ভারী বলদেরা শুয়েছিল, যেন শাদাটে স্তূপ, দূর থেকে দেখায় মাঠের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধূসর শৈলখণ্ডের মতো। চারদিকে ঘাসের উপর থেকে ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছিল ঘুমন্ত সৈন্যদলের গম্ভীর নাসিকাধ্বনি, পা বাঁধা থাকায় অসন্তুষ্ট তেজি ঘোড়াগুলি সুতীব্র হ্রেষাধ্বনি করে মাঠ থেকে যেন তারই জবাব দিচ্ছে।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে জুলাই মাসের রাতের সৌন্দর্যে মিশে গেছে যেন এক ভীতিপ্রদ বিশালতা। দূরের প্রতিবেশী অঞ্চলে যে-গ্রামগুলি এখনও নিঃশেষে জ্বলছে, তারই দীপ্ত আভা। কোথাও অগ্নিশিখা ধীর রাজকীয় ভঙ্গিতে আকাশে বিস্তৃত হচ্ছে; অন্য কোথাও দহনযোগী কিছু পেয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে তা সগর্জনে লাফিয়ে উঠছে প্রায় তারাদের কাছাকাছি, তার বিভক্ত লেলিহান জিহ্বা স্তিমিত হয়ে আসছে সুদূর আকাশের প্রান্তদেশে। একদিকে দগ্ধ কালো মঠ দাঁড়িয়ে আছে, যেন এক কঠোরব্রতী কার্থুজীয় সন্ন্যাসী, অগ্নিশিখার প্রত্যেক নতুন দীপনে তার বিষণ্ন মহিমা আত্মপ্রকাশ করছে। অন্যদিকে জ্বলছে মঠের বাগান। গাছগুলি যখন ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে জড়িয়ে পড়ছে তখন মনে হচ্ছে যেন কান পাতলেই তাদের হিসহিস শব্দ শোনা যাবে। তারপর আগুন যখন লাফিয়ে উঠছে, তখন অকস্মাৎ পাকা জামের গোছাগুলি ফসফরাসীয় ফিকে নীল রক্তিমাভ আগুনের রঙে আলোকিত হয়ে উঠছে, অথবা এখানে-ওখানে হলুদ রঙের নাশপাতিগুলি পাকা সোনার রং ধারণ করছে; এবং এইসবের মধ্যেই দেখা যায়, হয়তো কোনো বাড়ির দেয়ালের গায়ে কিংবা কোনো গাছের ডালে ঝুলছে কোনো হতভাগ্য ইহুদি কিংবা সন্ন্যাসীর কালো মূর্তি, বাড়িটির সঙ্গে মূর্তিটিও পুড়ছে আগুনে। অগ্নিশিখার অনেক উপরে উড়ছে পাখিরা, যেন অগ্নিময় প্রান্তরের উপর এক ঝাঁক ছোট ছোট কালো ক্রুশ। অবরুদ্ধ শহর যেন নিদ্রিত। তার গির্জার চূড়ায়, ছাদে, দুর্গপ্রাকারে ও দেওয়ালে দূরের অগ্নিকাণ্ডের দীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছে নিঃশব্দে। আন্দ্রি কসাকদের সারিগুলির পাশ দিয়ে ঘুরে গেল। ধুনি যে-কোনো সময় নিভে যেতে পারে, রীতিমতো কসাকি ক্ষুধায় পেট ভরে ময়দার মণ্ড ও পুলি খাওয়ার পর প্রহরীরা নিজেরাই নিদ্রিত। এই অসাবধানতায় কিছুটা বিস্মিত হয়ে সে ভাবতে লাগল, 'ভাগ্য ভালো যে কাছেই কোনো প্রবল প্রতিপক্ষ নেই বা কাউকেও ভয় করার নেই।' অবশেষে সে একটা মালগাড়িতে চেপে চিৎ হয়ে মাথার তলায় হাত জড়িয়ে রেখে শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমাতে পারল না, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। তার সামনে সবই উন্মুক্ত, বাতাস বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ। যে তারকাপুঞ্জ ছায়াপথ হয়ে সমস্ত আকাশকে ঘিরে আছে মেখলার মতো, তারা আলোয় ভরা। মাঝে মাঝে আন্দ্রির ঢুলুনি আসছিল, ঘুমের হালকা কুয়াশায় মাঝে মাঝে যেন কিছুক্ষণের আকাশ আচ্ছন্ন হচ্ছিল, একটু পরেই তা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আবার আকাশ দেখা যাচ্ছিল।

একসময় তার মনে হল তার সামনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে এক অদ্ভুত চেহারার মানুষের মুখ। এটা ঘুমের মায়া, এখনই মিলিয়ে যাবে, এই ভেবে সে বড় করে চোখ মেলতেই দেখল যে সত্যিই তার উপর ঝুঁকে আছে এক শুষ্ক শীর্ণমুখ, তাকিয়ে আছে সোজা তার চোখের দিকে। তার মাথায় কালো ঘোমটা, ঘোমটার নিচে কয়লার মতো কালো লম্বা চুল বিস্রস্ত, অসংবদ্ধ হয়ে ঝুলছে। দৃষ্টির অদ্ভুত উজ্জ্বলতা ও রুক্ষ গড়নের মুখে মৃতবৎ কালিমা দেখে প্রথমেই মনে হয় নিশ্চয় প্রেতমূর্তি। ভেবেই আন্দ্রি বন্দুকের জন্য হাত বাড়াল ও প্রায় খিঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল :

'কে তুমি? যদি ভূতপ্রেত হও তবে দূর হও, যদি জীবন্ত মানুষ হও, তা হলে এ তোমার ঠাট্টার সময় নয়—এক গুলিতেই মেরে ফেলব।'

www.pathagar.com

এর উত্তরে মনে হল ছায়ামূর্তি ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে চুপ করার জন্য মিনতি করছে। হাত নামিয়ে আন্দ্রি তাকে আরও মন দিয়ে দেখতে লাগল। দীর্ঘ কেশ, কণ্ঠ ও অর্ধ-আবৃত বক্ষ দেখে অনুমান করল, নারীমূর্তি। কিন্তু এই নারী এ-অঞ্চলের অধিবাসী নয়। তার রোগশীর্ণ মুখ কালো; গালের চওড়া হাড় স্পষ্ট জেগে উঠে আছে বসা-গালের উপর; সংকীর্ণ ধনুকের মতো চোখ উপরের দিকে বেঁকে গেছে। সে যত তার মুখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ততই তার মনে হল যেন পরিচিত। অবশেষে সে অধীরভাবে জিজ্ঞেস না করে পারল না :

'বলো, কে তুমি? মনে হচ্ছে তোমাকে যেন জানি কিংবা কোথাও দেখেছি।'

'দুবছর আগে কিয়েভে।'

'দুবছর আগে...কিয়েভে...' অ্যাকাডেমিতে তার পূর্বতন জীবনের যা-কিছু স্মৃতিতে ছিল তা পুনরায় স্মরণ করতে করতে আন্দ্রি পুনরাবৃত্তি করল কথাগুলি। একদৃষ্টিতে সে তাকে আর-একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর হঠাৎ সজোরে চিৎকার করে উঠল :

'তুমি সেই তাতারনি! সেই মহিলার দাসী, শাসনকর্তার মেয়ের!...'

'শ্-শ্-শ্!' বলে তাতারনি মিনতির ভঙ্গিতে হাত জোড় করল; তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল, মুখ ঘুরিয়ে সে দেখল আন্দ্রির তীব্র চিৎকারে কারও ঘুম ভেঙেছে কি না।

'বলো, বলো, কীজন্য তুমি এখানে?' প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে, নিচুস্বরে, অন্তরের উত্তেজনায় ক্ষণে-ক্ষণে থেমে বলল আন্দ্রি, 'তিনি কোথায়? এখনও বেঁচে আছেন তো?'

'তিনি এখানে, এই শহরে।'

'শহরে?' আবার প্রায় চিৎকার করে উঠল আন্দ্রি; সে অনুভব করল যেন সব রক্ত হঠাৎ তার বুকে এসে জমেছে। 'তিনি শহরে কেন?'

'কারণ আমাদের বুড়োকর্তাও শহরে। গত দেড় বছর ধরে তিনি হয়েছেন দুব্নোর শাসনকর্তা।'

'তাঁর কি বিয়ে হয়ে গেছে? কথা বলছ না কেন, কী অদ্ভুত তুমি! কেমন আছেন তিনি?...'

'দুদিন তাঁর খাওয়া হয়নি।'

'সে কী!...'

'অনেক দিন থেকে শহরের কারওই এক টুকরো রুটি নেই, মাটি ছাড়া কারওরই খাবার মতো কিছু নেই।'

আন্দ্রি হতভম্ব হয়ে গেল।

'দিদিঠাকরুন তোমাকে অন্যান্য নিপার-কসাকদের মধ্যে শহরের দেয়াল থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। আমাকে বললেন, 'যা তো, সেই বীরকে বল গিয়ে আমার কাছে আসতে, যদি আমাকে তার মনে থাকে। যদি না থেকে থাকে তো বলিস আমার বুড়িমায়ের জন্যে এক টুকরো রুটি দিতে; চোখের সামনে আমার মায়ের মরণ আমি আর দেখতে পারছি না। তার চেয়ে বরং আমি মরব আগেই। মিনতি করিস, তার

www.pathagar.com

হাতেপায়ে জড়িয়ে ধরিস। তারও তো বুড়ো মা আছেন—তাঁর কথা ভেবে যেন আমাদের রুটি দেয়!'

কসাকের তরুণ অন্তরে অনেক বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারিত ও উদ্দীপিত হয়ে উঠল।

'কিন্তু তুমি এখানে? এলে কী করে?'

'সুড়ঙ্গপথে।'

'সুড়ঙ্গপথ আছে নাকি?'

'আছে।'

'কোথায়?'

'তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবে না, বলো?'

'পবিত্র ক্রুশের দিব্যি!'

'খাতের তলের ছোট নদীটা পার হলে, যেখানে নলখাগড়া জমে আছে সেইখানে।'

'একেবারে শহরে যাওয়া যায়?'

'একেবারে শহরের মঠের কাছে।'

'চলো, এখনই যাই!'

'কিন্তু তার আগে, যিশু আর মেরিমাতার দোহাই, এক টুকরো রুটি!'

'ঠিক বলেছ, নিচ্ছি। দাঁড়াও এখানে, মালগাড়িটার পাশে, না, তার চেয়ে শুয়ে পড়ো এর তলায়, কেউ তোমায় দেখতে পাবে না, সবাই ঘুমোচ্ছে; আমি এখনই ফিরব।'

আন্দ্রি চলল সেই শকটের দিকে যেটায় তাদের কুরেনের খাদ্যভাণ্ডার জমা আছে। তার বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। বিগত দিনের সব কথা, যা বর্তমানে কসাকদের শিবিরে কঠোর সামরিক জীবনের কঠোরতায় চাপা পড়ে গিয়েছিল—সবই আবার বর্তমানকে ডুবিয়ে দিয়ে একসঙ্গে উৎসারিত হয়ে উঠল। আবার তার সামনে—যেন সমুদ্রের অতল অন্ধকার হতে ফুটে উঠল সেই দৃপ্ত নারী। তার স্মৃতিতে আবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল সুন্দর বাহু, চোখ, সহাস্য অধর, গুচ্ছে গুচ্ছে বুকের উপর ছড়িয়ে-পড়া গাঢ় বাদামি রঙের ঘন কেশরাশি, তার কুমারী বয়সের এক অপরূপ সুষমায় গড়া টানটান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; না, এগুলি ম্লান হয়নি, কখনও অন্তর্হিত হয়নি তার হৃদয় থেকে; কেবল কিছুকালের জন্য অন্য প্রবল ভাবাবেগগুলিকে স্থান দিয়ে সরে গিয়েছিল; কিন্তু কতবার, কতবারই-না এই তরুণ কসাকের গভীর নিদ্রায় আলোড়ন তুলেছে। কতবার জেগে উঠে সে বিনিদ্র বিভ্রমে শুয়ে থেকেছে, বুঝতে পারেনি এর কী কারণ।

চলতে লাগল আন্দ্রি, তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হল, তার তরুণ জানু কাঁপতে লাগল কেবল এই চিন্তায় যে সে আবার তাকে দেখতে পাবে। মালগাড়ির ধারে এসে সে মনেই করতে পারল না কেন এসেছে; হাত কপালে তুলে অনেকক্ষণ ঘষল, স্মরণ করতে চেষ্টা করল কী তাকে করতে হবে। অবশেষে সারা দেহ শিউরে উঠল আতঙ্কে: হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল তরুণী অনাহারে মরতে বসেছে। সে ছুটে গিয়ে গাড়ি থেকে অনেকগুলি বড় বড় কালো রুটি হাতে তুলে নিল। তখনই

www.pathagar.com

কিন্তু মনে পড়ল যে এই খাদ্য অল্পেতুষ্ট জোয়ান নিপার-কসাকদের উপযোগী হলেও, তরুণীর কোমল গড়নের পক্ষে হবে কর্কশ ও অনুপযোগী। তার মনে পড়ল যে ক্যাম্পসর্দার আগের দিন পাচকদের খুব বকেছিলেন এই বলে যে যাতে তিনবার চলতে পারত তেমন ভালো ময়দা তারা সমস্তটা একটি নৈশভোজেই রান্নাতে লাগিয়ে দিয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে কড়াইয়ে প্রচুর রান্না-করা খাবার পাওয়া যাবে। এই ভেবে সে তার বাবার পাত্রটা টেনে নিয়ে চলল তার কুরেনের পাচকের কাছে। পাচক ঘুমাচ্ছিল দুটো দশ-বালতি কড়াইয়ের পাশে, তার তলায় তখনও ছাই গরম। কড়াইয়ের ভিতরে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। দেখল যে দুটিই খালি। সমস্তটা খেয়ে শেষ করা এক অমানুষিক কাণ্ড, তায় আবার তাদের কুরেনে অন্যগুলির চেয়ে লোকসংখ্যা ছিল কম। অন্যান্য কুরেনের কড়াইয়ের ভিতরেও সে খুঁজে দেখল—কোথাও কিছু নেই। সেই প্রবচনটি সে মনে না করে পারল না : 'নিপার-কসাকরা যেন ছোট শিশু : খাদ্য কম হলেও চলে যায়, বেশি হলেও কিছু পড়ে থাকে না।' কী করা যায়? কিন্তু তার বাবার রেজিমেন্টের মালগাড়িগুলির কোথাও-না-কোথাও যেন এক বস্তা শাদা রুটি আছেই, মঠের রুটি-মহল লুঠ করার সময় এই বস্তাটি পাওয়া গিয়েছিল। সে সোজা চলল তার বাবার মালগাড়ির দিকে, কিন্তু সেখানে বস্তাটা নেই। অস্তাপ সেটা টেনে এনে মাথার তলে রেখে মাটিতে শুয়ে আছে, তার নাকের ডাকে সারা মাঠ ভরে গেছে। আন্দ্রি একহাতে বস্তা ধরে একপাশে এমন হ্যাঁচকা টান দিল যে অস্তাপের মাথা মাটিতে ঠুকে গেল। সে ঘুমের ঘোরে লাফিয়ে উঠল এবং বন্ধ চোখে বসে সমস্ত গলার জোর দিয়ে চ্যাঁচাল, 'ধর, ধর পোলীয় শয়তানকে, ধর তার ঘোড়া, ঘোড়া ধর!'—'চুপ না করলে মেরে ফেলব', আন্দ্রি ভয়ে তার দিকে বস্তা দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু অস্তাপ এমনিতেই আর চ্যাঁচাল না, চুপ করে শুয়ে পড়ল, এমন নাক ডাকাতে লাগল যে তার নিশ্বাসে চারপাশের ঘাস নড়তে লাগল। আন্দ্রি সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, অস্তাপের ঘুমন্ত প্রলাপে কোনো কসাকের ঘুম ভেঙেছে কি না। একটা ঝুঁটিদার মাথা কাছের কুরেনে উঁচু হয়ে উঠেছিল, চারদিকে তাকিয়ে আবার শিগগিরই সে মাটিতে শুয়ে পড়ল, মিনিট দুয়েক অপেক্ষার পর আন্দ্রি চলল বোঝা নিয়ে। তাতারনি শুয়ে ছিল প্রায় দম বন্ধ করে।

'উঠে পড়ো, যাওয়া যাক! ভয় পেও না, সবাই ঘুমোচ্ছে। তুমি এর থেকে অন্তত একখানা রুটি বইতে পারবে তো, যদি আমার হাতে সবগুলো না ধরে?'

এই বলে সে পথের একটা মালগাড়ি থেকে টেনে নিল। যে-রুটিগুলি তাতারনিকে বইতে দিতে চেয়েছিল তাও নিজের হাতে বইতে লাগল, এবং এইসবের ভারে কিছুটা কুঁজো হয়ে ঘুমন্ত নিপার-কসাকদের সারির ভিতর দিয়ে চলতে লাগল বেপরোয়ার মতো।

বুলবার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধ ডেকে উঠলেন, 'আন্দ্রি!'

তার হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ হল। থমকে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক কাঁপতে কাঁপতে ক্ষীণস্বরে সে বলল, 'কী বলছেন?'

www.pathagar.com

'তোর সঙ্গে মেয়েলোক! অ্যাঁ, উঠি যদি, তোর ছাল ছিঁড়ে ফেলব! মেয়েলোকেই তোর সর্বনাশ হবে!' এই বলে তিনি কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুললেন এবং স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাতারনির অবগুণ্ঠিত দেহের দিকে।

আন্দ্রি দাঁড়িয়ে রইল জীবন্মৃত অবস্থায়, বাবার মুখের দিকে তাকানোর সাহস তার নেই। পরে, যখন সে মাথা তুলে তাকাল, দেখল বৃদ্ধ বুলবা করতলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ক্রুশচিহ্ন করল আন্দ্রি। তার হৃদয়ে ভয় যত বেগে এসেছিল তার চেয়েও বেশি বেগে দূর হল। ঘাড় ফিরিয়ে সে যখন তাতারনির দিকে তাকাল, দেখল সে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এক ঘন অবগুণ্ঠনে ঢাকা, যেন কালো গ্রানিট পাথরের মূর্তি, দূরের অগ্নিকাণ্ডের আভায় দেখা যাচ্ছে কেবল তার চোখ—নিষ্প্রভ, যেন মৃতদেহের চোখ। আন্দ্রি জামার আস্তিন ধরে টান দিল, দুজনে চলতে লাগল। ঢালুপথে একটা গভীর খাতে নেমে না-আসা পর্যন্ত প্রতি পদে পিছনে ফিরে দেখতে হচ্ছিল তাদের। খাতটার তলে ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে একটি জলের ধারা, নলখাগড়ায় ভরাট তৃণগুল্ম ছড়ানো। এই খাতে এসে পৌঁছলে তারা নিপার-কসাকদের শিবিরে দৃষ্টিপথের একেবারে বাইরে এসে পড়ল। অন্ততপক্ষে আন্দ্রি ফিরে দেখল তার পিছনে মানুষের খাড়াইয়ের চেয়ে উঁচু দেয়াল ঢালু হয়ে গেছে। তার মাথায় দুলছে কয়েক গোছা মেঠো ঘাসের ডাঁটা, তার উপরে আকাশে উঠছে চাঁদ, উজ্জ্বল খাঁটি সোনার বাঁকানো কাস্তের মতো। স্তেপ থেকে ভেসে-আসা হালকা হাওয়া জানান দিয়ে যাচ্ছিল যে সূর্যোদয়ের আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু দূরে কোথাও কোনো মোরগের ডাক শোনা গেল না, কারণ বহুদিন ধরে শহরে বা পাশাপাশি উপদ্রুত অঞ্চলে একটি মোরগও অবশিষ্ট ছিল না। একটা ছোট কাঠের গুঁড়ির উপর দিয়ে তারা জলের ধারা পার হয়ে গেল। অন্য পাড়, মনে হল, বেশি উঁচু ও অতি খাড়া। বোধ হল, শহরের দুর্গরক্ষার এটাই সরল ও স্বাভাবিকভাবে সুরক্ষিত কেন্দ্রস্থল; অন্ততপক্ষে এখানে মাটিতে গড়া দুর্গপ্রাকার অপেক্ষাকৃত নিচু, এর পিছনে সেনাবাহিনীর কোনো অংশ দেখা যাচ্ছিল না। অথচ কিছুদূরে একটি মঠের বিশাল প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। খাড়াই তীরভূমিতে নানা আগাছার জঙ্গল, তীরভূমি ও জলধারার মাঝের সংকীর্ণ কন্দরে নলখাগড়ার বন, প্রায় মানুষের মাথার সমান উঁচু। খাড়াইয়ের চূড়ায় দেখা যায় সরু সরু গাছের ডালের বেড়া, এককালে তা ঘিরে ছিল অতীতের কোনো ফলোদ্যানকে। সামনে ভাঁটুইগাছের চওড়া পাতা; পিছনে দেখা যায় নানা ধরনের বুনো কাঁটাগাছ, তাদের মধ্যে সকলের উপরে মাথা তুলে আছে সূর্যমুখীর ফুল। এইখানে এসে তাতারনি তার জুতো খুলে ফেলে খালিপায়ে চলতে লাগল, তার ঘাগরা গুটিয়ে নিল সাবধানে, কারণ এই জায়গাটা জলাভূমি। নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে পথ করে তারা এসে থামল একগাদা শুকনো ডালপালার সামনে। ডালগুলি সরিয়ে তারা দেখল মাটির খিলানের মতো একটি ফাঁক, সে-ফাঁকটি রুটি-সেঁকার উনুনের মুখের চেয়ে বেশি বড় নয়। তাতারনি মাথা নুইয়ে প্রবেশ করল প্রথমে; তার পিছনে গেল আন্দ্রি, বস্তাগুলি পার করার জন্য যথাসম্ভব নিচু হতে হল তাকে। অনতিবিলম্বে দুজনেই অন্তর্হিত হয়ে গেল পূরিপূর্ণ অন্ধকারে।

www.pathagar.com

রুটির বস্তা ঘাড়ে করে সেই সংকীর্ণ অন্ধকার মাটির সুড়ঙ্গ বয়ে আন্দ্রি ধীরে ধীরে অগ্রসর হল তাতারনিকে অনুসরণ করে।

পথপ্রদর্শিকা বলল, 'শিগগিরই আমরা পথ দেখতে পাব, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমি একটা প্রদীপ রেখে গেছি।'

সত্যিই, অন্ধকার মাটির দেয়ালে ক্ষীণালোকের আভাস দেখা গেল। তারা এসে পড়ল ছোট একটা খোলা জায়গায়, সেখানে বোধহয় কোনো ভজনালয় ছিল; অন্ততপক্ষে, দেয়ালের গায়ে লাগানো ছিল বেদির মতো ছোট একটা টেবিল; তার উপরে ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য, মুছে-যাওয়া, ক্যাথলিকদের মেরিমাতার মূর্তি। সামনে ঝুলন্ত ছোট একটা রুপোর পূজা-প্রদীপ তাকে অতি সামান্য আলোকিত করছে। তাতারনি নিচু হয়ে মাটিতে বসানো তামার প্রদীপ তুলে নিল; সরু উঁচু তার দাঁড়, আলো কমানো বাড়ানো বা নিবানোর জন্য নানা কাঁটা তাতে ঝুলছে। সেটাকে তুলে নিয়ে তাতারনি পূজা-প্রদীপের শিখায় জ্বালিয়ে নিল। আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারা চলতে লাগল একজন আগে একজন পিছনে। একেকবার শিখার আলো পড়ে তাদের উপর, একেকবার তারা ঢাকা পড়ে যায় কয়লার মতো কালো অন্ধকারে, জেরার্দোর[৭] আঁকা ছবির মতো। কসাক-বীরের সুন্দর তাজা মুখ স্বাস্থ্যে ও তারুণ্যে প্রোজ্জ্বল, তার পথের সঙ্গিনীর অবসন্ন ও বিবর্ণ মুখের একান্ত বিপরীত। পথ খানিকটা প্রশস্ত হয়ে আসছিল, তাই আন্দ্রি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল। কৌতূহলের সঙ্গে সে মাটির দেয়ালগুলি দেখতে লাগল, তার মনে পড়ল কিয়েভের ভূগর্ভস্থ গুহার কথা। সেখানের মতো এখানেও দেয়ালের কুলুঙ্গিতে কোনোটায় শবাধার; কোনোটায় কেবল মৃতদেহের অস্থি, আর্দ্রতায় নরম হয়ে ময়দার মতো ঝুরঝুর করে পড়ে যাচ্ছে। স্পষ্টতই এখানেও ধর্মাত্মারা পৃথিবীর ঝড়ঝঞ্ঝা, দুঃখবেদনা ও প্রলোভনের মায়া এড়ানোর জন্য আশ্রয় গ্রহণ করতেন। মাঝে মাঝে আর্দ্রতা খুবই বেশি, পায়ের তলায় কোথাও কোথাও একেবারে জল। সঙ্গিনীকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য আন্দ্রিকে প্রায়ই থামতে হচ্ছিল; তাতারনি অনবরত ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। ছোট একটা রুটির টুকরো সে গিলে খাওয়ার ফলে তার খাদ্যে অনভ্যস্ত পেটে এমন যন্ত্রণা হতে থাকে যে তাকে বারে বারে নিশ্চল হয়ে কিছুক্ষণের জন্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল।

অবশেষে তাদের সামনে দেখা গেল লোহার ছোট দরজা। 'যাক, ঈশ্বরের জয় হোক, আমরা এসে পড়েছি', ক্ষীণস্বরে এই কথা বলে, তাতারনি হাত দিয়ে দরজায় আঘাত করতে গেল, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না। তার বদলে আন্দ্রি দরজায় সজোরে আঘাত করল; শোনা গেল গুমগুম আওয়াজ, মনে হল দরজার পিছনে আছে প্রশস্ত প্রান্তর। আওয়াজের সুর বদলে গিয়ে যেন কোনো উঁচু খিলানে প্রতিধ্বনি তুলল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই শোনা গেল চাবির ঝিনঝিন, কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে। অবশেষে দরজা খুলে গেল; দেখা গেল একজন মঠবাসী সরু সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে চাবির গোছা ও বাতি। ক্যাথলিক মঠবাসীকে দেখে আন্দ্রি অনিচ্ছাসত্ত্বেও থেমে গেল; এদের দেখলে কসাকদের মনে এমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের

www.pathagar.com

সঞ্চার হত যে তারা এদের সঙ্গে ইহুদিদের চেয়েও বেশি অমানুষিক ব্যবহার করত। মঠবাসীও কয়েক পা পিছিয়ে গেল জাপোরোজীয় কসাককে দেখে, কিন্তু তাতারনির চাপা ফিসফিসে সে নিশ্চিন্ত হল। পিছনে দরজা বন্ধ করে সে তাদের আলো দেখিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে চলল, তারা এসে পড়ল এক মঠের গির্জার উঁচু অন্ধকার খিলানের তলে। একটি বেদিতে উঁচু বাতিদানে বাতি জ্বেলে নতজানু হয়ে মৃদুস্বরে প্রার্থনা করছিল এক ধর্মযাজক। তার কাছে দুই পাশে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দুটি তরুণ সেবক, পরিধানে বেগুনি রঙের জামা ও শাদা লেসের আঙরাখা, তাদের হাতে ধূপদানি। প্রার্থনা হচ্ছিল অলৌকিক করুণার জন্য; শহর যাতে রক্ষা পায়, দুর্বল অন্তর যাতে শক্তি পায়, ধৈর্য যাতে আসে, লোকের বুকে ভয় জাগিয়ে ঐহিক দুর্ভাগ্যে তাদের বিচলিত করে তুলছে যে-প্ররোচক সে যেন দূর হয়। কয়েকজন নারী নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ছায়ামূর্তির মতো; অসহ্য ক্লান্তিতে তারা সামনের চেয়ারগুলির পিঠে ও কালো কাঠের বেঞ্চিতে ভর দিয়ে এমনকি মাথাগুলিকেও নুইয়ে দিয়ে কোনোরকমে নিজেদের খাড়া রেখেছিল; কয়েকজন পুরুষও নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শোকাকুলভাবে, যে-ছোটবড় স্তম্ভগুলি পাশের খিলানের ভর সহ্য করছিল তাতে ঠেস দিয়ে। বেদির উপরের একটি রঙিন কাচের জানলার সার্সিতে প্রভাতের গোলাপি আলো পড়ছিল, তা থেকে মেঝের উপর এসে পড়ছিল নীল, হলুদ ও নানা রঙের আলোর ছোপ, তাতে অন্ধকার গির্জাঘর আলোকিত হয়ে উঠছিল। পেছনের গভীর কুলুঙ্গিসুদ্ধ সমগ্র বেদি হঠাৎ দীপ্ত হয়ে উঠল; ধূপদানির ধোঁয়া দেখতে হল যেন আকাশের রামধনু-আলোকিত মেঘ। নিজের অন্ধকার কোণ থেকে আন্দ্রি আলোর এই বিচিত্র বিস্ময় দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারল না। ঠিক এই সময় সমস্ত গির্জাঘর ভরে গেল অর্গানের মোহনীয় আরাবে। সে-ধ্বনি ক্রমেই গম্ভীর, ক্রমে আরও উদাত্ত হয়ে বজ্রের গুরুগর্জনে গিয়ে পৌঁছল; তারপর হঠাৎ পরিণত হল এক স্বর্গীয় সংগীতে, তার সুরধ্বনি খিলানের মাথায় মাথায় অনুরণিত হতে লাগল কুমারী তরুণীর কোমল কণ্ঠস্বরের মতো; পরে সে-সংগীত আবার বজ্রের গুরুগর্জন করে থেমে গেল। কিন্তু এই বজ্রগর্জন বহুক্ষণ ধরে অনুরণিত হতে লাগল খিলানের খাঁজে খাঁজে; অর্ধ-বিস্তারিত মুখে আন্দ্রি বিস্মিত হয়ে রইল এই মোহনীয় সংগীতে।

এই সময় তার বোধ হল কে যেন তার কামিজের প্রান্ত ধরে টানছে। তাতারনি বলল, 'আর দেরি নয়!' সকলের অগোচরে তারা গির্জার ভেতর দিয়ে পার হয়ে এসে পড়ল বাইরের চত্বরে। উষার রক্তিমা অনেক আগেই আকাশকে লাল করে দিয়েছে; সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস সর্বত্র। চত্বরটি আকারে চারকোনা, সম্পূর্ণ জনশূন্য; তার মাঝখানে তখনও কয়েকটি কাঠের ছোট টেবিল পড়ে আছে; তাতে বোঝা যায় যে হয়তো সপ্তাহখানেক আগেই এখানে খাদ্যদ্রব্যের বাজার ছিল। পথ তখনকার দিনের সব পথের মতোই পাথরে বাঁধানো নয়; শুকনো কাদার স্তূপে ভরা চত্বরের চারদিকে ছোট ছোট একতলা পাথরের বা কাদার বাড়ি, সেগুলির দেয়ালে উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত কাঠের খুঁটি ও থামের নিদর্শন সুস্পষ্ট, খুঁটি আর থামের উপর আড়াআড়ি কাঠের কড়ি বরগা লাগানো। এ-ধরনের বাড়ি সেকালে শহরগুলিতে খুবই প্রচলিত ছিল, এখনও

www.pathagar.com

লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডের কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়। সব বাড়িতেই অস্বাভাবিক উঁচু ছাত, তাতে বহু সংখ্যায় গবাক্ষ ও বায়ুপথ। গির্জার প্রায় পাশাপাশি, একদিকে অন্যান্য বাড়িগুলি থেকে উঁচু, বিশিষ্ট একটি দালান, হয়তো পৌর শাসনসংস্থা বা কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। দোতলা দালান, তার চূড়ায় দুটি খিলানে বসানো নাটমণ্ডপ, তাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রহরী; প্রকাণ্ড একটি ঘড়ির মুখ ছাতের সঙ্গে গাঁথা। চত্বরটি যেন মৃত, তবু আন্দ্রির মনে হল সে যেন ক্ষীণ কাতরধ্বনি শুনতে পেল। চারদিকে নিরীক্ষণ করে সে লক্ষ করল, চত্বরটার অন্য প্রান্তে দু-তিন জন মানুষ প্রায় নিঃসাড়ে মাটিতে শুয়ে আছে। মনোযোগ দিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে দেখছিল এরা নিদ্রিত না মৃত; এমন সময় পায়ের কাছে কী-একটার উপর সে প্রায় হোঁচট খেল। এটা ছিল এক নারীর মৃতদেহ, দেখলে মনে হয়, ইহুদি নারী। বোধহয় সে যুবতী, যদিও তার বিকৃত ও বিশীর্ণ অঙ্গাবয়বে যৌবনের কোনো চিহ্ন ছিল না। তার মাথায় লাল রেশমের রুমাল; কর্ণাভরণে দুই সারি মুক্তা অথবা পুঁতি সাজানো; তার তলে দু-তিনটি দীর্ঘ অলকগুচ্ছ কুঞ্চিত হয়ে নেমে এসেছে বিশুষ্ক কঠিন শিরায় আবৃত কণ্ঠদেশে। তার পাশে শুয়ে ছিল এক শিশু; সে হাত দিয়ে মায়ের বিশীর্ণ স্তন ধরে টানাটানি করছিল, এবং একটুও দুধ না পেয়ে বৃথা আক্রোশে সেখানে আঙুল বসাচ্ছিল। কান্না বা চিৎকার সে আর করছিল না, কেবল তার পেটের মৃদু ওঠাপড়া দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে তখনও মরেনি। মোড় ফিরে তারা একটি পথে প্রবেশ করল। হঠাৎ তাদের থামিয়ে এক পাগল আন্দ্রির বহুমূল্য বোঝা দেখে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মতো; তাকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করতে লাগল, 'রুটি! রুটি!' কিন্তু তার উন্মত্ততা যতটা, শক্তি ততটা ছিল না। আন্দ্রি তাকে ঠেলে দিতেই সে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল। অনুকম্পা অনুভব করে আন্দ্রি তাকে ছুড়ে দিল একখানি রুটি। খ্যাপা কুকুরের মতো সে লাফিয়ে এসে রুটিটা কামড়ে ছিঁড়তে লাগল; তারপর তখনই সেই পথের উপরেই, দীর্ঘকাল খাদ্যগ্রহণে অনভ্যাসবশত, প্রচণ্ড খিচুনি তুলে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ বলি দেখে প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই তারা চমকে উঠল। মনে হল যেন অনেকে ঘরের মধ্যে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ইচ্ছে করে পথে ছুটে এসেছে এই আশায় যে খোলা হাওয়া হয়তো তাদের শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে। একটি বাড়ির ফটকের সামনে বসে আছে এক বৃদ্ধা নারী; বলা কঠিন সে নিদ্রিত, না মৃত, না মূর্ছাগত; অন্ততপক্ষে দেখার বা শোনার ক্ষমতা তার আর নেই। বুকের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে একই অবস্থায় সে বসে আছে নিশ্চলভাবে। অন্য একটি বাড়ির ছাদ থেকে ঝুলছে গলায় দড়ি বাঁধা এক শক্ত শুষ্ক শব। ক্ষুধার যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে বেচারি আত্মহত্যা করে জীবনের অন্তিম অবস্থাকে ত্বরান্বিত করেছে।

ক্ষুধার মর্মন্তুদ নিদর্শন দেখে আন্দ্রি তাতারনিকে জিজ্ঞেস না করে পারল না :

'এ কি সম্ভব যে জীবনধারণের জন্য এরা কিছুই খুঁজে পায়নি? চরম দুর্দশায় মানুষ বাছবিচার করে না, এতদিন যা ছোঁয়নি তাও খায়। যে-প্রাণীর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, তাও তখন খেয়ে বাঁচতে পারে—সবকিছুই তখন খাদ্য বলে গণ্য হয়।'

www.pathagar.com

'সব শেষ হয়ে গেছে,' উত্তর দিল তাতারনি। 'সবরকমের প্রাণী। একটা ঘোড়া বা কুকুর, এমনকি একটা ইঁদুরও নেই শহরে। এই শহরে কখনও খাদ্য জমা রাখা হত না, সবই আসত গ্রামাঞ্চল থেকে।'

'তা হলে, এই ভীষণ মৃত্যুর ভিতরে থেকে কী করে তোমরা শহররক্ষার কথা ভাবতে পারো?'

'তা বটে, শাসনকর্তা হয়তো হার মানতেন, কিন্তু গতকাল সকালে কর্নেল, তিনি বুদ্‌জাকিতে আছেন, সেই কর্নেল শহরে একটা বাজপাখি পাঠিয়েছেন এই চিঠি দিয়ে যেন শহর ছেড়ে দেওয়া না হয়; তিনি আসছেন আমাদের উদ্ধার করতে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে; তিনি কেবল অপেক্ষা করছেন অন্য একজন কর্নেলের জন্যে, যাতে তাঁরা দুজনে একসঙ্গে আসতে পারেন। সকলে এখন প্রতি মুহূর্তে তাঁদের প্রতীক্ষা করছে। এই যে আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি।'

দূরে থেকেই এই বাড়ি আন্দ্রির চোখে পড়ছিল, অন্যান্য বাড়ি থেকে এটা স্বতন্ত্র, মনে হয় যেন কোনো ইতালীয় স্থপতির তৈরি। সুন্দর পাতলা ইট দিয়ে গড়া দোতলা। নিচের তলার জানলাগুলি গ্রানিটের উঁচু কার্নিশ দিয়ে ঘেরা; উপরের তলায় কেবল ছোট ছোট খিলানের সারি, গ্যালারির মতো সাজানো : মাঝে মাঝে জাফরি কাটা, তাতে আঁটা কৌলিক প্রতীক। বাড়ির নানা কোণেও এই ধরনের অলঙ্করণ। বাইরের রঙিন ইটের প্রশস্ত সিঁড়ি চত্বর পর্যন্ত নেমে এসেছে। সিঁড়ির তলে দুধারে সুসমঞ্জস ভঙ্গিতে বসেছিল চিত্রার্পিত একজন করে প্রহরী, তাদের এক হাতে পাশে খাড়া করা টাঙ্গি, অন্য হাতে ঠেক দিয়ে রেখেছে ঝুলে পড়া মাথা; জীবিত প্রাণীর চেয়ে ভাস্কর্যমূর্তির সঙ্গে তাদের মিল বেশি। তারা নিদ্রিত নয়, ঢুলছেও না, কিন্তু মনে হল, কোনোকিছুতেই তাদের সাড়া নেই; সিঁড়ি দিয়ে কারা উপরে গেল তা তারা তাকিয়েও দেখল না। সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল একজন সুবেশধারী যোদ্ধা, আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, তার হাতে একখানি প্রার্থনা-পুস্তক। ক্লান্ত চোখ তুললে তাতারনি তাকে কী-একটা কথা বলল, সে আবার তার চোখ নামাল প্রার্থনা-পুস্তকের খোলা পাতাটার উপর। প্রথম ঘরে তারা প্রবেশ করল, ঘরটি বেশ বড়, অভ্যর্থনা-কক্ষ হিসাবে অথবা সোজাসুজি বাইরের ঘর হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সে-ঘর ভরে দেয়ালের ধারে ধারে নানাভাবে বসে আছে লোকলস্কর, সিপাহি, শিকারি, মদ্য-পরিবেশক ও অন্যান্য পরিচারক—সামরিক এবং সেইসঙ্গে ভূমিপতি শ্রেণীর পোলীয় অভিজাতের আভিজাত্য প্রদর্শনের পক্ষে এরা অপরিহার্য। নিভানো মোমবাতির ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। ঘরের মাঝখানে প্রায় মানুষের মাথার সমান উঁচু দুটি বাতিদানে দুটি বাতি তখনও জ্বলছিল, যদিও অনেক আগেই চওড়া জাফরি-কাটা জানলার ভিতর দিয়ে ভোরের আলো ঘরে এসে পড়েছে। আন্দ্রি সোজা ওক-কাঠের চওড়া দরজার দিকে যাচ্ছিল, কৌলিক প্রতীক এবং অন্যান্য খচিত অলঙ্করণে সেটা সাজানো, কিন্তু তার জামার আস্তিনে টান দিয়ে তাতারনি পাশের দেয়ালে ছোট একটি দরজা দেখিয়ে দিল। এই দরজা দিয়ে তারা এল বারান্দায়, পরে একটি ঘরে, আন্দ্রি মনোযোগ দিয়ে ঘরটা নিরীক্ষণ করতে লাগল। খড়খড়ির ফাঁক

www.pathagar.com

দিয়ে আলোর রেখা এসে পড়েছে এখানে-ওখানে; গাঢ় লাল রঙের পরদায়, সোনা-মোড়া কার্নিশে, দেয়ালে আঁকা ছবিতে। তাতারনি আন্দ্রিকে এখানে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে অন্য একটি ঘরের দরজা খুলল। সেখান থেকে আগুনের আভা দেখা গেল। ফিসফিস কথা ও কোমল একটি স্বর শুনে আন্দ্রির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। অল্প খোলা দরজার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সুগঠিত নারী-দেহ, দীর্ঘ সুপুষ্ট বেণি উদ্যত এক বাহুর উপর এসে পড়েছে। তাতারনি ফিরে এসে তাকে ঘরে প্রবেশ করতে বলল। আন্দ্রির কিছু মনে নেই কেমন করে সে প্রবেশ করল এবং কখন তার পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে জ্বলছিল দুটি বাতি; আইকনের সামনে একটি প্রদীপের ক্ষীণ আলো কাঁপছিল; নিচে একটি টেবিল, তাতে ক্যাথলিকদের প্রথামতো, প্রার্থনার সময় জানু পাতার জন্য কয়েকটি ধাপ। কিন্তু এসব দিকে তার চোখ ছিল না। অন্যদিকে ফিরে সে তাকিয়ে দেখল এক নারী, যেন একটা ক্ষিপ্র অঙ্গ-সঞ্চালনের মধ্যে সে-নারী জমে পাথর হয়ে গেছে। মনে হল যেন নারীর সমগ্র দেহ তার দিকে ঝাঁপিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে। আন্দ্রিও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল তার সামনে। তাকে এমনটি দেখবে সে ভাবেনি; এ যেন সে নয়। সেই মেয়ে নয় যাকে সে আগে জানত; তার সঙ্গে এর এখন আর কিছুই মিল নেই; তবু আগের চেয়ে সে এখন দ্বিগুণ সুন্দরী ও মোহময়ী। তখন তার ছিল কেমন একটা অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ ভাব; এখন সে যেন এক শিল্পকীর্তি, শিল্পী যাতে তাঁর তুলির শেষ আঁচড়টিকেও সমাপ্ত করেছেন। তখন সে ছিল এক মনোহর লঘুচিত্ত বালিকা; এখন সে সুন্দরী রমণী, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত। তার তুলে-ধরা চোখের দৃষ্টিতে এখন পরিণত আবেগ, তা কেবল আভাস নয়, পরিপূর্ণ আবেগ। সে-চোখে জল তখনও শুকায়নি, সে-উজ্জ্বল আর্দ্রতা একেবারে মর্মে গিয়ে বেঁধে। তার বুক, ঘাড়, কাঁধ পূর্ণবিকশিত সৌন্দর্যের সীমায় গিয়ে ঠেকেছে। মাথার চুল আগে হালকা অলকগুচ্ছে তার মুখের ধারে ধারে খেলে বেড়াত, এখন তা পরিণত হয়েছে ঘন সমৃদ্ধ কেশদামে, তার কিছুটা কবরীবদ্ধ হয়ে মাথায় আটকানো, বাকিটা তার দীর্ঘ বাহু বয়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত শিথিল সুন্দর গোছায় বুকের উপর দিয়ে নেমে এসেছে। মনে হল, তার চেহারার প্রতিটি রেখায়ই ঘটেছে রূপান্তর। আন্দ্রির স্মৃতিতে যে-মূর্তি ধরা ছিল তার এতটুকু কোনো সাদৃশ্য আন্দ্রি কোথাও খুঁজে পেল না; একটুকুও না। মেয়েটি কী অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গেছে এখন, তবু তার সৌন্দর্যের বিস্ময় তাতে এতটুকু ম্লান হয়নি; বরং যেন পেয়েছে এক অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য বিজয়িনীর গরিমা। এক সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমের অনুভূতিতে আন্দ্রির অন্তর ভরে গেল, সে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দ হয়ে। রমণীও যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল কসাকের চেহারায়, এ-কসাক তার সামনে উপস্থিত যৌবনদৃপ্ত পৌরুষের সমস্ত সৌন্দর্য ও শক্তি নিয়ে, তার বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিশ্চল থাকলেও সেগুলির মধ্যে ফুটে উঠছিল এক ক্ষিপ্র ও স্বচ্ছন্দ আন্দোলনের আভাস; দীপ্ত দৃঢ়তা তার চোখের দৃষ্টিতে, মখমলের মতো মসৃণ ভ্রূ উদ্যত ধনুকের মতো বাঁকা, যৌবনের পরিপূর্ণ শিখায় ঝলমল করছে রোদে-পোড়া গাল, তারুণ্যের কালো গোঁফের রেখা রেশমের মতো উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

রমণী বলল, 'হে উদার বীর, তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর শক্তি আমার নেই,' তার কণ্ঠের রুপালি ধ্বনি কাঁপছিল। 'তোমার যোগ্য পুরস্কার দিতে পারেন কেবল ঈশ্বর; আর আমি তো দুর্বল নারী...'

রমণী দৃষ্টি নামাল; অর্ধবৃত্তাকারে নেমে এল তার সুন্দর তুষারশুভ্র চোখের পাতা, তার প্রান্তে তীরের মতো দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি। তার আশ্চর্যসুন্দর মুখ সামনে নত হয়ে সূক্ষ্ম গোলাপি আভায় রাঙিয়ে উঠল। আন্দ্রির শক্তি নেই একটি কথা বলে। তার প্রবল আগ্রহ আপনাকে প্রকাশ করা—কিন্তু পারল না। সে অনুভব করল, কিসে যেন তার কণ্ঠরোধ করছে; কথা বলছে সে, কিন্তু তাতে শব্দ নেই; অনুভব করল, সেমিনারিতে ও সামরিক যাযাবর কসাক-জীবনে যেটুকু শিক্ষা সে পেয়েছে তাতে এমন রমণীর এই অপূর্ব কথাগুলির উত্তর দেওয়া যায় না; আর তাই নিজের কসাক-চরিত্রের উপর সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করল তাতারনি। বীরের আনা রুটিকে সে ইতিমধ্যেই টুকরো করে সোনার থালায় এনে তার কর্ত্রীর সামনে রেখে দিল। সুন্দরী তাকাল তার দিকে, রুটির দিকে, তারপর চোখ তুলল আন্দ্রির মুখের দিকে—সে-চোখে রাজ্যের ভাবাবেগ, সেই মুখর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল রমণীর যত যন্ত্রণা, ফুটে উঠল তার ভাবাবেগ ব্যক্ত করার অক্ষমতা—এ-দৃষ্টি আন্দ্রির কাছে হল ভাষার চেয়ে বেশি বোধগম্য। হঠাৎ তার হৃদয়ের সব আবেগ ও অনুভূতি কে যেন এতক্ষণ শক্ত বল্গা দিয়ে টেনে রেখেছিল, এখন যেন তা ছাড়া পেয়ে কথার অদম্য প্রপাতে প্রবাহিত হওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠল। হঠাৎ তাতারনির দিকে ফিরে উদ্বেগের স্বরে সুন্দরী প্রশ্ন করল :

'আর আমার মা, তাকে দিয়েছিস?'

'তিনি ঘুমোচ্ছেন।'

'আর বাবাকে?'

'দিয়েছি। বললেন যে তিনি নিজেই আসবেন বীরকে ধন্যবাদ দিতে।'

তরুণী তখন এক টুকরো রুটি তুলে মুখে দিতে গেল। তার সুগৌর আঙুল দিয়ে রুটি ভেঙে খাওয়া আন্দ্রি দেখতে লাগল অপরূপ আনন্দে; কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সেই লোকটির কথা, ক্ষুধায় পাগল হয়ে যে রুটির টুকরো গিলতে গিয়ে তার চোখের সামনে মারা গেছে। আন্দ্রির মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল, তরুণীর হাত চেপে ধরে সে চিৎকার করে উঠল :

'আর নয়, আর খেয়ো না! এতদিন কিছু খাওনি তাই এ-রুটি এখন তোমার কাছে বিষ।'

তরুণী তখনই হাত নামিয়ে নিল, রুটি থালায় রেখে দিল, এবং তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল বাধ্য শিশুর মতো । কথা দিয়ে যদি প্রকাশ করা যেত...কিন্তু না, শিল্পীর বাটালি বা তুলিতে, কিংবা সবচেয়ে প্রবল ও মোহনীয় ভাষা দিয়েও প্রকাশ করা যায় না কী ফুটে উঠল তরুণীর চোখে অথবা তরুণীর চোখের দিকে যে তাকিয়ে আছে কী আবেগ জাগছে তার অন্তরে।

www.pathagar.com

'ওগো রানি!' বলে উঠল আন্দ্রি, তার মনপ্রাণ ও সমগ্র সত্তা ভাবাবেগে পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে। 'কী তোমার প্রয়োজন? কী চাও তুমি? আদেশ করো! পৃথিবীতে যা সবচেয়ে অসম্ভব কাজ, সেই কাজ দাও আমাকে—আমি তা করব, করতে গিয়ে প্রাণ দেব। হ্যাঁ, প্রাণ দেব! পবিত্র ক্রুশের দিব্যি, তোমার জন্যে মরতে পারাও আমার পক্ষে মধুর..বলতে পারি না কত মধুর! আমার আছে তিনটি গ্রাম, আমার বাবার ঘোড়ার পালের অর্ধেক—আমার মা তাঁর বাপের বাড়ি থেকে যা-কিছু এনেছেন, এমনকি যা-কিছু তিনি আমার বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন—এ সমস্তই আমার! আমার যা আছে কোনো কসাকের তেমন অস্ত্র নেই। আমার তলোয়ারের কেবল হাতলটার বদলেই আমি পেতে পারি সবচেয়ে ভালো ঘোড়ার পাল ও তিন হাজার ভেড়া। এ-সমস্ত আমি ছেড়ে দেব, ছুড়ে ফেলব, পুড়িয়ে দেব, ডুবিয়ে দেব, শুধু তোমার একটি কথায়, তোমার চিকন কালো ভুরুর ইঙ্গিতে! আমি জানি যে হয়তো আমার কথাগুলো নির্বোধ, বেমানান আর অনুপযোগী শোনাচ্ছে, কিন্তু সেমিনারিতে ও জাপোরোজ্‌য়েতে জীবনযাপনের পর যেমনভাবে এখানে সাধারণত কথা বলা হয় তেমনভাবে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব নয় যেভাবে কথা বলেন রাজারা, যুবরাজেরা, বীরসমাজের অগ্রগণ্যরা। তুমি ভগবানের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি, মোটেই আমাদের মতো নও, তোমার তুলনায় অভিজাতশ্রেণীর অন্য সব মেয়ে-বৌরাও অনেক খাটো। আমরা তোমার ক্রীতদাস হবারও যোগ্য নই; স্বর্গের দেবদূতেরাই কেবল তোমার সেবা করার উপযুক্ত।'

বিস্ময়ের পর বিস্ময় নিয়ে, যেন সমস্ত কান দিয়ে, একটি কথাও বাদ না দিয়ে, কুমারী শুনতে লাগল এই ভাবাবেগে ভরা ভাষণ, মুকুরের গভীর থেকে উত্থিত এক কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে এক ভাষণের প্রত্যেকটি সহজ শব্দ ধ্বনিত হল সবলে। অপূর্ব সুন্দর মুখ তার দিকে তুলে তরুণী অবাধ্য চুলের গোছা পিছনে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিল, তার ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গেল। সে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘকাল। তারপর কিছু যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ নিজেকে সংযত করল সে। তার মনে পড়ল যে এই বীর অন্য ধাতের লোক, তার পিছনে আছে তার পিতা, ভ্রাতা, তার দেশ, কঠোর প্রতিহিংসাপরায়ণ তারা। ভয়ঙ্কর এই নিপার-কসাকরাই অবরোধ করে আছে এই শহর; এ-শহরের সকলে আছে এক নির্দয় মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। অকস্মাৎ তার চোখদুটি জলে ভরে গেল; দ্রুতবেগে সে একখানা রেশমি রুমাল নিয়ে মুখে চেপে ধরল, এক মিনিটে তা পুরো ভিজে গেল; অনেকক্ষণ ধরে সে বসে রইল তার অপূর্ব সুন্দর মাথাটি পিছনে হেলিয়ে, তার তুষারশুভ্র দাঁতে চেপে রইল তার অপূর্ব সুন্দর ওষ্ঠাধর—যেন কোনো বিষধর সর্প হঠাৎ তাকে দংশন করেছে, আন্দ্রি যাতে তার বুকভাঙা দুঃখবেদনা দেখতে না পায় সেজন্য মুখ থেকে রুমাল সে সরাল না।

'শুধু একটি কথা বলো আমাকে,' বলে আন্দ্রি তরুণীর মসৃণ হাতখানি তুলে নিল। এই স্পর্শে আন্দ্রির শিরায় শিরায় অগ্নিস্রোত বয়ে গেল, তার হাতের মধ্যে অসাড়ে-পড়ে-থাকা হাতখানির উপর চাপ দিল সে।

তরুণী নির্বাক, মুখ থেকে রুমাল না সরিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

www.pathagar.com

'কিসে তোমার এত দুঃখ? বলো আমাকে, কিসে তোমার এত দুঃখ?'

তরুণী তার রুমাল ফেলে দিল, সরিয়ে দিল তার চোখের উপরে এসে-পড়া দীর্ঘ কেশদাম, তারপর মৃদু শান্ত স্বরে শুরু করল তার বিষণ্ন বিবরণ। ঠিক এমনি করেই আশ্চর্য সুন্দর এক সন্ধ্যায় হঠাৎ জলের ধারে ঘন শরবনের ভিতর দিয়ে বয়ে যায় সমীরণ; মৃদু ম্লান শব্দের মর্মর গুঞ্জন ওঠে, পথচারী আকৃষ্ট হয়ে থেমে যায় অনির্বচনীয় বিষাদে, ম্রিয়মাণ সন্ধ্যার দিকে তার দৃষ্টি যায় না, তার কানে আসে না ক্ষেতের কাজ ও ফসল কাটার পর গৃহাভিমুখী কৃষকদের ফুর্তির গান, কিংবা দূর থেকে ভেসে আসা গাড়ি চালানোর ঘর্ঘর ধ্বনি।

'আমি কি চিরন্তন করুণার পাত্রী নই? যে-মায়ের গর্ভে আমার জন্ম, তিনি কি হতভাগিনী নন? আমার অদৃষ্ট কি তিক্ত নয়? ওগো আমার ভীষণ নিয়তি, তুমিই যে আমার নির্দয় পীড়নকারী! তুমি আমার পদতলে এনে দিয়েছ সকলকেই; সেরা অভিজাতবর্গ, ধনীশ্রেষ্ঠ পোলীয় জমিদারদের কাউন্টদের, বিদেশী ব্যারনদের, আমাদের শ্রেষ্ঠ বীরদের, তাদের সবাই আমাকে ভালোবাসতে চেয়েছে! সকলেই আমার ভালোবাসা পেলে ভাগ্য বলে মানত। আমার হাতের একটি ইঙ্গিতে এদের মধ্যে—রূপে ও বংশগৌরবে যে সবার ওপরে—সে-ই আমার জীবনের সাথি হতে পারত। কিন্তু হে আমার ভীষণ নিয়তি, এদের কাউকে দিয়ে তুমি আমার হৃদয়কে মুগ্ধ করাতে পারলে না; তুমি মুগ্ধ করালে, দেশের শ্রেষ্ঠ বীরদের ছাড়িয়ে গিয়ে, এক বিদেশীকে দিয়ে, আমাদের শত্রুকে দিয়ে। কিসের জন্যে, হে পবিত্র মেরিমাতা, কোন পাপে, কোন গুরুতর অপরাধে তুমি এমন নিষ্ঠুর নির্দয়ভাবে আমাকে যাতনা দিচ্ছ? আমার দিন কেটেছে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে : সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে মিষ্টি পানীয় আমি পেয়েছি। কিন্তু কী হল তাতে? কী তাদের পরিণাম? পরিণাম কি এই যাতে অবশেষে আমার এমন নির্দয় মৃত্যু হয় যা এ-রাজ্যে নিঃস্বতম ভিখারিরও হয় না? এই ভয়ঙ্কর ভাগ্যেও যথেষ্ট হল না, যাদের রক্ষার জন্যে আমি বিশবার নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত, সেই মা-বাবার অসহ্য যন্ত্রণার মৃত্যু দেখতে হবে আমাকে আমার মৃত্যুর আগে। এতেও তৃপ্তি হল না তোমার—এর ওপর আমার মৃত্যুর আগে এল প্রেম, শুনতে হল ভাষা, যা আমি কল্পনাও করিনি। সে-ভাষায় আমার হৃদয় চূর্ণ হয়ে যাবে, আমার মরণ হবে আরও ভয়ঙ্কর। আর মরণকালে, আমি তোমাকে তিরস্কার করব, হে আমার ভীষণ নিয়তি, আর তোমাকেও—আমার অপরাধ নিও না—হে পবিত্র মেরিমাতা!'

সে যখন থামল তার মুখে প্রতিফলিত হল হতাশার ও চরম রিক্ততার অনুভূতি; তার প্রত্যেকটি রেখায় ফুটে উঠল অন্তর্ভেদী যন্ত্রণা; বিষাদে আনত তার ললাট, তার আনত চোখজোড়া, তার ঈষৎ জ্বলজ্বলে গালের ওপর শুকিয়ে-আসা জমাট অশ্রু—সবাই যেন বলছে, 'কোনো সুখ নেই এর মনে!'

আন্দ্রি বলে উঠল, 'কে কবে শুনছে একথা, এ হতেই পারে না, রমণীকুলের রত্ন ও সেরা সুন্দরীর এই দারুণ দুর্ভাগ্য ঘটবে তা কিছুতে হতে পারে না; সে-নারীর জন্যই এইজন্যে যে পৃথিবীতে যা-কিছু সবচেয়ে ভালো তা-ই যেন তার কাছে নত

www.pathagar.com

হবে, নত হবে যেন এক পবিত্র দেবীর কাছে। না, তুমি মরবে না! মরণ তোমার জন্যে নয়! আমার জন্মের নামে, পৃথিবীতে যা-কিছু আমার প্রিয়, তাদের নামে আমি শপথ করছি যে তুমি মরবে না! আর এই যদি হয় যে কোনোকিছুই—শক্তি, প্রার্থনা সাহস—কোনোকিছুই এই ভীষণ নিয়তিকে ঠেকাতে না পারে, তা হলে আমরা মরব একসঙ্গে, কিন্তু আমি মরব আগে, তোমার সামনে, তোমার অপূর্ব সুন্দর পদতলে, একমাত্র মৃত্যুই আমাকে তোমার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে!'

'বঞ্চনা কোরো না, হে বীর, বঞ্চনা কোরো না নিজেকে ও আমাকে,' তরুণী বলল অপূর্ব সুন্দর মাথা দুলিয়ে, 'আমি জানি, আমার দুঃখ এই যে আমি ভালো করেই জানি, আমাকে ভালোবাসা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়; আমি জানি তোমার কর্তব্য, তোমার ধর্মাদেশ : তোমাকে ডাকছে তোমার বাবা, তোমার সাথিরা, তোমার দেশ। আমরা যে তোমার শত্রু!'

'কিসের বাবা, কিসের সাথি, কিসের দেশ?' মাথার দ্রুত ঝাঁকানি দিয়ে নদীতীরের পপলার গাছের মতো সোজা দাঁড়িয়ে উঠে আন্দ্রি বলল, 'যদি সে-কথাই ওঠে তা হলে বলি, আমার কেউ নেই! না, কেউ নেই!' যেমন করে এক পেশলদেহ কসাক অন্যের পক্ষে অসম্ভব অভূতপূর্ব কিছু-একটা করার সংকল্প ঘোষণা করে, তেমনি ভঙ্গিতে, তেমনি স্বরে বলে চলল আন্দ্রি, 'কে বলে ইউক্রেন আমার দেশ? কে আমাকে দিল এ-দেশ? সে-ই আমার দেশ যাকে চায় আমার অন্তর, যা আমার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়। আমার দেশ—তুমি! হ্যাঁ, তুমিই আমার দেশ! এই দেশকে আমি অন্তরে বহন করব, বহন করব যতদিন দেহে প্রাণ থাকে; কোনো কসাক তাকে সেখান থেকে ছিঁড়ে নিতে এলে আমি মানব না! এই দেশের জন্যে আমি বেচতে পারি, দান করতে পারি, ধ্বংস করতে পারি আমার যা-কিছু আছে সব!'

কয়েক মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গিয়ে অপূর্ব সুন্দর এক ভাস্কর্যের মতো তরুণী তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল। নারীসুলভ বিস্ময়কর উদ্দামতায়,—যে-উদ্দামতা সম্ভব কেবল সেই বেহিসাবি উদারহৃদয় নারীর পক্ষে, অন্তরের অপূর্ব সুন্দর আবেগপ্রকাশের জন্য যার সৃষ্টি—সেই উদ্দামতায় তরুণী তার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তুষারশুভ্র আশ্চর্য বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে সজোরে ফুঁপিয়ে উঠল। এই সময় শোনা গেল পথের অস্পষ্ট চিৎকার, রামশিঙা ও জয়ঢাকের আওয়াজ। কিন্তু কোনোকিছুই আন্দ্রি শুনল না। সে শুধু টের পেল তরুণীর আশ্চর্য ঠোঁটজোড়া তপ্ত সুরভিত নিশ্বাসে তাকে অভিভূত করছে, তরুণীর অশ্রুধারা তার গালের ওপর এসে অঝোরে ঝরে পড়ছে, তরুণীর সুগন্ধি কেশরাশি মাথা থেকে মুক্ত হয়ে নেমে এসে তাকে ঢেকে দিচ্ছে উজ্জ্বল কালো রেশমের মতো।

ঠিক এই সময় আনন্দে চিৎকার করতে করতে সবেগে ঘরে প্রবেশ করল তাতারনি।

'বেঁচে গেছি!' আত্মহারা হয়ে সে চিৎকার করতে লাগল—'আমাদের সৈন্যেরা শহরে ঢুকেছে, সঙ্গে এনেছে রুটি, জোয়ার, ময়দা আর জাপোরোজীয় বন্দি।'

কিন্তু দুজনের কেউই শুনল না কোন 'আমাদের' সৈন্য শহরে প্রবেশ করেছে, কী

www.pathagar.com

তারা সঙ্গে এনেছে, কারা এই জাপোরোজীয় বন্দি। আন্দ্রির গালের উপর নেমে এসেছে এক সুমধুর অধর। অপার্থিব এক অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে সে অধর চুম্বন করল আন্দ্রি। সে অধর থেকে সাড়া আসতেও দেরি হল না। বিনিময় হল আদরের। আর সেই পারস্পরিক চুম্বন থেকে দুজনেই এমন একটা-কিছু অনুভব করল, যা জীবনে আসে শুধু একবার।

মরল কসাক! চ্যুত হল সে সমগ্র কসাক-বীরত্ব থেকে! আর সে দেখতে পাবে না জাপোরোজয়ে, তার পৈতৃক গ্রামগুলি, দেবতার ধর্মমন্দির! সন্তানদের মধ্যে যে-সাহসীতম ইউক্রেনরক্ষার ভার নিয়েছিল তাকে ইউক্রেনও আর দেখতে পাবে না। বৃদ্ধ তারাস তাঁর চুলের ঝুঁটি থেকে পক্ব কেশ টেনে ছিঁড়ে অভিশাপ দেবেন সেই দিনক্ষণকে যখন এমন কুলাঙ্গার সন্তানের তিনি জন্ম দিয়েছিলেন।

সাত

হট্টগোল ও চাঞ্চল্যে ভরে গেল জাপোরোজীয় শিবির। প্রথমে কেউই ঠিকমতো বুঝতে পারল না, কী করে সৈন্যেরা শহরে প্রবেশ করল। পরে আবিষ্কার করা গেল যে, শহরের পাশের দিকের দ্বারে অবস্থিত সারা পেরেয়াস্লাভ কুরেন বেহুঁশ মাতাল হয়ে ছিল। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, কী ঘটছে তো বোঝার আগেই কসাকদের অর্ধেক মারা পড়বে এবং বাকি অর্ধেককে বন্দি করা হবে। কাছাকাছি কুরেনগুলি হট্টগোলে জেগে উঠে যখন অস্ত্রশস্ত্রে সাজল, তার আগেই সৈন্যদল শহরদ্বার পার হয়ে গেছে, নিদ্রাতুর ও অর্ধ-সচেতন যেসব নিপার-কসাক বিশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হয়েছিল শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ থেকে গুলি করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্যাম্পসর্দার সকলকে জমায়েত হতে আদেশ দিলেন; সকলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার টুপি খুলে নিস্তব্ধ হলে তিনি বললেন :

'দেখতে পাচ্ছ, ভাইসব, আজ রাতে কী ঘটেছে। দেখতে পাচ্ছ মাতাল হলে কী হয়! দেখতে পাচ্ছ, দুশমনেরা আজ কী লজ্জা দিয়েছে আমাদের! তোমাদের তো এই ব্যাপার—যদি মদের মাত্রা দ্বিগুণ করা হল তো অমনি তোমরা এমনি টানতে শুরু করলে যে খ্রিস্টীয় যোদ্ধাদের শত্রুরা এসে তোমাদের সালোয়ার কেড়ে নেওয়া তো ভালো, তোমাদের মুখের ওপর হেঁচে দিলেও তোমরা তা টের পাও না।'

কসাকরা সকলে দাঁড়িয়ে রইল মাথা নিচু করে, তাদের দোষ বুঝতে পেরে। নেজামাই-কুরেনের সেনাপতি কুকুবেন্‌কো কেবল উত্তর দিলেন :

'একটু দাঁড়াও, বাবা!' তিনি বললেন। 'ক্যাম্পসর্দার যখন গোটা সৈন্যবাহিনীর সামনে কিছু বলেন তখন প্রতিবাদ করা যদিও বিধিসঙ্গত নয়, তবুও ব্যাপারটা অন্যরকম, তাই বলতে হচ্ছে। সমস্ত খ্রিস্টীয় যোদ্ধাদের তুমি যে-দোষ দিলে তা সম্পূর্ণ ন্যায্য নয়। কসাকদের দোষ হত, তারা মরণের যোগ্য হত যদি তারা মাতাল হত অভিযান করার সময়; লড়াই করার সময়, কিংবা কোনো কঠিন কষ্টসাধ্য কাজ করার সময়। কিন্তু আমরা তো বসে ছিলাম বিনা কাজে, শহরের চারপাশে পায়চারি

www.pathagar.com

করে ফিরছিলাম। উপোস বা অন্য কোনো খ্রিস্টীয় সংযম কিছুই করা হয়নি; কেমন করে এটা হতে পারে যে মানুষ নিষ্কর্মা হয়েও মাতাল হবে না? এতে কোনো পাপ নেই। আমরা বরং এখন তাদের দেখিয়ে দেব নির্দোষ লোকেদের আক্রমণ করার কী ফল। এর আগে ওদের বেশ ঠেঙিয়েছি, এখনও ওদের এমন ঠ্যাঙাব যে ওদের মধ্যে কেউ ঘরে ফিরবে না।'

কুরেন-সেনাপতির এই বক্তৃতায় কসাকরা খুশি হল। তাদের মাথা এতক্ষণ একেবারে নিচু হয়ে গিয়েছিল, এখন তারা মাথা তুলল; অনেকে সমর্থনসূচকভাবে মাথা নেড়ে বলল : 'কুকুবেন্‌কো বেশ বলেছেন!' আর তারাস বুলবা ক্যাম্পসর্দারের অদূরে দাঁড়িয়ে বললেন :

'কী হে, ক্যাম্পসর্দার, কুকুবেন্‌কো ঠিক কথাই বলেছে, তা-ই না? কী তোমার বলার আছে এর উত্তরে?'

'কী বলার আছে? বলছি : এমন ছেলের বাপের ভাগ্য ভালো! খোঁচা দিয়ে কথা বলতে খুব বেশি জ্ঞানবুদ্ধি লাগে না; জ্ঞানবুদ্ধি লাগে এমন কথা বলতে যাতে দুরবস্থায় পড়া মানুষকে লজ্জা দেয় না, তাকে উৎসাহ দেয়, সাহস দেয়, জল খেয়ে তাজা ঘোড়াকে যেমন সাহস দেয় জুতোর কাঁটা। আমি নিজেই তোমাদের বলতে যাচ্ছিলাম সান্ত্বনার কথা, কুকুবেন্‌কো তা আগেই বলে ফেলল।'

'ক্যাম্পসর্দারও বেশ বলেছেন!' নিপার-কসাকদের লাইন থেকে উঠল ধ্বনি। 'ভালো কথা!' যোগ দিল অন্যেরা। এমনকি, পক্কেশ প্রাচীনেরাও ধূসর পায়রাদের মতো দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে আর শাদা গোঁফ কাঁপিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'বেশ বলেছেন কথাগুলো!'

'শোনো তবে, মশাইরা!' ক্যাম্পসর্দার বলতে লাগলেন। 'শালার এই কেল্লা দখল করা—ভিনদেশী জার্মান ধুরন্ধররা যেমন করে, তেমনি করে এর পাঁচিল টপকাতে যাওয়া কি দেয়াল ধসিয়ে দেওয়া—এসব কসাকের পোষাবে না। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, শত্রুরা শহরে খুব একটা বেশি পরিমাণ খাদ্যভাণ্ডার নিতে পারেনি, তাদের সঙ্গে বেশি গাড়ি ছিল না। শহরের অধিবাসীরা ক্ষুধার্ত; পাওয়ামাত্রই সব শেষ করবে; আর তাদের ঘোড়ার খাদ্য...জানি না তাদের কোনো ঋষি যদি আকাশ থেকে কিছু পাঠিয়ে না দেন তো কী করবে তারা..কিন্তু এক ঈশ্বরই কেবল তা বলতে পারেন, আর তাদের পুরুতরা তো কেবল মুখসর্বস্ব। যা-ই হোক, ওরা বেরিয়ে আসবে শহর থেকে। তোমরা তিন দলে ভাগ হয়ে, তিনটি শহরদ্বারের সামনে তিনটি পথে জমা হয়ে যাও। বড় দরজার সামনে পাঁচটি কুরেন, অন্য দুটিতে তিনটি করে। দ্যাদ্‌কিভ্‌ ও করসুন কুরেন থাকবে গুপ্তস্থানে। কর্নেল তারাসও তাঁর রেজিমেন্ট নিয়ে থাকবেন গুপ্তস্থানে। তিতারেভ্‌কা ও তিমোশেভ্‌কা কুরেন থাকবে মজুদ হিসাবে, মালগাড়িগুলোর ডান দিকে! শ্‌চের্বিনোভ্‌ আর পাহাড়ি স্তেবলিকিভ্‌ কুরেন থাকবে বাঁ দিকে! আর ছোকরা-লড়িয়েদের মধ্যে যাদের কথার কামড়ানি সবচেয়ে বেশি তারা একত্র হয়ে দুশমনদের গাল-পাড়ুক। পোলদের স্বভাবতই মাথায় কিছু নেই : গালাগালি সহ্য হবে না; হয়তো তারা আজই বেরিয়ে আসবে দরজা দিয়ে। কুরেন

www.pathagar.com

সেনাপতিরা, নিজের নিজের কুরেন পরীক্ষা করো; যার কমতি আছে, ভরিয়ে নাও পেরেয়াস্লাভ্ কুরেনের বাকি লোক দিয়ে। নতুন করে সব পরীক্ষা করো! প্রত্যেককে দাও একখানা করে রুটি আর মাথা সাফ্ করার জন্যে এক এক পেয়ালা ভোদ্কা। নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের পেট ভরে আছে কালকের খাবারে, কারণ সত্যি বলতে কি, সকলে তোমরা এমন ঠেসেছ যে আমি অবাক হচ্ছি কাল রাতে তোমাদের কারও পেট ফাটেনি কেন। হ্যাঁ, আর-একটা নির্দেশ : যদি কোনো ইহুদি শুঁড়ি কোনো কসাককে এক পাত্র মদও বিক্রি করে, আমি শুয়োরের কান কেটে সেই কুত্তার কপালে লাগিয়ে দেব, আর পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেব মাথা নামিয়ে! কাজে লেগে যাও ভাইসব, কাজে লেগে যাও!'

এই নির্দেশ দিলেন ক্যাম্পসর্দার, সকলে কোমর পর্যন্ত নত হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাল, মাথায় টুপি দিল না, চলল তাদের শিবির ও শকটগুলির দিকে; অনেক দূরে যাওয়ার পর তবে তাদের মাথায় টুপি দিল। সকলেই প্রস্তুত হতে লাগল; পরীক্ষা করল তাদের অসি কৃপাণ, বস্তা থেকে বারুদ-পাত্রে বারুদ ঢালল, মালগাড়ি সাজাল ও ঘোড়া বেছে রাখল।

নিজের রেজিমেন্টের দিকে যেতে যেতে তারাস ভেবে স্থির করতে পারলেন না আন্দ্রির কী হয়েছে; অন্যদের সঙ্গে সেও কি ঘুমন্ত অবস্থায় বাঁধা পড়ে বন্দি হয়েছে? না, আন্দ্রি তেমন ছেলে নয় যাকে বেঁচে থাকতে বন্দি করা যায়। কিন্তু নিহত কসাকদের ভিতরেও তাকে পাওয়া যায়নি। এমন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে তারাস রেজিমেন্টের সামনে সামনে চলছিলেন যে অনেকক্ষণ ধরে শুনতেই পাননি কে তাঁর নাম ধরে ডাকছে।

অবশেষে সচেতন হয়ে তিনি বললেন, 'কার দরকার আমাকে?'

তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল ইহুদি ইয়ান্কেল।

'সেনাপতি মশাই, সেনাপতি মশাই!' ইহুদি বলতে লাগল তড়বড় করে ও ভাঙা গলায়, যেন সে এমন কিছু বিষয়ে বলতে চায় যার গুরুত্ব কম নয়। 'আমি শহরে গিয়েছিলাম, সেনাপতি মশাই!'

তারাস বিস্মিত হয়ে ইহুদিকে নিরীক্ষণ করলেন, ইতিমধ্যেই সে কী করে শহরে যাতায়াত করতে পারল।

'কোন শয়তানের সাহায্যে গেলি সেখানে?'

'বলছি এখনই,' বলল ইয়ানকেল। 'যেই আমি হট্টগোল শুনলাম সকালবেলায়, যেই কসাকরা গুলি চালাতে শুরু করল; তখনই আমি আমার কামিজটা তুলে নিয়ে না পরেই চোঁচা দৌড়ে গেলাম; পথে সেটা গায়ে চড়ালাম, কেননা, কিসের জন্যে এই হট্টগোল, কসাকরা এত সকালে গুলি চালাচ্ছে কেন তা জানার জন্যে সবুর সইছিল না আমার। দৌড় দিয়ে চলে গেলাম শহরের ফটক পর্যন্ত, ঠিক সেই সময়ে শেষ সৈন্যদলটি শহরে ঢুকছে। দেখতে পেলাম—সৈন্যদলের সামনে আছেন অধিনায়ক গাল্যান্দোভিচ। এঁকে আমি চিনি, তিন বছর আগে তিনি আমার কাছে একশো মোহর ধার নেন। আমি দৌড়ে গেলাম তাঁর পিছনে যেন ধার আদায় করতে

www.pathagar.com

চলেছি, আর এই করে শহরে ঢুকে গেলাম তাদের সঙ্গে।'

বুলবা বললেন, 'কী বললি, শহরে ঢুকে গেলি, তা আবার ধার আদায় করতে? আর কুকুরের মতো তোকে ফাঁসিতে ঝোলাবার হুকুম দিল না সে?'

'ঈশ্বরের দিব্যি, ঝোলাতে চেয়েছিলেন বৈকি!' উত্তর দিল ইহুদি, 'তাঁর চাকরবাকরেরা আমাকে পাকড়াও করে গলায় প্রায় দড়ির ফাঁস পরিয়েছিল, কিন্তু আমি মিনতি করলাম কর্তাকে, বললাম তাঁকে যে যতদিন তিনি চান ততদিন আমি ধারশোধের জন্যে অপেক্ষা করব; কথা দিলাম যে তাঁকে আরও ধার দেব, যদি তিনি অন্য নাইটদের কাছ থেকে ধার আদায় করতে আমায় সাহায্য করেন; কারণ এই অধিনায়ক মশাইটির পকেটে—আমি আপনাকে খুলেই বলছি—একটি মোহরও নেই। যদিও এঁর গ্রাম আর তালুক অনেক, চারটে দুর্গ, আর স্তেপ-জমি প্রায় শ্‌ক্রোভ্‌ পর্যন্ত, কিন্তু তাঁর অবস্থা কসাকদেরই মতো, হাতে একটি পয়সাও নেই। এখনও যদি ব্রেস্‌লাউয়ের ইহুদিরা তাঁকে টাকা না জোগাত, তা হলে যুদ্ধে আসার মতো সম্বলই তাঁর হত না। এইজন্যেই তিনি আইনসভায়ই যেতে পারেননি...'

'শহরে তা হলে তুই কী করলি? দেখলি আমাদের কাউকে?'

'নিশ্চয়! আমাদের অনেক লোক সেখানে : আইসাক, রাহুম, সামুয়েল, হাইভালোহ্‌, ইহুদি পাট্টাদার...'

'চুলোয় যাক, কুত্তার দল।' তারাস চেঁচিয়ে উঠলেন ক্রুদ্ধ হয়ে। 'তোর ওই ইহুদিগোষ্ঠীর খবরে আমার কী দরকার! আমি তোকে জিজ্ঞাসা করছি আমাদের নিপার-কসাকদের কথা।'

'আমাদের নিপার-কসাকদের কাউকে দেখিনি। দেখেছি কেবল আন্দ্রি কর্তাকে।'

'আন্দ্রিকে দেখেছিস?' চিৎকার করে উঠলেন বুলবা। 'কী বলছিস তুই, কোথায় দেখেছিস তাকে?... পাতালঘরে? ... গর্তের মধ্যে? ...নিশ্চয়ই অপমানের একশেষ?...'

'কার এত সাহস যে আন্দ্রি কর্তাকে বন্দি করে? তিনি তো এখন মস্ত বীরপুরুষ...ঈশ্বরের দিব্যি, আমি তাঁকে চিনতেই পারিনি! তাঁর কাঁধে, হাতে, বুকে মাথায়, কোমরে—সব সোনার সামরিক পোশাক, সবখানে, সব সোনার। সোনায় তিনি ঝলমল করছেন। যেন বসন্তকালের সূর্য, আর চারদিকে বাগানে পাখিরা সব গেয়ে উঠছে কলকল করে, ঘাসের গন্ধ উঠছে মিঠে। শাসকর্তা তাঁকে দিয়েছেন তাঁর সবচেয়ে ভালো যুদ্ধের ঘোড়া : এই ঘোড়াটার দামই হবে দুশো মোহর।'

বুলবা স্তম্ভিত : 'এই বিদেশী যুদ্ধসাজে সে সেজেছে কেন?'

'সেজেছেন, কেননা এ-সাজ আরও সুন্দর...তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ান, অন্যেরাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে; তিনি তাদের শেখান, তারাও তাঁকে শেখায়। ঠিক একেবারে খুব বড়লোক পোলীয় কর্তাব্যক্তির মতো।'

'কে তাকে দিয়ে করাল এসব?'

'আমি তো বলিনি যে কেউ তাঁকে দিয়ে করাচ্ছে এইসব। মশাই কি জানেন না যে তিনি তাদের দলে গেছেন নিজের ইচ্ছায়?

www.pathagar.com

'কে গেছে?'

'আন্দ্রি কর্তা।'

'কোথায় গেছে?'

'গেছেন ওদের দলে; তিনি তো এখন একেবারে ওদের।'

'মিথ্যে কথা, শুয়োরের কান কোথাকার!'

'মিথ্যে বলব তা-ই হয় কখনও? আমি কি নির্বোধ যে মিথ্যে বলব? মিথ্যে বলে মাথা খোয়াব? আমি কি জানি না যে মশাইয়ের সামনে মিথ্যে বললে ইহুদির ফাঁসি হয় কুকুরের মতো?'

'তুই তাহলে বলতে চাস যে, সে বিকিয়ে দিয়েছে তার দেশ আর ধর্মকে?'

'আমি তো বলিনি তিনি কিছু বিকিয়ে দিয়েছেন; আমি শুধু বলেছি যে তিনি ওদের দলে চলে গেছেন।'

'মিথ্যে কথা, শয়তান! খ্রিস্টানজগতে এ হতেই পারে না! তুই মিথ্যে বলছিস, কুত্তা!'

'আমার বাড়ির চৌকাঠে যেন দুকোষ গজায় যদি আমি মিথ্যে বলে থাকি! লোকে যেন থুতু দেয় আমার বাবার, আমার মা'র, আমার শ্বশুরের, আমার বাবার বাবার, আমার মা'র বাবার কবরে, যদি আমি মিথ্যে বলে থাকি। প্রভু যদি চান তো আমি একথাও বলতে পারি কেন গেছেন তিনি ওদের দলে।'

'কেন?'

'শাসনকর্তার আছে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে। ঈশ্বরের দিব্যি, কী আশ্চর্য সুন্দরী!'

এই বলে ইহুদি তার সাধ্যমতো চেষ্টা করল তার ভাবভঙ্গি দিয়ে এই সৌন্দর্য প্রকাশ করতে; হাত ছড়িয়ে দিল, চোখ মিটমিট করল, মুখ বাঁকাল, ভাব করল যেন এক পরম সুস্বাদু কিছুর আস্বাদ সে দিচ্ছে।

'কিন্তু তাতে হল কী?'

'তার জন্যেই তিনি সবকিছু করেছেন, চলে গেছেন। মানুষ প্রেমে পড়লে হয়ে যায় যেন জুতোর তলা—জলে ভিজিয়ে যেদিকে দোমড়াও, সেইদিকেই দোমড়াবে।'

বুলবা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁর মনে পড়ল দুর্বল নারীর শক্তি বড় ভয়ানক। অনেক শক্তিমান পুরুষকে তা ধ্বংস করেছে, আর আন্দ্রির স্বভাবে আছে এইদিকে প্রবণতা; বহুক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন একই জায়গায়, যেন মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়ে।

'শুনুন কর্তা, কর্তাকে আমি সবই বলছি,' ইহুদি বলতে লাগল। 'আমি যেই হট্টগোল শুনলাম আর দেখলাম শহরের ফটকে সৈন্যরা ঢুকছে, অমনি কাজে লাগতে পারে ভেবে তাড়াতাড়ি সঙ্গে নিলাম একছড়া মুক্তা, কারণ সুন্দরী ও অভিজাত মহিলারা আছেন শহরে, আর যেখানেই সুন্দরী ও অভিজাত মহিলারা আছেন, আমি মনে-মনে ভাবলাম, সেখানেই মুক্তা কেনা হবে, পেটে খাবার কিছু না জুটলেও। অধিনায়কের চাকরবাকররা আমাকে ছেড়ে দিতে-না-দিতেই আমি দৌড় দিলাম শাসনকর্তার প্রাঙ্গণে মুক্তা বিক্রির উদ্দেশ্যে। সব খোঁজ করলাম এক তাতারনি দাসীর কাছে। 'শিগগিরই বিয়ে হবে, নিপার-কসাকদের তাড়িয়ে দেবার পরই। আন্দ্রি কর্তা

www.pathagar.com

প্রতিজ্ঞা করেছেন নিপার-কসাকদের তাড়িয়ে দেবেন।'

'আর তুই সেখানেই মেরে ফেলতে পারলি না তাকে, সেই কুত্তার বাচ্চাকে?' চেঁচিয়ে উঠলেন বুলবা।

'কেন মারব? তিনি চলে গেছেন স্বেচ্ছায়। কী অন্যায়টা করেছেন? তাঁর পক্ষে সেখানটা ভালো তাই তিনি গেছেন।'

'তুই তাকে দেখেছিস মুখোমুখি?'

'ঈশ্বরের দিব্যি, দেখেছি! কী জাঁক তার! সকলের চেয়ে জমকালো। ঈশ্বর তাঁর ভালো করুন। তিনি দেখেই আমায় চিনতে পারলেন; আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি বললেন...'

'কী বললে সে?'

'তিনি বললেন,—না, প্রথমে আঙুল নেড়ে ডাকলেন, পরে বললেন, 'ইয়ান্‌কেল!' আমি বললাম, 'আন্দ্রি কর্তা!' 'ইয়ান্‌কেল, গিয়ে বোলো বাবাকে, বোলো ভাইকে, বোলো সব কসাকদের, সব নিপার-কসাকদের, সকলকে বোলো যে বাবা—আর আমার বাবা নয়; ভাই—ভাই নয়; সাথি—সাথি নয়; বোলো আমি লড়ব তাদের সকলের সঙ্গে; সকলের সঙ্গে লড়ব!'

'মিথ্যে কথা, শয়তান জুডাস!' রাগে আত্মবিস্মৃত হয়ে গর্জে উঠলেন তারাস। 'মিথ্যে বলছিস, তুই কুত্তা; তুই খ্রিস্টকেও ক্রুশবিদ্ধ করেছিলি, ঈশ্বরের অভিশপ্ত শয়তান কোথাকার! তোকে আমি খুন করব, শয়তান! চলে যা এখান থেকে, নয়তো—এখানে থাকলে তোর মৃত্যু!' এই বলে তারাস তাঁর তলোয়ার টেনে বার করলেন।

সন্ত্রস্ত ইহুদি তখনই দৌড় দিল, যত জোরে তার শুকনো সরু ঠ্যাং তাকে টানতে পারে তত জোরে। বহুক্ষণ সে দৌড়াল, পিছনে না-ফিরে, কসাক-শিবিরের ভিতর দিয়ে, উন্মুক্ত প্রান্তরের বহুদূর পর্যন্ত, যদিও তারাস একদম তাকে তাড়া করেননি, হাতের কাছে যাকে পাওয়া গেল তারই উপর ক্রোধপ্রকাশের নির্বুদ্ধিতা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

তাঁর মনে পড়ল যে আগের রাতে তিনি আন্দ্রিকে শিবিরের ভিতর দিয়ে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেতে দেখেছেন; তাঁর শাদা মস্তক নুয়ে পড়ল, তবুও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এমন লজ্জাকর ঘটনা ঘটতে পারে, তাঁর নিজের সন্তান তার ধর্ম ও আত্মা বিক্রয় করে বসবে।

অবশেষে তিনি তাঁর রেজিমেন্টকে ওত পাতার কাজে পরিচালনা করলেন, তাদের সঙ্গে গা-ঢাকা দিলেন সেই একটিমাত্র বনের অন্তরালে যেটিকে কসাকরা তখনও পোড়ায়নি। এদিকে নিপার-কসাকরা, পদাতিক ও অশ্বারোহী, তিনটি পথে অগ্রসর হল তিনটি ফটকের দিকে। একের পরে এক চলল কুরেনরা : উমান্, পোপোভিচ্, কানেভ্, স্তেবলিকিভ্, নেজামাই, গুরগুজ, তিতারেভ্‌কা, তিমোশেভ্‌কা। ছিল না একমাত্র পেরেয়াস্লাভ্ কুরেন। এই কুরেনের কসাকরা ভোদ্‌কা পান করেছিল অতিমাত্রায় এবং তাতেই ডুবিয়ে দিয়েছে তাদের ভাগ্য। কেউ-কেউ জাগল শত্রুর

www.pathagar.com

হাতে বন্দি হয়ে, কেউ-কেউ মোটে জাগল না, ঘুমন্ত অবস্থাতেই ভিজে মাটির তলে চলে গেল; সেনাপতি স্লিব্ স্বয়ং দেখলেন সালোয়ার ও আঙরাখাবিহীন অবস্থায় পোলীয় শিবিরে তিনি নিজে বন্দি।

কসাকদের গতিবিধির খবর শহরেও শোনা গেল। সকলে ভিড় করে এসে জুটল দুর্গপ্রাকারে; কসাকরা দেখল এক জীবন্ত চিত্র : প্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে পোলীয় বীরেরা। সৌন্দর্যে এক যেন আর-এককে ছড়িয়ে গেছে। রাজহাঁসের মতো শাদা পালকে সাজানো পিতলের শিরস্ত্রাণ ঝলসাতে লাগল সূর্যের মতো। অনেকের মাথায় গোলাপি অথবা নীল রঙের ছোট হালকা টুপি, টুপির চূড়া একপাশে হেলানো; পরনে কামিজ, পিঠের দিকে ঝোলানো ফিতের কাজ, কয়েকজনের তলোয়ার ও বন্দুকের হাতলে মূল্যবান শিল্পের সাজ, অনেক দাম দিয়ে কেনা। অন্যান্য নানা ধরনের বিলাসসজ্জার এখানে প্রাচুর্য। সকলের সামনে দর্পিতভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন বুদ্‌জাকির কর্নেল, মাথায় তাঁর লাল টুপি, তাতে সোনালি সাজ। কর্নেল আকারে বৃহৎ, সকলের চেয়ে স্থূলকায় ও দীর্ঘাকৃতি, তাঁর দামি প্রশস্ত কামিজেও তাঁকে প্রায় কুলাচ্ছিল না। অন্যদিকে, পাশের ফটকের প্রায় কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্য একজন কর্নেল—ছোটখাটো শীর্ণকায় একটি মানুষ, বিস্তৃত ঘন ভ্রূর তল থেকে ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। ক্ষিপ্রগতিতে তিনি চারদিকে ঘুরে ঘুরে সৈন্যদের আদেশ দিচ্ছিলেন তাঁর শুষ্ক শীর্ণ হাতের নির্দেশে; স্পষ্ট বোঝা যায় যে দেহের ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও সমরবিজ্ঞানে তিনি খুবই অভিজ্ঞ। তাঁর অনতিদূরে দাঁড়িয়ে ছিল এক অধিনায়ক, খুব ঢ্যাঙা, ঘন গোঁফ, তার মুখে রঙের ঘটা দেখলেই বোঝা যায় সে ভালোবাসে কড়া মাধ্বী আর উৎকৃষ্ট ভোজ। তার পিছনে অনেক অভিজাত, তারা সকলেই সুসজ্জিত, কেউ নিজের অর্থে, কেউ রাজভাণ্ডার থেকে, কেউ-কেউ ইহুদিদের অর্থে তাদের পৈতৃক বাসভবনে যা-কিছু ছিল তা বন্ধক রেখে। দাম্ভিক সেনেটারদের আশ্রিত অন্নভোজীর সংখ্যাও কম ছিল না, ভোজসভায় এদের ডাকা হত অধিকতর জাঁকজমক দেখানোর জন্য; সেখানে টেবিল বা তাক থেকে এরা চুরি করত রুপার পানপাত্র, দিনের আড়ম্বর শেষ হলে অভিজাতবর্গের গাড়ি চালাত চালকের আসনে বসে। অনেক রকমের লোকই ছিল এখানে। অনেকে ছিল যাদের হাতে একমাত্র মদের দামও ছিল না, কিন্তু যুদ্ধের জন্য সকলেই সুসজ্জিত।

কসাকবাহিনী নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল শহরের প্রাকারের সামনে। তাদের সাজসজ্জায় সোনার চিহ্ন নেই, নিতান্ত কোনো তলোয়ার বা বন্দুকের হাতলে ছাড়া। যুদ্ধের সময় সাজের ধনাধিক্য কসাকরা পছন্দ করত না; তাদের লৌহবর্ম ও দেহাবরণ ছিল শাদাসিধে; তাদের কালো টুপি মেষচর্মের, তার লাল চূড়া বহুদূর পর্যন্ত লাল-কালো রঙে বিস্তৃত হয়ে গেছে।

কসাক সৈন্যদল থেকে অগ্রসর হয়ে গেল দুজন অশ্বারোহী—অখ্‌রিম নাশ্ ও মিকিতা গোলোকোপিতেন্‌কো; একজন খুবই তরুণ, অপরটি বয়স্কতর; দুজনেরই কথায় খুব ধার, কাজেও তারা কম জোরালো কসাক নয়। তাদের ঠিক পিছনে চলল

www.pathagar.com

মোটাসোটা কসাক দেমিদ পোপোভিচ্, অনেকদিন ধরে সে সেচের অধিবাসী, আদ্রিয়ানোপলের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং জীবনে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে : প্রায় তাকে পুড়িয়েই মেরে ফেলা হচ্ছিল, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল সেচে, পোড়া কালো মাথা ও ঝলসানো গোঁফ নিয়ে। কিন্তু পোপোভিচের দেহ আবার মাংসল হয়েছে, মাথার চুল আবার ঝুলে পড়েছে কানের পাশে, আবার গোঁফ হয়েছে পিচের মতো কালো। পোপোভিচের প্রতিটি কথাও কামড়ে ভরা।

'বাহ্, গোটা ফৌজই তো বেশ লাল পোশাকের, কিন্তু জানতে চাই, ভেতরে তাদের লাল রক্ত আছে তো?'

'দেখাচ্ছি দাঁড়া!' উপর থেকে হাঁকলেন মোটা কর্নেল। 'দড়ি দিয়ে বাঁধব তোমাদের সকলকে! ওরে গোলামের দল, দিয়ে দে তোদের বন্দুক আর ঘোড়া। দেখিসনি, কেমন করে বেঁধেছি তোদের সাথিদের? নিয়ে আয় তো নিপার-কসাকগুলোকে এখানে, ওরা দেখুক।'

দড়ি দিয়ে বাঁধা নিপার-কসাকদের আনা হল। তাদের অগ্রভাগে কুরেন সেনাপতি স্লিব্, পরনে সালোয়ার, আঙরাখা কিছুই নেই—ঠিক এই অবস্থায় তাঁকে বন্দি করা হয়েছিল মস্ত ঘুমের ঘোরে। তাঁর নিজের কসাকদের সামনে নগ্নদেহ দেখাতে হল এবং নিদ্রার মধ্যে কুকুরের মতো বন্দি হতে হয়েছে বলে সেনাপতির মাথা মাটিতে নুয়ে পড়ল। একরাতে তাঁর চুল শাদা হয়ে গেছে।

'দুঃখ কোরো না, স্লিব্! আমরা তোমাকে ফিরিয়ে আনব!' নিচে থেকে চিৎকার করল কসাকরা।

'দুঃখ কোরো না, বন্ধু!' ডেকে বললেন কুরেন-সেনাপতি বোরোদাতি, 'তোমাকে ন্যাংটা অবস্থায় ধরেছে এটা তোমার দোষ নয়। দুর্ভাগ্য তো যে-কোনো লোকেরই হতে পারে; কিন্তু লজ্জা পাওয়া উচিত তাদের, যারা তোমাকে লজ্জা দেবার জন্য সকলের সামনে হাজির করেছে এই অবস্থায়—ন্যাংটা শরীর ঢেকে দেবার মতো ভদ্রতার বালাই যাদের নেই।'

'ঘুমন্ত লোকের সঙ্গে লড়াইয়ে তোমাদের বাহাদুরি তো চমৎকার!' প্রাকারের দিকে তাকিয়ে বলল গোলোকোপিতেন্‌কো।

'দাঁড়া না একটু, সব ঝুঁটি কেটে নেব তোদের!' উপর থেকে চিৎকার এল।

'দেখতে চাই কেমন করে ঝুঁটি কাটো!' পোপোভিচ্ বলল ঘোড়া ঘুরিয়ে। তারপর কসাকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হতেও পারে; হয়তো পোল ঠিক কথাই বলছে। ঐ ভুঁড়ো-পেট যদি তোদের চালায়, তা হলে ওদের সকলেরই চমৎকার আত্মরক্ষার সুযোগ হবে।'

কসাকরা বুঝল ইতিমধ্যে পোপোভিচ্ নিশ্চয়ই কিছু ঠাট্টা শানিয়ে রেখেছে, তাই প্রশ্ন করল, 'কিসে তুমি ভাবলে যে তারা সকলেই বেশ রক্ষা পাবে?'

'কেননা, ওর পেছনে লুকোতে পারে গোটা সৈন্যদলটা। সব অস্ত্রই ওর ভুঁড়িতে আটকে যাবে, আর কারও গায়ে লাগবে না!'

কসাকরা সবাই হেসে উঠল। অনেকে অনেকক্ষণ ধরে মাথা দোলাল, বলল,

www.pathagar.com

'খাসা, পোপোভিচ্, খাসা! ওর যা কথা তাতে...'। 'তাতে' যে কী, তা কসাকরা আর বলার সময় পেল না।

'চলে এসো, চলে এসো দেয়াল থেকে!' ক্যাম্পসর্দার চেঁচিয়ে উঠলেন। কারণ, মনে হল পোলরা কথার কামড় সহ্য করতে পারছে না, কর্নেল তাঁর হাতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কসাকরা পিছাতে-না-পিছাতে প্রাকার থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হল। প্রাকারে চাঞ্চল্য দেখা গেল, পক্কেশ শাসনকর্তা স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ফটক খুলে গেল, বেরিয়ে এল সৈন্যদল। পুরোভাগে চলল সুন্দর পোশাকে হুসারেরা, একই রকমের ঘোড়ায় সার বেঁধে। তাদের পিছনে লৌহবর্মাবৃত সৈন্যদল; তার পরে বর্শাধারী বর্মাবৃত অশ্বারোহীদল; তার পরে পিতলের শিরস্ত্রাণ পরা একটি দল; সকলের পিছনে পৃথক পৃথকভাবে বিশিষ্ট অভিজাতেরা চললেন অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যেকে নিজের রুচিমতো সাজে সেজে। অহংকারী এই অভিজাতেরা সৈন্যদলের সঙ্গে একত্রে যাচ্ছিলেন না। যাদের অধীনে সৈন্যদল ছিল না তারা আলাদা চলল নিজের পরিচারকবর্গ নিয়ে। তাদের পরে আবার সৈন্যের দল; তাদের পিছনে অধিনায়ক; তার পিছনে আবার সৈন্যদল, ও অশ্বপৃষ্ঠে স্থূলকায় কর্নেল; সকলের পিছনে ক্ষুদ্রকায় কর্নেলটি।

'সার বাঁধতে দিও না ওদের, দিও না!' চেঁচিয়ে বললেন ক্যাম্পসর্দার। 'সব কুরেন একসঙ্গে আক্রমণ করো ওদের! অন্য ফটক সব ছেড়ে এসো। তিতারেভ্কা কুরেন, চড়াও হও একপাশটায়! দ্যাদ্কিভ্ কুরেন, চড়াও হও অন্যপাশে! কুকুবেন্কো ও পালিভোদা, হামলা করো ওদের পিছনদিকে। ভেঙে দাও, ভেঙে দাও ওদের সার, তছনছ করে দাও!'

চতুর্দিকে আক্রমণ করল কসাকরা। সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন করে বিশৃঙ্খল করে দিল, নিজেরাও তাদের মধ্যে প্রবেশ করল। শত্রুকে তারা গুলিবর্ষণের অবকাশ দিল না। যুদ্ধ চলল অসি ও বর্শায়। সকলেই হয়ে উঠল যূথবদ্ধ, প্রত্যেকেই সুযোগ পেল নিজেকে জাহির করার। দেমিদ্ পোপোভিচ্ তিনজন সাধারণ সৈনিককে বর্শাবিদ্ধ করল, দুজন বিশিষ্ট অভিজাতকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিল; বলল, 'কী চমৎকার ঘোড়া! আমি অনেককাল থেকে খুঁজছি এমন ঘোড়া!'—এই বলে সে ঘোড়াদুটিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল দূরে মাঠের মধ্যে, সেখানে যে কসাকরা দাঁড়িয়ে ছিল চিৎকার করে তাদের বলল, 'এদের চৌকি দাও'। আবার সে ফিরে এল তার দলে, ঝাঁপিয়ে পড়ল ভূতলে পতিত অভিজাতদের উপর, একজনকে হত্যা করল, অন্যজনের গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঘোড়ার জিনে বেঁধে, টেনে নিয়ে গেল সারা মাঠ, কেড়ে নিল তার দামি হাতলের তলোয়ার ও কোমরবন্ধে ঝোলানো মোহরভরা থলি। তরুণ ও জবরদস্ত কসাক কোবিতাও যুদ্ধে লেগে গেল পোলীয় যোদ্ধাদের মধ্যে সাহসিকতম একজনের সঙ্গে, বহুক্ষণ ধরে চলল তাদের সংগ্রাম। ক্রমে তা হাতাহাতিতে এসে পৌঁছল। শেষ পর্যন্ত কসাক তার শত্রুকে হারিয়ে দিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিল ধারাল তুর্কি ছুরি; কিন্তু নিজেকে সে রক্ষা করতে পারল না। ঠিক তখনই তার রগে এসে

www.pathagar.com

বিঁধল উত্তপ্ত গুলি। তাকে বধ করল এক উঁচুশ্রেণীর পোলীয় অভিজাত, পোলীয় বীরদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন রাজবংশের এক সন্তান। পপলার গাছের মতো সুগঠিত এই লোকটি তার ধূসর রঙের ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিল। রাজবংশের উপযুক্ত অনেক বীরত্বের নিদর্শন সে ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে : দুজন নিপার-কসাককে কেটে দুখণ্ড করেছে; জবরদস্ত কসাক ফিওদর কোর্জকে তার ঘোড়াসমেত ভূপাতিত করে ঘোড়াকে গুলিবিদ্ধ করেছে এবং ঘোড়ার তলে বর্শাবিদ্ধ করেছে কসাককে; অনেক কসাকের মাথা ও হাত সে কেটেছে; এখন কোবিতা কসাককে হত্যা করল রগে গুলি চালিয়ে দিয়ে।

'এই লোকটার সঙ্গেই আমি লড়তে চাই!' গর্জে উঠলেন নেজামাই-কুরেনের সেনাপতি কুকুবেন্‌কো। ঘোড়াকে খোঁচা দিয়ে তিনি পিছন থেকে ক্ষিপ্তবেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এমন প্রবল ও অমানুষিক গর্জন করে উঠলেন যে চারপাশের সৈন্যরা চমকে উঠল। পোলীয় যোদ্ধা তার ঘোড়া ঘুরিয়ে আক্রমণকারীর মুখোমুখি হতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার ঘোড়া বশ মানল না; বীভৎস চিৎকারে চমকে গিয়ে একপাশে লাফিয়ে গেল, কুকুবেন্‌কোর বন্দুকের গুলি গিয়ে আঘাত করল যোদ্ধাকে। গুলি গিয়ে লাগল স্কন্ধাস্থিতে, ঘোড়া থেকে পড়ে গেল সে। কিন্তু তবু হার মানল না, শত্রুকে আঘাত করতে তখনও সে চেষ্টা করছিল, কিন্তু তরবারির ভারে দুর্বল হাত তার নুয়ে পড়ল। আর কুকুবেন্‌কো তাঁর ভারী তরবারি দুই হাতে তুলে একেবারে তার বিবর্ণ মুখের ভিতর চালিয়ে দিলেন। কুকুবেন্‌কোর সে-তরবারি দুইটি চিনির ডেলার মতো শাদা দাঁত উপড়ে দিয়ে, জিভ দুভাগ করে, কণ্ঠনালি ছিন্ন করে, মাটির মধ্যে ঢুকে গেল অনেকখানি। এইভাবে শীতল ভূমিতলে সে চিরকালের মতো বিদ্ধ হল। নদীতীরে লালিত বন্য গোলাপের মতো লাল তার রাজবংশীয় রক্ত ঝরনার মতো ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে রাঙিয়ে দিল তার সোনালি কারুকাজ-করা হলুদ রঙের কামিজ। কুকুবেন্‌কো ইতিমধ্যে তাকে ছেড়ে নিজের অনুচরদের নিয়ে পথ কেটে গিয়ে পড়েছেন অন্য এক দঙ্গলে।

'আরে, আরে, এমন দামি সাজগোজ পড়ে রইল যে!' বলে উমান্ কুরেনের সেনাপতি বোরোদাতি নিজের দল ছেড়ে চলে এলেন যেখানে পড়ে ছিল কুকুবেন্‌কোর হাতে নিহত পোলীয় বীর। 'আমি নিজের হাতে সাতজন অভিজাতকে মেরেছি, কিন্তু এমন সাজগোজ তাদের কারও গায়ে ছিল না।'

লোভ বোরোদাতিকে পেয়ে বসল; নত হয়ে তিনি এই মূল্যবান সমরসজ্জা খুলতে লাগলেন, টেনে বার করলেন তুর্কি ছুরি, নানারঙের উজ্জ্বল মণিমাণিক্যে তা সুসজ্জিত, কোমরবন্ধ থেকে খুলে নিলেন টাকার থলি, বুকের কাছ থেকে বার করলেন থলি, তাতে ছিল সূক্ষ্ম শাদা বস্ত্রখণ্ড, দামি রুপার জিনিস আর সযত্নে রক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন— কুমারীর অলকগুচ্ছ। কিন্তু পিছন থেকে তাঁর দিকে যে ছুটে আসছে সেই লাল-নাক অধিনায়কটি তা তাঁর খেয়াল হল না; এই লোকটিকেই তিনি এর আগে ঘোড়া থেকে এমন আঘাত করে ফেলে দিয়েছিলেন যা সহজে ভোলার নয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে তরবারি দুলিয়ে অধিনায়ক তাঁর ঝুঁকে-পড়া কাঁধের উপর আঘাত করল। কসাকের

www.pathagar.com

লোভ তাঁর সর্বনাশ করল; তাঁর পরাক্রান্ত মাথা ছিটকে পড়ল, মাটিতে পড়ে গেল মুণ্ডহীন দেহ, বহুদূর পর্যন্ত রক্তে ভরে গেল চারদিক। সবল শরীর এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে হল বলে বিস্মিত সেইসঙ্গে ক্রুদ্ধ আর বিষণ্ন এক কঠোর কসাক-আত্মা উড়ে গেল ঊর্ধ্বপথে। কসাক-সেনাপতির মাথা ঘোড়ার জিনে বাঁধার উদ্দেশ্যে অধিনায়ক তাঁর ঝুঁটি ধরার আগেই সেখানে এসে উপস্থিত হল এক কঠোর দণ্ডদাতা।

যেমন আকাশে বাজপাখি তার সবল ডানা ঝাপটে বিশাল চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় বাতাসে স্থির হয়ে থাকে, তারপর তীরবেগে আক্রমণ করে পথের ধারে শব্দায়মান কোনো-এক ভারুই পাখিকে, তেমন করে বুলবার পুত্র অস্তাপ অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল অধিনায়কের উপর, ছুড়ে দিল তার গলায় দড়ির ফাঁস। নির্দয় ফাঁস যতই কণ্ঠে কঠিন হয়ে বসতে লাগল ততই অধিনায়কের রক্তিম মুখ আরও রক্তিম হয়ে উঠল; পিস্তল টেনে বার করল সে, কিন্তু বিক্ষিপ্ত স্নায়ুর জন্য হাতের লক্ষ্য ঠিক হল না, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তার জিন থেকে অস্তাপ তখনই খুলে নিল রেশমি দড়ি, যেটা অধিনায়কের সঙ্গে থাকত বন্দিদের বাঁধার জন্য, তারই দড়ি দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে অস্তাপ দড়ির মুখ ঘোড়ার জিনে লাগিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল রণক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে, এবং উমান্-কুরেনের সব কসাককে চিৎকার করে ডাকতে লাগল তাদের সেনাপতিকে শেষ সম্মান দেখানোর জন্য।

উমান্-কসাকরা যখনই শুনল যে তাদের সেনাপতি বোরোদাতি আর জীবিত নেই, অমনি তারা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে ছুটে গেল তাঁর দেহ উদ্ধারের চেষ্টায়, এবং সেই মুহূর্তেই আলোচনা করতে লাগল কাকে তাদের সেনাপতি নির্বাচন করতে হবে। পরিশেষে তারা বলল :

'কী দরকার আলোচনায়? বুলবার ছেলে অস্তাপের চেয়ে ভালো সেনাপতি কেউ হতে পারে না। একথা ঠিক, সে আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু বিচারবুদ্ধি তার প্রবীণ লোকের মতো।'

অস্তাপ তার মাথায় টুপি খুলে কসাক-বন্ধুদের সকলকে ধন্যবাদ জানাল এই সম্মানের জন্য, তার তরুণ বয়স বা তরুণ-বুদ্ধির কারণে আপত্তি জানাল না—সে ভালো করে জানত যুদ্ধের সময়ে এসবের স্থান নেই; সে তৎক্ষণাৎ তাদের চালিয়ে নিয়ে গেল আক্রমণের মধ্যে, সকলকে দেখিয়ে দিল যে তারা অকারণে তাকে সেনাপতি নির্বাচন করেনি। পোলরা দেখল যে যুদ্ধের পরিস্থিতি তাদের পক্ষে অতীব আশঙ্কাজনক হয়ে উঠছে, অন্যপ্রান্তে গিয়ে আবার সজ্জিত হওয়ার জন্য তারা রণক্ষেত্র দিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। ক্ষুদ্রাকায় কর্নেল হাতের ইঙ্গিতে আদেশ দিল চারটি তাজা স্কোয়াড্রনকে, এদের মোতায়েন রাখা হয়েছিল একেবারে ফটকের কাছে, অন্য সকলের কাছ থেকে পৃথক করে, সেখান থেকে গুলিবর্ষণ হতে লাগল কসাক-সৈন্যদের উপর। কিন্তু তাতে বেশি কিছু সুবিধা হল না, গুলি লাগল গিয়ে কসাকদের ষাঁড়গুলির উপর, তারা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিল। সন্ত্রস্ত ষাঁড়গুলি সগর্জনে কসাক-শিবিরের দিকে ছুটতে লাগল, ভেঙে দিল মালগাড়ি, অনেককে পায়ের তলায় পিষে ফেলল। কিন্তু এই সময়ে তারাস গুপ্তস্থান থেকে তাঁর সৈন্যদল

www.pathagar.com

নিয়ে চিৎকার করে ছুটে এসে তাদের পথ আটকালেন। উন্মত্ত ষাঁড়েরা চিৎকারে ভয় পেয়ে পিছনে ঘুরে তাড়া করল পোলীয় সৈন্যদের দিকে, অশ্বারোহীদের ভূপাতিত করে ও সকলকে ধাক্কা দিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে দিল।

'ধন্যবাদ, হে ষাঁড়ের দল!' চিৎকার করে উঠল নিপার-কসাকরা। 'পথে অভিযান করার সময় তোমরা সহায়তা করেছিলে, আবার এখন যুদ্ধের সময়ও সহায়তা করলে!' নতুন শক্তিতে তারা আবার আক্রমণ করল শত্রুকে।

শত্রুদের অনেক নিহত হল। অনেক কসাক নিজের কৃতিত্ব দেখাল : মেতেলিৎস্যা, শিলো, পিসারেন্‌কো দুই ভাই, ভোভ্‌তুজেন্‌কো এবং আরও অনেককে। পোলরা দেখল যে যুদ্ধের গতি তাদের বিরুদ্ধে, তারা পতাকা উঠিয়ে চিৎকার করতে লাগল ফটক খুলে দেওয়ার জন্য। লোহার দরজা সশব্দে খুলে গেল, ক্লান্ত ও ধূলিধূসরিত অশ্বারোহীদল ভিড় করে খোঁয়াড়ে-ফেরা ভেড়ার পালের মতো প্রবেশ করতে লাগল। নিপার-কসাকদের মধ্যে অনেকে তাদের পিছনে তাড়া করতে যাচ্ছিল, কিন্তু অস্তাপ তার উমান্‌-কুরেনকে থামিয়ে দিল চিৎকার করে, 'যেও না, দেয়ালের কাছে যেও না, ভাইসব! ওদের কাছাকাছি যাওয়া ভালো নয়।' ঠিকই বলেছিল সে, কারণ শত্রুরা দেয়াল থেকে গুলিবর্ষণ করতে লাগল, হাতের কাছে যা-কিছু পাওয়া যায় তাই ছুড়তে লাগল, আক্রমণকারীদের অনেকে আহত হল। তখন ক্যাম্পসর্দার সেখানে এসে অস্তাপের এই বলে প্রশংসা করলেন, 'নতুন এই সেনাপতি, কিন্তু তার কুরেনকে চালাচ্ছে প্রবীণের মতো।' বৃদ্ধ বুলবা ঘুরে দাঁড়ালেন কে এই নতুন সেনাপতি তা দেখার জন্য, এবং দেখলেন যে উমান্‌-কুরেনের পুরোভাগে অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন অস্তাপ, তার টুপি একপাশে হেলানো, সেনাপতির গদা তার হাতে। তার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এই তো চাই!'—আনন্দ করে বৃদ্ধ উমান্‌-কসাকদের ধন্যবাদ দিলেন তাঁর পুত্রকে সম্মানিত করার জন্য।

কসাকরা তাদের শিবিরে ফেরার জন্য পিছিয়ে আসছিল, তখন আবার শহরের প্রাকারে দেখা গেল পোলদের। তাদের সাজপোশাক এখন ছিন্নভিন্ন; দামি দামি কামিজে রক্তের দাগ, সুন্দর পিতলের টুপি ধুলায় মলিন।

'কী, আমাদের বাঁধার কী হল হে?' নিচ থেকে চ্যাঁচাল নিপার-কসাকরা।

'দেখাচ্ছি তোদের!' হাতে একটা দড়ি ঘুরিয়ে, উপর থেকে মোটা কর্নেল চ্যাঁচাতে লাগলেন।

ক্লান্ত, ধূলিধূসরিত যোদ্ধারা এইভাবে পরস্পরকে ভয় দেখাতে লাগল, দুই পক্ষের মধ্যে যাদের মাথা বেশি গরম তারা চালাতে লাগল কথার যুদ্ধ।

অবশেষে ফিরে গেল সকলে। কেউ-কেউ যুদ্ধে শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল বিশ্রাম করতে; অন্যেরা তাদের ক্ষতস্থানে মাটি ছড়িয়ে দিল, নিহত শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া দামি রুমাল ও পোশাক ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল। আর যারা সবচেয়ে কম ক্লান্ত তারা মৃতদেহ সংগ্রহ করে তাদের শেষ সম্মান দেখাল। তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে খোঁড়া হল কবর; টুপি ও পোশাকের প্রান্ত দিয়ে আনা হল মাটি; কসাকদের শব সসম্মানে রাখা হল। কাকেরা ও নির্মম ঈগলেরা যাতে চোখে না ঠোকরাতে পারে সেজন্য ঢাকা

www.pathagar.com

হল তাজা মাটি দিয়ে। কিন্তু পোলদের শব দশ-বারোটি একসঙ্গে করে নির্দয়ভাবে বাঁধা হল বন্য ঘোড়ার লেজে, তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হল উন্মুক্ত প্রান্তরে, বহুক্ষণ ধরে তাদের তাড়া করে চাবুক লাগানো হল তাদের পিঠে। ঘোড়াগুলি পাগল হয়ে দৌড়াতে লাগল টিলায় আর গুহায়, নালায় ও ঝরনায়, টেনে বেড়াতে লাগল পোলীয় যোদ্ধাদের রক্তাক্ত, ধূলিময় মৃতদেহ।

তারপর কুরেনগুলি নানা দলে নৈশাহারে বসল, অনেক রাত পর্যন্ত চলল যুদ্ধের আলোচনা, কে কী বীরত্ব দেখানোর সুযোগ পেয়েছিল, কী কী বিষয়ে ভবিষ্যতে অনন্তকাল গীত হবে। বহুক্ষণ জেগে রইল তারা। আরও বহুক্ষণ ধরে জেগে বসে রইলেন বৃদ্ধ তারাস, ভাবছিলেন শত্রুর যোদ্ধাদের মধ্যে আন্দ্রিকে দেখা গেল না কেন। বিশ্বাসঘাতক জুডাস কি তার আপনজনের সামনে আসতে লজ্জা পেল, না ইহুদি মিথ্যাকথা বলেছে, আন্দ্রি বন্দি হয়েছে? কিন্তু তখনই তার মনে পড়ল যে আন্দ্রির অন্তর সহজেই নারীর কথায় ঝুঁকে পড়ে; যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে তিনি প্রতিহিংসার শপথ নিলেন সেই পোলীয় তরুণীর বিরুদ্ধে, যে তাঁর পুত্রকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। তিনি তাঁর শপথ রক্ষা করতে পারতেন; তার রূপের দিকে দৃক্‌পাত না করে, তার ঘন চুলের বেণি ধরে তাকে সমস্ত রণক্ষেত্রে টেনে বেড়াতেন সব কসাকের চোখের সামনে। গিরিশিখরে অবস্থিত যে-তুষার কোনোদিন বিগলিত হয় না সেই তুষারের মতো শুভ্র ও উজ্জ্বল তার স্তন আর কাঁধ রক্তাক্ত ও ধূলিম্লান হয়ে আছাড় খেত মাটিতে; তার অপূর্ব সুন্দর লাবণ্যময় দেহকে তিনি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করতেন। কিন্তু বুলবা জানতেন না, ঈশ্বর মানুষের জন্য পরের দিন কী ঠিক করে রেখেছেন। নিদ্রাতুর হয়ে তিনি অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কসাকরা তখনও নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগল। সারারাত ধরে আগুনের ধারে ধারে দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পাহারা দিতে লাগল অপ্রমত্ত ও অতন্দ্র প্রহরীরা।

আট

সূর্য তখনও আকাশের মাঝপথে ওঠেনি, নিপার-কসাকরা সমবেত হল মন্ত্রণার জন্য। সেচ্ থেকে সংবাদ এসেছে যে কসাকদের অনুপস্থিতিতে তাতাররা সেচ লুণ্ঠন করছে, খুঁড়ে বার করেছে তাদের ভূগর্ভস্থ গুপ্তভাণ্ডার, যারা সেখানে অবশিষ্ট ছিল সকলকে হত্যা বা বন্দি করেছে, এবং যত ঘোড়া ও গোরুর পাল ছিল তাদের নিয়ে সোজা পেরেকোপের পথে চলে গেছে। মাত্র একজন কসাক, মাক্সিম গোলোদুখা, পথে পলায়ন করেছে তাতারদের হাত থেকে; সে মির্জাকে হত্যা করে, তার কোমরবন্ধ থেকে সেকুইনের থলি খুলে নিয়ে, তাতার পোশাকে, তাতার ঘোড়ায় চড়ে তার অনুসরণকারীদের পিছনে ফেলে দেড়দিন ও দুরাত ছুটিয়েছে; দৌড়ের বেগে ঘোড়া মারা পড়েছে, পথে দ্বিতীয় ঘোড়ায় উঠে বসেছে, হাঁকানোর চোটে সেটাকেও মেরেছে, তারপর তৃতীয়টিতে এসে পৌঁছেছে নিপার-কসাকদের শিবিরে; পথে সে

www.pathagar.com

শুনেছিল নিপার-কসাকরা আছে দুব্‌নোর কাছে। এই দুর্ঘটনার সংবাদ দেওয়ার পর অতিরিক্ত শক্তি তার ছিল না; সে বলতে পারল না কী করে এই দুর্ঘটনা ঘটল, অবশিষ্ট নিপার-কসাকরা কসাক-ধরনে অত্যধিক মদ্যপানের পর মত্ত অবস্থায় বন্দি হয়েছে কি না, কিংবা কেমন করে তাতাররা সন্ধান পেল সেই গুপ্তস্থানের যেখানে তাদের অস্ত্রভাণ্ডার রক্ষিত থাকত। একান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে, তার সমস্ত শরীর স্ফীত হয়ে উঠেছিল, রোদে ও বাতাসে তার মুখ জ্বলেপুড়ে গেছে; সে তখনই শুয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল।

অনুরূপ অবস্থায় নিপার-কসাকরা পথে ধরে ফেলার জন্য তৎক্ষণাৎ অপহারকদের পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে; নইলে বন্দিদের হয়তো পাঠিয়ে দেওয়া হবে দাস-বিক্রয়ের বাজারে এশিয়া মাইনরে, স্মির্নায়, ক্রিটদ্বীপে; কোন দেশে যে নিপার-কসাকদের মাথার ঝুঁটি দেখা দেবে তা ঈশ্বরই জানেন। এই কারণেই নিপার-কসাকরা এখন সমবেত হল। শেষ মানুষটি পর্যন্ত, সকলেই দাঁড়িয়ে ছিল মাথায় টুপি দিয়ে, কারণ তারা সর্দারের আদেশ গ্রহণ করতে আসেনি, এসেছে পরস্পরের সঙ্গে সমানভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে।

জনতা থেকে কেউ-কেউ বলল, 'প্রথমে মোড়লরা উপদেশ দিন!'

'ক্যাম্পসর্দার উপদেশ দিন!' চিৎকার করল অন্যেরা।

ক্যাম্পসর্দার মাথার টুপি খুললেন, তিনি বললেন প্রধান হিসাবে নয়, বন্ধু হিসাবে, কসাকদের ধন্যবাদ দিলেন এই সম্মানের জন্য এবং বললেন :

'আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা অনেক প্রবীণ এবং পরামর্শের ব্যাপারে বেশ বিজ্ঞ, কিন্তু আপনারা আমাকেই সম্মানিত করেছেন তাই আমার পরামর্শ দিচ্ছি: বন্ধুরা, নষ্ট করার সময় নেই, তাতারদের পিছু ধাওয়া করতে হবে। আপনারা সবাই জানেন, কী ভীষণ লোক এই তাতাররা। তারা আমাদের আসার অপেক্ষায় থাকবে না, তাদের লুঠের সম্পত্তি তারা চোখের পলকে উড়িয়ে দেবে, কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে এই : চলো সব। এখানে এক হাত আমরা দেখিয়েছি। পোলরা বুঝেছে, কসাকরা কী বস্তু; আমাদের সাধ্যমতো আমরা প্রতিশোধ নিয়েছি আমাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্যে; অন্যদিকে এই ক্ষুধার্ত শহর থেকে বেশি কিছু লাভ হবে না। তাই আমার উপদেশ—চলো সব।'

'চলো সব!' জাপোরোজীয় কুরেনগুলি সমস্বরে চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু এই ধরনের কথা তারাস বুলবার মনঃপূত হল না, তার চোখের উপর আরও নিচু হয়ে নেমে এল তাঁর ঘন শাদা-কালো ভুরু; ঠিক যেন পর্বতশিখরের ঘন কালো এক ঝোপের উপরে পড়েছে উত্তরদেশের সূচ্যাকার তুষারকণা।

'না, তোমার উপদেশ ঠিক নয়, ক্যাম্পসর্দার!' তিনি বললেন। 'ঠিক বলছ না তুমি। মনে হচ্ছে তুমি ভুলে গেছ যে আমাদের লোকেরা বন্দি হয়ে আছে পোলদের হাতে? দেখা যাচ্ছে, তুমি চাও যে, আমরা বন্ধুত্বের প্রথম ও পবিত্র নিয়মকে না মানি : ফেলে রেখে যাই আমাদের কসাক-ভাইদের আর তাদের গা থেকে জীবিত অবস্থায় চামড়া ছিঁড়ে নেওয়া হোক, তাদের দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করে গাড়িতে তুলে শহরে

www.pathagar.com

গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে বেড়ানো হোক, যেমন করেছে কমান্ড্যান্টের বেলায় আর ইউক্রেনের সেরা রুশ-যোদ্ধাদের বেলায়। এ ছাড়াও যা-কিছুকে আমরা মনে করি পবিত্র, তার অপমান কি এরা কম করেছে? আমরা কীরকম মানুষ? আমি জিজ্ঞাসা করি তোমাদের সকলকে। সে কেমন কসাক, যে তার সঙ্গীকে ফেলে যায় বিপদে, ফেলে যায় তাকে বিদেশে কুকুরের মতো মরতে? হালচাল যদি এমনই হয়ে থাকে যে কসাকদের কাছে কোনো মূল্য নেই তাদের আত্মসম্মানের, তাদের শাদা গোঁফে থুতু দিলে বা গালি দিলে তাদের কিছু এসে যায় না, তা হলে তোমরা কেউ আমাকে বোকো না। আমি একাই থাকব এখানে!'

দণ্ডায়মান নিপার-কসাকদের সকলের মধ্যে ইতস্তত ভাব দেখা দিল।

ক্যাম্পসর্দার বললেন, 'কিন্তু তুমি কি ভুলে যাচ্ছ না, বীর সেনাপতি, যে তাতারদের হাতেও আছে আমাদের অনেক বন্ধু, আমরা যদি এখন তাদের উদ্ধার না করি তা হলে তাদের বেচে দেওয়া হবে বিধর্মীদের কাছে আজীবন ক্রীতদাস করে, আর তা নির্দয় মরণের চেয়ে ভয়ঙ্কর? তুমি কি ভুলে গেলে যে তাদের হাতে গিয়ে পড়েছে আমাদের সব ধনসম্পত্তি, যা খ্রিস্টানের রক্ত দিয়ে পাওয়া?'

কসাকরা সকলেই চিন্তান্বিত, কেউ জানে না কী বলতে হবে। কারও ইচ্ছা নেই অখ্যাতি অর্জন করার। তখন সামনে এগিয়ে এলেন কাস্যান বোভ্দ্যুগ, জাপোরোজীয় সৈনিকদের মধ্যে তিনি বয়সে সকলের চেয়ে বৃদ্ধ। তাঁকে সম্মান করে সকল কসাক; তিনি ক্যাম্পসর্দার নির্বাচিত হয়েছিলেন দুবার, যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সেরা কসাক; কিন্তু অনেকদিন হল তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন, কোনো অভিযানে যাননি; কাউকে উপদেশ দিতেও ভালোবাসতেন না এই বৃদ্ধ যোদ্ধা, তিনি কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন কসাকদের চক্রের পাশে ও শুনতেন তাদের সমরাভিযানে নানা ঘটনা ও বীরত্বের কাহিনী। তাদের কথায় তিনি কখনও যোগ দিতেন না, কেবল শুনে যেতেন, আর আঙুল দিয়ে ছাই টিপতে থাকতেন তাঁর ছোট পাইপটিতে, এ-পাইপ কখনও তাঁর মুখ থেকে নামত না; অর্ধমুদ্রিত চোখে বহুক্ষণ থাকতেন এইভাবে; কসাকরা বুঝতেই পারত না তিনি নিদ্রিত, নাকি সবকিছু শুনছেন। অন্যান্য অভিযানে তিনি বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু এবারে তিনিও না এসে পারলেন না। কসাক-ধরনে হাত দুলিয়ে তিনি বললেন :

'যা হবার হোক! আমিও যাব; হয়তো কসাকজাতির কোনো কাজে লেগেও-বা যেতে পারি।'

সমাবেশের সামনে তিনি এগিয়ে আসায় কসাকরা সকলে নিস্তব্ধ হল, বহুকাল তারা তাঁকে কোনো কথা বলতে শোনেনি। সকলেই জানতে উদ্গ্রীব কী বলেন বোভ্দ্যুগ।

'ভাই মহাশয়রা, দেখছি এখন আমার পক্ষে কথা বলার সময় হয়েছে!' তিনি শুরু করলেন। 'শোনো, বাচ্চারা, এই বুড়োর কথা। বিজ্ঞের মতো বলেছেন ক্যাম্পসর্দার, কসাকবাহিনীর নেতা হিসাবে তাঁর কর্তব্য একে বাঁচানো এবং এর সম্পদ রক্ষা করা, তাই এর চেয়ে বিজ্ঞতর কথা আর হতে পারে না। এ ঠিক! এই হচ্ছে আমার প্রথম

www.pathagar.com

কথা! এখন শোনো সবাই আমার দ্বিতীয় কথা। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই : কর্নেল তারাস যা বলেছেন তাতেও গভীর সত্য আছে—ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবন দিন ও ইউক্রেনকে দিন তাঁর মতো অনেক কর্নেল! কসাকের প্রথম কর্তব্য ও প্রথম সম্মান হচ্ছে সৌহার্দ্য বজায় রাখা। আমার জীবনে, ভাই মহাশয়রা, আমি কখনও শুনিনি যে, কসাক তার সঙ্গীকে ত্যাগ করেছে বা তার বিশ্বাস ভেঙেছে। এখানকার ও ওখানকার সব কসাকই আমাদের বন্ধু : সংখ্যায় বেশি কি কম—তাতে কিছু এসে যায় না, সবাই বন্ধু, সবাই আমাদের প্রিয়জন। তা হলে আমার কথাটি হচ্ছে এই : যাদের কাছে তাতারদের বন্দিরা বেশি প্রিয় তারা যাক তাতারদের পিছনে; আর যাদের কাছে প্রিয় পোলদের বন্দিরা এবং যারা চায় না ন্যায়পক্ষকে পরিত্যাগ করতে তারা থাকুক। ক্যাম্পসর্দার তাঁর কর্তব্য অনুসারে নিয়ে যান অর্ধেক বাহিনী তাতারদের পিছনে, অন্য অর্ধেক নির্বাচন করুক তাদের ভারপ্রাপ্ত নেতা। আর তোমরা যদি শাদা মাথার কথা শুনতে চাও, তা হলে বলি, তারাস বুলবার চেয়ে ভারপ্রাপ্ত নেতা হবার যোগ্যতর কেউ নেই। আমাদের মধ্যে একজনও নেই যিনি সাহসিকতায় তাঁর তুল্য।'

এই বলে বোড্‌দ্যুগ থামলেন; কসাকরা সকলেই উল্লসিত হল এই প্রবীণ কসাকের এমন সুবুদ্ধিপূর্ণ উপদেশে। সকলে শূন্যে টুপি ছুড়ে চিৎকার করে উঠল :

'তোমায় ধন্যবাদ, বাবা! বহুকাল তুমি চুপচাপ ছিলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার মুখ খুলেছ! মিথ্যা বলনি তুমি, যখন এই অভিযানে যোগ দেবার সময় তুমি বলেছিলে যে হয়তো কসাকদের কাজে লাগবে, তা-ই হল।'

'তা হলে, তোমাদের সকলের সম্মতি আছে?' প্রশ্ন করলেন ক্যাম্পসর্দার।

'আছে, আছে!' চিৎকার করল কসাকরা।

'তা হলে, সভা শেষ হল?'

'হ্যাঁ, হল!' চিৎকার করল কসাকরা।

'তা হলে শোনো এখন, জোয়ানরা, লড়াইয়ের হুকুম!' সামনে এগিয়ে এসে এবং মাথায় টুপি পরে ক্যাম্পসর্দার বললেন। অন্য নিপার-কসাকরা প্রত্যেকে নিজের টুপি সরিয়ে খোলা মাথায় মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উপদেশ দেওয়ার সময় এটাই তাদের প্রথা।

'এখন আলাদা হও, ভাই মহাশয়রা! যে যেতে চায়, সে যাক ডাইনে; যে থাকতে চায়, সে বাঁয়ে! যেদিকে যাবে তাঁর কুরেনের বেশির ভাগ, সেনাপতি যাবেন সেই দিকে, কমের অংশ যদি থাকে, তারা যোগ দিক অন্য কুরেনে।'

শুরু হল পৃথক হওয়া, কেউ ডাইনে, কেউ বাঁয়ে। কোনো কুরেনের বেশির ভাগ গেল যেদিকে, সেদিকে গেলেন সেনাপতি; কমের অংশ যোগ দিল অন্য কুরেনে। দেখা গেল কোনো দিকেই কমবেশি প্রায় হল না। থাকতে চাইল : নেজামাই-কুরেনের প্রায় সকলে, পোপোভিচ্‌—কুরেনের বেশির ভাগ, উমান্‌-কুরেনের সকলে, কানেভ্‌-কুরেনের সকলে, স্তেব্‌লিকিভ্‌-কুরেনের বেশির ভাগ, তিমোশেভ্‌কা-কুরেনের বেশির ভাগ। অন্যান্য সব কুরেন তাতারদের পিছনে তাড়া করতে চাইল। দুই দিকেই ছিল অনেক সাহসী ও শক্তিমান কসাক। তাতারদের পিছনে যারা যেতে চাইল

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে ছিল চেরেভাতি, প্রবীণ জবরদস্ত কসাক, পোকোতিপোলে, লেমিশ্, খোমা প্রোকোপেভিচ্; দেমিদ্ পোপোভিচ্ও যোগ দিল তাদের সঙ্গে, তার প্রকৃতি ছিল অশান্ত—কোনোখানেই সে বেশিদিন থাকতে পারত না; সে লড়ে দেখেছে পোলদের সঙ্গে, এখন সে লড়ে দেখতে চায় তাতারদের সঙ্গে। অনেক কুরেন-সেনাপতি: নোস্ত্যুগান, পোকৃশ্কা, নেভিলিচ্কি এবং আরও অনেক বিখ্যাত ও বীর কসাক চাইল তাতারদের সঙ্গে সংঘর্ষে অসির ও পেশির শক্তি পরীক্ষা করতে। যারা থাকতে চাইল তাদের মধ্যেও শক্তিশালী ও গুণবান কসাক কম ছিল না : কুরেন-সেনাপতি দেমিত্রোভিচ্, কুকুবেন্কো, ভের্তিখ্ভস্ত, বালাবান ও বুলবার পুত্র অস্তাপ। আরও অনেক খ্যাতনামা কসাক বীরও রইলেন : ভোভ্তুজেন্কো, চেরেভিচেন্কো, স্তেপান গুস্কা, অখ্ম গুস্কা, মিকোলা গুস্তি, জাদোরোজ্নি, মেতেলিৎস্যা. ইভান জাক্রুতিগুবা, মোসি শিলো, দেগ্ত্যারেন্কো, সিদোরেন্কো, পিসারেন্কো, দ্বিতীয় পিসারেন্কো, তৃতীয় একজন পিসারেন্কো এবং আরও অনেক সেরা সেরা কসাক। তাঁরা সকলেই ভ্রমণে ও অভিযানে অভিজ্ঞ, তাঁরা ঘুরেছেন আনাতোলিয়ার তীরে তীরে, ক্রিমিয়ার লবণাক্ত জলাভূমিতে ও স্তেপে, বড় ও ছোট যেসব নদী এসে পড়ে নিপার নদীতে তার পাড়ে পাড়ে, নিপারের সব খাড়িতে ও দ্বীপে; তাঁরা দেখেছেন মোল্দাভিয়া, ভালাখিয়া ও তুরস্কদেশ; কসাকদের দুই-হাল নৌকাতে তাঁরা কৃষ্ণসাগর পাড়ি দিয়েছেন; পঞ্চাশটি নৌকা নিয়ে তাঁরা আক্রমণ করেছেন বড় বড় ধনসম্পদভরা জাহাজ, তাদের কালে তুর্কি নৌবলের অনেকগুলি ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং ঢের ঢের গুলিবারুদ ছুড়েছেন। কতবার তাঁরা পায়ে জড়ানোর জন্য দামি রেশম ও মখমল ছিঁড়ে টুকরো করেছেন। কতবার তাঁরা চকচকে সেকুইন দিয়ে ভরেছেন তাঁদের কোমরবন্ধের থলি। অগণিত কত অর্থ তাঁরা ব্যয় করছেন ভুরিভোজনে ও মদ্যপানে—এ-অর্থে অন্যেরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত সারাজীবন। তাঁরা সবই উড়িয়ে দিয়েছেন প্রকৃত কসাক-ধরনে, যাকে পেয়েছেন তাকেই খাইয়েছেন, সংগীতের বাজনা দিয়ে সারা পৃথিবীকে ফুর্তিতে মাতোয়ারা করে তুলতে চেয়েছেন তাঁরা। এমনকি এখনও নিপার দ্বীপের নলখাগড়ার তলে কিছু সম্পত্তি—বাটি, রুপার পেয়ালা, হাতের বালা লুকিয়ে রাখেননি, এমন লোক তাঁদের মধ্যে খুব কম। যদি, দুর্ভাগ্যক্রমে, কোনোদিন তাতাররা অকস্মাৎ সেচ্ আক্রমণ করে তা হলে তারা যাতে এগুলি খুঁজে না পায় সেজন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু তাতারদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া কঠিন, কারণ, যাদের সম্পত্তি তারা নিজেরাই ভুলতে শুরু করেছিল কোথায় মাটি খুঁড়ে তারা তা লুকিয়ে রেখেছে। বিশ্বস্ত বন্ধুদের ও খ্রিস্টধর্মের জন্য পোলদের উপর প্রতিশোধ নিতে এইসব কসাকরা থাকতে চাইলেন। বৃদ্ধ কসাক বোভ্দ্যুগও এদের সঙ্গে থাকতে চাইলেন, বললেন, 'আমার এখন যে-বয়স তাতে তাতারদের তাড়ানো যায় না; কিন্তু ভালো কসাকের মতো মরার ঠাঁই এখানে আমার আছে। বহুকাল ধরে ঈশ্বরের কাছে আমি এই প্রার্থনা করেছি যে যখন আমার মরণ হবে আমি যেন মরতে পারি পবিত্র খ্রিস্টধর্মের জন্য যুদ্ধে। এখন তা-ই ঘটতে চলেছে। বুড়ো কসাকের পক্ষে এর চেয়ে গৌরবের মৃত্যু আর কিছু হতে পারে না।'

www.pathagar.com

সকলে যখন পৃথক হয়ে গিয়ে কুরেন অনুসারে সারিবদ্ধ হয়ে দুইপাশে দাঁড়াল, তখন ক্যাম্পসর্দার সেই দুই সারির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বললেন :

'তা হলে, ভাই মহাশয়রা, দুই দলই তা হলে খুশি?'

'আমরা সবাই খুশি, বাবা!' উত্তর দিল কসাকরা।

'এখন, চুমু খেয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নাও, কারণ আবার জীবিত দেখা হবে কি না, ঈশ্বর জানেন। নিজের নিজের সেনাপতির কথা শুনো, কিন্তু যা তোমরা ভালো বোঝো তা-ই কোরো : তোমরাই জানো, কসাকের আত্মসম্মান কী চায়।'

যত কসাক যেখানে ছিল, কেউ বাদ গেল না। পরস্পরকে চুম্বন করল সকলেই। আরম্ভ করলেন সেনাপতিরা; শাদা শাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে, একে অন্যের গালে চুমু খেলেন তাঁরা, পরে পরস্পরের হাত ধরে অনেকক্ষণ চেপে রইলেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে চায়, 'কী ভাই, আবার দেখা হবে তো?'—কিন্তু কেউই জিজ্ঞাসা করল না, চুপ করে রইল,—দুই শাদা মাথাই রইল চিন্তামগ্ন। কসাকদের এক সারি অন্য সারির কাছ থেকে বিদায় নিল, তারা জানে, দুই দলেরই সামনে আছে প্রচুর কাজ। তবুও তখনই পৃথক হয়ে না-যাওয়াই তারা ঠিক করল; তারা অপেক্ষায় রইল রাতের অন্ধকারের, যাতে শত্রুপক্ষ কসাক-যোদ্ধাদের সংখ্যাল্পতা না দেখতে পায়। এরপর তারা আহারের জন্য গেল নিজের নিজের কুরেনে।

আহারের পর, যাদের পথ চলতে হবে তারা বিশ্রামের জন্য শয়ন করল এবং আচ্ছন্ন হল দীর্ঘ ও গভীর নিদ্রায়; মুক্তির পরিবেশে এই বুঝি তাদের শেষ নিদ্রা, এ যেন তারই পূর্বাভাস। তারা ঘুমাল একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত; সূর্য অস্তে গিয়ে কিছুটা অন্ধকার হলে তারা গাড়িগুলিতে আলকাতরা মাখাতে লাগল। সব ঠিকঠাক হলে তারা মালগাড়িগুলিকে আগে চালিয়ে দিল, নিজেরা মাথার টুপি খুলে আবার সঙ্গীদের অভিবাদন জানাল, তারপর ধীরে ধীরে চলল মালগাড়িগুলির পিছন পিছন। অশ্বারোহীরা ঘোড়া চালানোর সময় উঁচুগলায় কোনো আদেশ বা শিস না দিয়ে হালকা পায়ে অনুসরণ করল পদাতিকদের, দেখতে দেখতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ ও মাঝে মাঝে গাড়ির চাকার শব্দ ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ; যে-গাড়িগুলি তখনও ঠিকমত চলছিল না, বা রাতের অন্ধকারে যেগুলিকে ঠিকমতো তৈলাক্ত করা যায়নি, শব্দ উঠছিল তাদের চাকা থেকে।

যে-সঙ্গীরা পিছনে রইল তারা দূর থেকে হাত নাড়িয়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল বহুক্ষণ ধরে, যদিও তখন কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না। পরে যখন তারা নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেল, উজ্জ্বল নক্ষত্রালোকে যখন তারা দেখল যে তাদের গাড়িগুলির অর্ধেক আর নেই, অনেক অনেক বন্ধুও আর নেই, তখন তাদের অন্তর বিষণ্ন হল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা চিন্তাকুল হয়ে পড়ল, মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল তাদের স্ফূর্তিপ্রিয় মাথা।

তারাস দেখলেন কসাকের দল বিষণ্ন হয়ে পড়েছে, সাহসীর পক্ষে অনুপযোগী এক শোকে কসাকের মাথা ধীরে মাটির দিকে নুয়ে এসেছে, কিন্তু তিনিও কিছু বললেন না। বন্ধুদের সঙ্গে বিদায়ের দুঃখে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য এদের সময় দিতে

www.pathagar.com

তিনি চাইলেন, আর প্রস্তুত হলেন নিস্তব্ধতার মধ্যে উচ্চনাদে কসাক রণধ্বনি করে এদের জাগ্রত করতে, যাতে তাদের প্রত্যেকের অন্তরে আবার আগের চেয়ে বেশি জোরে ফিরে আসে স্ফূর্তি—সে-স্ফূর্তি সম্ভব কেবল সেই বিশাল ও প্রবল স্লাভ-চরিত্রে, অন্যের তুলনায় যা বিশীর্ণ নদীর তুলনায় সমুদ্রের মতো। যখন ঝড় আসে, তখন গর্জনে ও বজ্রধ্বনিতে তাতে ঢেউ ওঠে পাহাড়ের মতো, সে-ঢেউ ক্ষীণপ্রাণ স্রোতস্বিনীর পক্ষে তোলা সম্ভব নয় : আবার যখন বাতাস পড়ে যায় ও চারদিক শান্ত হয়, তখন তা প্রসারিত হয়ে যায় এই অসীম দর্পণের মতো সমতল হয়ে, তার জল হয়ে ওঠে যে-কোনো নদীর চেয়ে স্বচ্ছতর—চিরদিনের নয়নানন্দ।

তারাস তাঁর ভৃত্যদের একটি মালগাড়ি খুলতে আদেশ দিলেন, সেটা একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কসাকদের মালগাড়ির সারিগুলির মধ্যে এই গাড়িটা ছিল সবচেয়ে বড় ও মজবুত, তার প্রকাণ্ড চাকা লোহার দুই-পরত আংটা দিয়ে আঁটা; তাতে অনেক ভার চাপানো, অশ্ব-আচ্ছাদনী আর বলদের শক্ত চামড়া দিয়ে সেটা ঢাকা; পিচ মাখানো দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেরা পুরোনো মদের ছোটবড় পিপায় গাড়িখানি ভরা, বহুকাল ধরে তা বুলবার ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। তিনি এটা সঙ্গে এনেছিলেন সমারোহপূর্ণ কোনো ঘটনার প্রত্যাশায়, হয়তো এমন কোনো মহাক্ষণের, যখন এমন এক সংগ্রাম শুরু হবে যা আগামীকালের স্মরণের যোগ্য; এহেন মহান মুহূর্তে প্রত্যেক কসাক এই সযত্নে রক্ষিত সুরা পান করে পরিপূর্ণ হবে মহান অনুভূতিতে। কর্নেলের আদেশ পেয়ে ভৃত্যেরা ছুটে গেল গাড়ির দিকে, তারবারি দিয়ে কেটে ফেলল বাঁধানো দড়ি, ছিঁড়ে ফেলল পুরু অশ্ব-আচ্ছাদনী আর বলদের চামড়া এবং নামিয়ে আনল ছোটবড় সব পিপা।

'সব নাও তোমরা,' বললেন বুলবা, 'সব, যা-কিছু এখানে আছে। নিয়ে এসো যা-কিছু তোমাদের আছে—কড়া কি ঘোড়াকে জল খাওয়াবার বালতি, টুপি কিংবা দস্তানা; আর তাও যদি না থাকে, তা হলে দুই হাত জুড়েই নাও।'

কসাকরা যে যেখানে ছিল নিয়ে এল কেউ কড়া, কেউ ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর বালতি, কেউ দস্তানা, কেউ টুপি; যার কিছু নেই সে এল দুহাত অঞ্জলি পেতে। তারাসের ভৃত্যেরা তাদের সারিতে প্রবেশ করে পিপা থেকে মদ ঢেলে দিল। কিন্তু তারাস আদেশ দিলেন যতক্ষণ না তিনি নির্দেশ দেন ততক্ষণ কেউ যেন পান না করে, তারা সকলে পান করবে একসঙ্গে। স্পষ্ট বোঝা গেল যে তিনি কিছু বলতে চান। তারাস ভালো করেই জানতেন যে সেরা পুরোনো মদ যতই জোরালো হোক- না কেন, মানুষের চিত্তকে উত্তেজিত করতে তার যতই শক্তি থাকুক-না কেন, তার সঙ্গে যদি সংযুক্ত হয় সময়োপযোগী কথা, তবেই শক্তি দ্বিগুণিত হয় মদেরও, চিত্তেরও।

বুলবা বলতে লাগলেন, 'আমি আপনাদের আপ্যায়ন করছি, ভাই মহাশয়রা, এই উপলক্ষে নয় যে আপনারা আমাকে আপনাদের নেতা করেছেন—সে সম্মান যত মহৎই হোক-না কেন। অথবা আমাদের সাথিদের সঙ্গে বিদায়গ্রহণ উপলক্ষেও নয় : না, এ-দুই উপলক্ষই উপযুক্ত হত অন্য সময়ে; এই মুহূর্তে তারা উপযোগী নয়। আমাদের সামনে রয়েছে ঢের ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের কাজ, বিরাট কসাক-বীরত্বের! তাই,

www.pathagar.com

বন্ধুরা, আসুন আমরা পান করি একসঙ্গে, সকলের আগে আমাদের পবিত্র সনাতন ধর্মবিশ্বাসের নামে : যাতে শেষ পর্যন্ত এমন দিন যেন আসে যখন এ-ধর্ম বিস্তৃত হবে সারা পৃথিবীতে, সর্বত্র থাকবে একমাত্র এই পবিত্র ধর্ম, এবং প্রত্যেকটি বিধর্মী পরিণত হবে খ্রিস্টিয়ানে! আসুন আমরা আর-একবার একত্রে পান করি সেচের নামে, যাতে এ-সেচ্ দীর্ঘদিন খাড়া থাকে বিধর্মীদের ধ্বংসের জন্য, যাতে প্রতি বছর সেখান থেকে বের হয় খাসা সুন্দর তরুণ বীরেরা। আসুন আমরা আর-একবার একত্রে পান করি আমাদের নিজেদের গৌরবের নামেও, যাতে আমাদের পৌত্রেরা ও তাদের সন্তানেরা বলতে পারে যে এককালে এমন মানুষ ছিল যারা বন্ধুত্বের অমর্যাদা করেনি, বন্ধুদের পরিত্যাগ করেনি। তাই, ধর্মের নামে ভাই মহাশয়রা, ধর্মের নামে।'

'ধর্মের নামে!' ভারী গলায় গর্জন উঠল কাছের সারি থেকে।

'ধর্মের নামে!' ধ্বনিত হল দূরের সারি থেকে, তারপর যে যেখানে ছিল, বৃদ্ধ ও যুবক সকলেই পান করল ধর্মের নামে।

'সেচের নামে!' তারাস বললেন এবং হাত উঁচু করে তুললেন মাথার উপরে।

'সেচের নামে!' গম্ভীর শব্দে প্রতিধ্বনি করল সারিগুলি।

'সেচের নামে!' মৃদু কণ্ঠে বলল বৃদ্ধেরা তাদের শাদা গোঁফে তা দিয়ে; তরুণ বাজপাখির মতো উদ্দীপ্ত হয়ে পুনরুক্তি করল তরুণ কসাকরা, 'সেচের নামে!'

স্তেপের বহুদূর পর্যন্ত শোনা গেল কীভাবে তাদের সেচ্‌কে স্মরণ করছে।

'এখন শেষ চুমুক, বন্ধুরা, গৌরবের নামে, আর পৃথিবীর যেখানেই তারা থাকুক সব খ্রিস্টিয়ানের নামে!'

কসাকরা সকলে, সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত, তাদের পানপাত্রে শেষবার চুমুক দিল তাদের গৌরবের নামে ও পৃথিবীর সব খ্রিস্টিয়ানের নামে। কুরেন দলবলের মধ্যে বহুক্ষণ শব্দিত হতে লাগল এই ধ্বনি :

'পৃথিবীর সব খ্রিস্টিয়ানের নামে!'

পানপাত্র শূন্য হয়ে গিয়েছিল, তবু কসাকরা দাঁড়িয়ে রইল হাত তুলে। তাদের সকলের চোখে পানের প্রভাবে স্ফূর্তির দৃষ্টি ফুটলেও সকলের মনেই প্রবল চিন্তা। সে-চিন্তা অর্থলাভ ও যুদ্ধের নানাবিধ লুটের কল্পনা সম্পর্কে নয়; কারা ভাগ্যক্রমে পাবে মোহর, মহার্ঘ অস্ত্রাদি, সূচিকর্মশোভিত কামিজ আর চের্কেসীয় ঘোড়া, তার হিসাবও তারা করছিল না। তারা দাঁড়িয়ে রইল যেন উঁচু পাহাড়ের খাড়াই শৃঙ্গে বসা একঝাঁক ঈগল পাখি; যেন সেখান থেকে দূরে দেখা যায় সমুদ্রের সীমাহীন বিস্তার, তাতে ছড়ানো আছে ছোট ছোট পাখির মতো, বজরা, জাহাজ ও নানাবিধ নৌকা, আর দূরপ্রান্তে প্রায় অদৃশ্য সূক্ষ্ম তীরভূমি, কীটপতঙ্গের মতো শহর, নিচু দূর্বাদলের মতো বন্যবৃক্ষ। সেই ঈগল পাখিদের মতো তারা তাকিয়ে দেখল উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে, দূরে ঘনায়মান তাদের অন্ধকার অদৃষ্টের দিকে। আসবে, আসবে সেই কাল যখন এই সমগ্র প্রান্তর, তার পোড়ো ডাঙা আর পথঘাট রঞ্জিত হয়ে যাবে কসাকের প্রচুর রক্তে, আকীর্ণ হয়ে যাবে শ্বেত অস্থিতে, আচ্ছন্ন হয়ে যাবে শকটের ভগ্নাবশেষ, তরবারি ও বর্শার ভাঙা টুকরায়। বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হবে জট-পাকানো রক্তমাখা

www.pathagar.com

ঝুঁটি ও নুয়ে-পড়া গোঁফসমেত তাদের মুণ্ড। ঈগলেরা তীরবেগে নেমে এসে চঞ্চু ও নখর দিয়ে টেনে আনবে কসাকদের চোখে। কিন্তু সেই বিস্তীর্ণ অস্থিসঙ্কুল মৃত্যুশিবিরের মহিমাও হবে বৃহৎ! পুরুষসিংহের কোনো কীর্তিই লুপ্ত হবে না, বন্দুকের নলের মধ্যে ছোট একবিন্দু বারুদের মতো পুড়ে ছাই হবে না কসাক-গৌরব। আসবে, আসবে সেই দিন যখন আবক্ষলম্বিত ধূসর শ্মশ্রু নিয়ে, হয়তো শ্বেতমস্তক বৃদ্ধত্ব সত্ত্বেও প্রবক্তার মতো প্রেরণা আর পরিণত পুরুষের মতো তেজে পূর্ণ হয়ে বান্দুরাবাদক তার গভীর দরাজ গলায় গান গেয়ে সেকথা শোনাবে। খ্যাতি ছড়াবে সারা পৃথিবীময়, ভবিষ্যতে যারা জন্মাবে তারাও এদের নাম করবে। কেননা পরাক্রান্ত বাক্যের প্রসার বহুদূর, প্রভূত বিশুদ্ধ মূল্যবান রুপায় গড়া এ যেন এক ঘন্টা, যার মধুর ধ্বনি প্রসারিত হয় সুদূরে, শহর ও গ্রাম, প্রাসাদ ও কুটির জুড়ে, সকলকে সমানভাবে আহ্বান করে পবিত্র প্রার্থনায়।

নয়

শহরে একটি লোকও জানত না যে নিপার-কসাকদের অর্ধভাগ তাতারদের পিছনে তাড়া করতে গেছে। পরিশাসন-ভবনের চূড়া থেকে সান্ত্রিরা কেবল দেখেছিল যে মালগাড়ির কতকগুলি বনের দিকে পাঠানো হচ্ছে; ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারও সেরকম ভেবেছিল। ইতিমধ্যে, ক্যাম্পসর্দারের কথাও মিথ্যা হয়নি, শহরে খাদ্যদ্রব্যের অভাব দেখা দিল। বিগত শতাব্দীগুলিতে সচরাচর যেমন ঘটত, সৈনিকেরা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির হিসাব রাখেনি। তারা হঠাৎ-আক্রমণের চেষ্টা করে দেখল, তাতে আক্রমণকারী অতিসাহসীদের অর্ধেক তৎক্ষণাৎ কসাকদের হাতে মারা পড়ল, অন্য অর্ধেক শহরে ফিরে এল শূন্যহাতে। এই হঠাৎ-আক্রমণের সদ্ব্যবহার করল কিন্তু ইহুদিরা, খুঁজে বার করল সব খবর : কোথায় ও কেন নিপার-কসাকদের পাঠানো হয়েছে, কোন কোন সেনাপতি তাদের সঙ্গে, কোন কোন কুরেন ও তাদের সংখ্যা কত, এখানেই-বা কত রয়ে গেল এবং তারা কী করবে ভাবছে—এককথায়, অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহরে সব জানাজানি হয়ে গেল। কর্নেলেরা প্রফুল্ল হয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগল। শহরের চাঞ্চল্য ও গোলমাল থেকে তারাসও এটা বুঝতে পারলেন, তিনিও দ্রুত ব্যবস্থা করতে লাগলেন, আদেশ ও নির্দেশ দিলেন, কুরেনগুলিকে তিনটি দলে ভাগ করে প্রত্যেকটিকে মালগাড়ি দিয়ে ঘিরে ফেললেন কেল্লার মতো—এই রণকৌশলে নিপার-কসাকরা অজেয় হয়ে উঠত; দুটি কুরেনকে হুকুম দিলেন গুপ্তস্থানে যেতে; মাঠের একটি অংশে পুঁতে রাখলেন তীক্ষ্ণ খুঁটি, ভাঙা অস্ত্রশস্ত্র ও বর্শার টুকরা, শত্রুর অশ্বারোহীদলকে সম্ভব হলে এই জায়গায় তাড়িয়ে আনতে হবে। প্রয়োজনমতো সব ব্যবস্থা করা হলে তিনি কসাকদের কাছে এক ভাষণ দিলেন, তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রাণনা দেওয়ার জন্য নয়,—জানতেন, তাদের মনের জোরের জন্য বক্তৃতার প্রয়োজন নেই,—তিনি কেবল চেয়েছিলেন তাঁর অন্তরে যা-কিছু আছে তা প্রকাশ করতে।

www.pathagar.com

'মহাশয়রা, আমি আপনাদের বলতে চাই, আমাদের বন্ধুত্বের কী প্রকৃতি। আপনাদের পিতা ও পিতামহদের কাছে আপনারা শুনেছেন, আমাদের দেশ কী সম্মান পেয়েছিল সকলের কাছে; গ্রিকদের জানিয়ে ছেড়েছি আমাদের কথা, আমরা কনস্টান্টিনোপল থেকে কর আদায় করেছি; আমাদের শহরগুলি ছিল সমৃদ্ধ, আমাদেরও ছিল ধর্মমন্দির ও রাজন্যবর্গ—রুশ রক্তের রাজন্যবর্গ, আমাদের রাজন্যবর্গ, ক্যাথলিক বিধর্মী নয়। বিদেশীরা সব কেড়ে নিয়েছে, সব নষ্ট হয়েছে। আছি কেবল আমরা, অনাথের দল, আর আমাদের দেশও যেন আমাদের মতো অনাথা, শক্তিমান স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার মতো শোকার্ত! এহেন সময়ে, বন্ধুসব, আমরা হাত মিলিয়েছি ভ্রাতৃত্ববন্ধনে! এরই উপরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বন্ধুত্ব! বন্ধুত্বের চেয়ে পবিত্রতর কিছুই নেই! বাপ ভালোবাসে তার সন্তানকে, মা ভালোবাসে তার সন্তানকে, সন্তান ভালোবাসে তার মা-বাবাকে। কিন্তু এ অন্য জিনিস, ভাইসব : জন্তুরাও ভালোবাসে তাদের বাচ্চাদের। কিন্তু কেবল রক্তের নয়, অন্তরের আত্মীয়তা, এ আছে কেবল মানুষের। অন্য দেশেও ভ্রাতৃত্ব হয়েছে, কিন্তু রুশদেশের মতো নয়, এমন বন্ধুত্ব-বন্ধন কোথাও হয়নি। আপনাদের অনেকে অনেকদিন বিদেশে থেকেছেন, দেখেছেন সেখানে অনেক মানুষ, আপনাদেরই মতো ঈশ্বর-সৃষ্ট মানুষ, আলাপ করেছেন তাদের সঙ্গে আপনজনের মতো; কিন্তু যখন দরকার হয়েছে অন্তরের কথা বলার, তখন দেখেছেন তারা বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু আপনাদের মনোমতো নয়, আপনাদের মতো অথচ আপনাদের নয়! না, না, ভাইসব, যেমন ভালোবাসতে পারে কেবল রুশি আত্মা—কেবল মন দিয়ে বা অন্যকিছু দিয়ে নয়, ঈশ্বর যা-কিছু দিয়েছেন, তোমার যা-কিছু আছে, এই সবকিছু দিয়ে ভালোবাসতে...' এই সময়ে তারাস হাত নেড়ে, শাদা মাথা দুলিয়ে, গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'না, তেমন ভালোবাসতে কেউ কখনও পারেনি! জানি আমি, এখন আমাদের দেশে ঢুকেছে বদমাইশি; আছে এমন সব লোক যারা কেবল নিজেদের শস্যভাণ্ডারের, নিজেদের ঘোড়ার পালের কথা ভাবে, তাদের চিন্তা কেবল নিজেদের সঞ্চিত মধুটুকুকে নিরাপদে রাখা। তারা অনুকরণ করে কে জানে কোন শয়তানি বিদেশী আচরণ; মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে তারা; দেশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে চায় না; দেশের লোককে বেচে দেয়, যেমন করে লোকে বেচে বাজারের আত্মাহীন জন্তুর দলকে। বিদেশী রাজার অনুগ্রহ—এমনকি রাজারও নয়, পোলীয় ধনাঢ্যের নোংরা অনুগ্রহ—যারা তাদের হলদে জুতো দিয়ে ওদের মুখে লাথি মারে, তাদেরও অনুগ্রহ ওদের কাছে কোনোরকম ভ্রাতৃত্বের চেয়ে প্রিয়। কিন্তু যত নিচে সে পড়ুক-না কেন, নীচতম নিচের মধ্যেও, তার সমস্ত তোষামোদ ও ময়লাঘাঁটা সত্ত্বেও, ভাইসব, তার মধ্যেও আছে রুশি আবেগের ফুলকি। সে-ফুলকিও জ্বলে উঠবে একদিন, নিজেকে আঘাত করবে সে-হতভাগ্য, দুঃখে দুই হাত কচলাবে, মাথার চুল ছিঁড়বে, চিৎকার করে অভিশাপ দেবে নিজের ঘৃণ্য জীবনকে, নিজের লজ্জাকর কর্মের মুক্তিমূল্য দিতে প্রস্তুত হবে যন্ত্রণা সহ্য করে। জানুক সকলে, রুশদেশে বন্ধুত্বের কী মর্ম! আর যদি মৃত্যুর কথা ওঠে, আমরা যেমন করে মরতে পারি তেমন করে মরতে

www.pathagar.com

পারে এমন কেউ নেই তাদের মধ্যে!...না, একজনও না, একজনও না!... তাদের ইঁদুরের মতো প্রাণে এ হতেই পারে না!'

এইভাবে বললেন নেতা। ভাষণ শেষ হলেও মাথা দোলাতে লাগলেন তিনি, সে-মাথা কসাক-বীরত্বের কীর্তিতে শুভ্র। সেখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সকলকেই এই ভাষণ সজোরে নাড়া দিল, এ-ভাষণ প্রবেশ করল তাদের অন্তরের গভীরে। সারিবদ্ধ সৈন্যদলে যারা প্রবীণতম তারা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল মাথা নিচু করে, তাদের বয়োবৃদ্ধ নয়ন থেকে নীরবে অশ্রু ঝরল; ধীরে ধীরে তারা চোখ মুছল জামার আস্তিন দিয়ে। তারপর সকলে, যেন একমত হয়ে, হাত দুলিয়ে, বিচক্ষণ মাথা নাড়ল। স্পষ্টই দেখা গেল, বৃদ্ধ তারাস বহু পরিচিতি ও প্রিয় অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন তাদের মনে, দুঃখ-কষ্ট-বীর্য ও জীবনের সব কঠিনতার ভিতর দিয়ে যারা প্রবীণ হয়ে উঠেছে এ-অনুভূতি তাদের বুকের ধন, আর যে-হৃদয় এখনও কাঁচা ও তরুণ, এখনও এই সবকিছু সহ্য করেনি, তারুণ্যের সমস্ত আবেগ নিয়ে তারাও আকুল হয়ে থাকে এই অনুভূতির জন্য—সে-আকুলতা দেখে বৃদ্ধ পিতৃপুরুষদের হৃদয় ভরে ওঠে এক চিরন্তন আনন্দে।

ইতিমধ্যেই শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিল শত্রুসৈন্য, বেজে উঠল ঢাক ও তুরি, কোমরে হাত রেখে অভিজাতেরা নির্গত হল অশ্বপৃষ্ঠে, তাদের ঘিরে অসংখ্য ভৃত্য। মোটা কর্নেল হুকুম দিচ্ছিলেন। ঘনবদ্ধ হয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল কসাকদের ছাউনিতে, হাতগুলি তাদের ভীতিপ্রদভাবে উত্থিত, বন্দুকের লক্ষ্য স্থির, দৃষ্টিতে অগ্নিবৃষ্টি, দেহ ঢাকা উজ্জ্বল তামার বর্মে। কসাকরা যখন দেখল শত্রুসৈন্য লক্ষ্যের পরিসরের মধ্যে এসে পড়েছে তখন দীর্ঘ-নলী[৭] বন্দুক তুলে একসঙ্গে গুলিবর্ষণ করল, অবিরাম গুলি চালাতে লাগল। এই তুমুল আওয়াজ চারদিকের ক্ষেত্রে ও প্রান্তরে বহুদূর ছড়িয়ে পরিণত হল এক অবিরাম গর্জনে; সমগ্র সমতল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল; নিশ্বাস ফেলার অবকাশ না দিয়ে নিপার-কসাকরা ক্রমাগত গুলি চালাতে লাগল : পিছনের দল সামনের দলের জন্য বন্দুক ভরে দিচ্ছিল; কেমন করে বন্দুক না ভরেই কসাকরা গুলি চালাচ্ছে তা বুঝতে না পেরে শত্রুরা অবাক হয়ে গেল। দেখতে দেখতে দুইটি বাহিনীকেই ঢেকে দিয়ে ধোঁয়া এত ঘন হয়ে উঠল যে কিছুই দেখা যায় না কে কখন সারি থেকে খসে পড়ছে; কিন্তু পোলরা বুঝল কী ঘন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে এবং অবস্থা কত দুঃসহ হয়ে উঠছে; ধোঁয়া এড়ানোর জন্য ও চারদিকে তাকিয়ে দেখার জন্য পিছিয়ে এসে তারা দেখল তাদের দলের অনেককেই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ কসাকদের দলে মারা পড়েছে হয়তো শতকরা দু-তিন জন। তবু কসাকরা চালাতে লাগল তাদের বন্দুক, এক মিনিটেরও অবসর দিল না। এমনকি বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারও এই রণকৌশলে বিস্মিত হল, আগে সে কখনও এমন দেখেনি। সকলের সামনে তখনই সে বলে উঠল, 'নিপার-কসাকরা বীর বটে! অন্য দেশেও এইভাবে লড়াই করা দরকার!' সে উপদেশ দিল কামানগুলিকে ছাউনির দিকে ঘোরাতে। ঢালাই লোহার কামানগুলির বিশাল কণ্ঠ থেকে গভীর গর্জন উঠল; বহুদূর শব্দায়মান হয়ে কেঁপে উঠল ধরণী, সমস্ত প্রান্তর ছেয়ে গেল দ্বিগুণ ধোঁয়ায়। বারুদের গন্ধ

www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়ল দূরের ও কাছের শহরগুলির পথেপ্রান্তরে। কিন্তু গোলন্দাজেরা বেশি উঁচুতে লক্ষ্য করেছিল : আগুনের গোলাগুলির পরিক্রমা অতিবিস্তৃত হয়ে গেল। আকাশে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে কসাক-ছাউনির মাথার উপর দিয়ে গিয়ে তারা দূরে ভূমিতলের গভীরে গেঁথে গিয়ে শূন্যে বাতাসে অনেক উঁচুতে উৎক্ষিপ্ত করছিল কালো কালো মাটি। এইরকম আনাড়িপনায় ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার নিজের মাথার চুল ধরে টানতে লাগল এবং চারপাশে কসাকদের অবিরাম ঘন গুলিবর্ষণকে অগ্রাহ্য করে নিজেই কামান দাগার ভার নিল।

তারাস দূর থেকে দেখলেন যে সমগ্র নেজামাই ও স্তেবলিকিড্ কুরেন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন; তিনি বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'মালগাড়ির আড়াল থেকে এক্ষুনি দূরে সরে যাও, আর যে যার ঘোড়ায় চড়ো!' কিন্তু এ-দুটি কাজের মতো সময় কসাকরা পেত না যদি অস্তাপ একেবারে শত্রুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে না পড়ত। ছয়জন গোলন্দাজের পলতে সে কেটে দিল, বাকি চারজনের কাছে পৌঁছতে পারল না— পোলরা তাকে হঠিয়ে দিল। ইতিমধ্যে বিদেশী ক্যাপ্টেন নিজের হাতে পলতে ধরেছে সবচেয়ে বড় কামানটা দাগার জন্য। এতবড় কামান কসাকরা এর আগে দেখেনি। দেখতে ভীষণ তার বিশাল বদন, তার ভিতরে যেন হাজার মরণ। সে-কামান যখন গর্জে উঠল এবং তাকে অনুসরণ করল অন্য তিনটি কামান, যখন এই চতুর্গুণ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল স্পন্দিত ভূমি, তখন ধ্বংস হল প্রচুর! একাধিক বৃদ্ধা কসাক-মাতা কাঁদবে তার পুত্রের জন্য, অস্থিময় হাত দিয়ে আঘাত করবে নিজের শীর্ণবক্ষে। একাধিক নারী বিধবা হবে গলুখভ, নেমিরোভ, চের্নিগোভ আর অন্যান্য শহরে। হতভাগিনী প্রতিদিন ছুটবে বাজারে, সকল পথচারীকে থামাবে, সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবে, তাদের মধ্যে আপন প্রিয়তম জন আছে কি না। শহরের ভিতর দিয়ে চলে যাবে অনেক সৈন্যবাহিনী, কিন্তু যে তার সকলের চেয়ে প্রিয় সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

নেজামাই-কুরেনের ধ্বংস হয়ে গেল অর্ধেক। সোনার মোহরের মতো দানায় ভরা শস্যক্ষেত্র যেমন বিনষ্ট হয় শিলাবৃষ্টিতে, তেমনি করেই বিনষ্ট ও ভূতলশায়ী হল তারা।

সে কী উন্মাদনা কসাকদের! সকলে মিলে সে কী উন্মত্ত অগ্রধাবন! সেনাপতি কুকুবেন্‌কোর কী উত্তপ্ত ক্রোধ যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর কুরেনের ভালো অর্ধটাই আর নেই! মুহূর্তের মধ্যে অবশিষ্ট নেজামাই কসাকদের নিয়ে তিনি শত্রুবাহিনীর একেবারে মধ্যে এসে পড়লেন। উন্মত্তভাবে তিনি প্রথমে যাকে দেখলেন তাকে কেটে টুকরো টুকরো করলেন বাঁধাকপির মতো; বহু অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করলেন, বর্শাবিদ্ধ করলেন আরোহী ও অশ্ব উভয়কেই; গোলন্দাজদের কাছে এসে একটি কামান দখল করলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে উমান-কুরেনের সেনাপতি ও স্তেপান গুস্কা সবচেয়ে বড় কামানটি দখল করে ফেলেছে। তিনি তাদের সেখানে রেখে, নিজের দল নিয়ে ঘুরলেন অন্যদিকে, সেখানে শত্রুরা জড়ো হয়েছিল। নেজামাইরা যেদিকে গেল সেদিকেই উন্মুক্ত হল যেন রাজপথ, যেদিকে ঘুরল সেদিকেই সৃষ্টি হল যেন পোলীয় শবদেহে ভরা গলি। দেখতে দেখতে সংখ্যা কমতে

www.pathagar.com

লাগল পোলদের, তারা ভূপতিত হল গুচ্ছে গুচ্ছে। মালগাড়িগুলির কাছেই লড়ছেন ভোব্‌তুজেন্‌কো, অগ্রভাগে চেরেভিচেন্‌কো, দূরের গাড়িগুলির কাছে লড়ছেন দেগ্‌ত্যারেন্‌কো, ও তাঁর পিছনে কুরেন-সেনাপতি ভের্তিখ্‌ভস্ত। দুজন অভিজাত সেনাপতি ইতিমধ্যেই দেগ্‌ত্যারেন্‌কোর আঘাতে পড়েছে, এখন তিনি যুঝছেন জেদি এক তৃতীয়ের সঙ্গে। এই সেনাপতি শক্তিশালী ও ক্ষিপ্রগতি, দামি বর্মে ঢাকা, তার সহায় পঞ্চাশজন অনুচর। সজোরে সে দেগ্‌ত্যারেন্‌কোকে হঠিয়ে মাটিতে ফেলে দিল, তাঁর উপর তলোয়ার ঘুরিয়ে চ্যাঁচল : 'ওরে কসাক-কুত্তারা, তোদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আমার সঙ্গে লড়তে পারে!'

'এই যে আছে এখানে!' এই বলে এগিয়ে এলেন মোসি শিলো। শক্তিমান এই কসাক-বীর, অনেকবার তিনি সেনাপতিত্ব করেছেন সমুদ্রে, সহ্য করেছেন বহুবিধ কষ্ট। তুর্কিরা একবার তাঁকে দলসুদ্ধ বন্দি করে ট্রেবিজন্ডের কাছে, জোর করে জাহাজ চালানোর কাজে লাগায়, হাত-পা বাঁধে লোহার শিকলে, এক-একবার এক এক নাগাড়ে সপ্তাহ ধরে কোনো জনার খেতে দেয়নি, কিছুই পান করতে দেয়নি সমুদ্রের লোনা জল ছাড়া। হতভাগ্য বন্দিরা এ সমস্তই সহ্য করে, তবু তাদের নিজস্ব খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেনি। কিন্তু দলপতি মোসি শিলো আর সহ্য করতে পারলেন না, পবিত্র ধর্মাদেশকে পদতলে দলিত করলেন, তাঁর পাপিষ্ঠ মাথায় জড়ালেন ঘৃণার্হ পাগড়ি, পাশার আস্থা অর্জন করে জাহাজের চাবিগুলির ভার পেলেন, নিযুক্ত হলেন সব বন্দির পরিদর্শক। হতভাগ্য বন্দিদের দুঃখের অবধি রইল না, তারা ভালো করেই জানত যে যদি কেউ নিজের ধর্ম বিকিয়ে দিয়ে অত্যাচারীর দলভুক্ত হয়, তার অত্যাচার হয় অন্য অখ্রিস্টীয় অত্যাচারীর চেয়ে আরও কঠিন ও অসহনীয়। হলও তা-ই। মোসি শিলো তাদের তিন-তিনজনকে একত্র করে নতুন শিকল পরালেন; এত জোরে দড়িতে বাঁধলেন যে তাদের শাদা হাড় প্রায় দেখা যেত; নির্দয়ভাবে প্রহার করতেন তাদের ঘাড়ে। এমন একটি ভৃত্য পেয়ে তুর্কিরা যখন আনন্দে ভোজনোৎসব লাগাল এবং তাদের ধর্মাদেশ ভুলে পানোন্মত্ত হল, তিনি তখন চৌষট্টিটি চাবির সবগুলি নিয়ে বন্দিদের মধ্যে বিতরণ করলেন; বন্দিরা শিকল খুলে, সমস্ত শৃঙ্খল ও বন্ধন সমুদ্রে ফেলে দিয়ে তার বদলে তরবারি নিল তুর্কিদের হত্যা করার জন্য। প্রভূত সম্পদ অধিকার করল কসাকরা এবং স্বদেশে ফিরে এল সগৌরবে। বহুদিন ধরে বান্দুরাবাদকেরা প্রশস্তি গাইল মোসি শিলোর। তিনি ক্যাম্পসর্দার নির্বাচিত হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত। কোনো সময়ে তিনি এমন অসাধারণ বীরত্বের কাজ করতেন যা বিজ্ঞতমেরও ভাবনার অতীত, আবার কোনো সময়ে একান্ত দুর্বুদ্ধি তাঁকে পেয়ে বসত। একবার তিনি পানভোজনে সমস্ত অর্থ ব্যয় করলেন, সেচের প্রত্যেকের কাছে ধার করলেন, অধিকন্তু, চুরি করলেন হীন চোরের মতো : একরাত্রে তিনি অন্য কুরেনের এক কসাকের সম্পূর্ণ অশ্বসাজসজ্জা চুরি করে বাঁধা দিলেন শুঁড়ির দোকানে। এই লজ্জাকর কাজের জন্য তাঁকে বাজারের মধ্যে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হল, পাশে থাকল একটি লগুড়, যাতে প্রত্যেক পথচারী তার শক্তিমতো তাঁকে আঘাত করে। কিন্তু নিপার-কসাকদের ভিতরে এমন একজনও

www.pathagar.com

পাওয়া গেল না যে তাঁর উপর লগুড় চালাবে, সকলেরই মনে ছিল তাঁর আগেকার গৌরবের কথা। এই ধরনের কসাক ছিলেন মোসি শিলো।

'এখানে এমন লোক আছে যারা তোদের মারতে পারে, ওরে কুকুর!' এই বলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে কী ভীষণ যুদ্ধ তাদের! আঘাতের চোটে দুজনেরই কাঁধের ও বুকের বর্ম বেঁকে গেল। পোলীয় আততায়ীর তলোয়ার তাঁর লোহার বর্ম ভেদ করে দেহ পর্যন্ত পৌঁছে কেটে বসল : কসাকের দেহাবরণ লাল হয়ে উঠল রক্তে। কিন্তু শিলো তাতে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, তাঁর বলিষ্ঠ বাহু তুলে (সে কী ভীমের মতো বাহু!) হঠাৎ তার মাথায় আঘাত করে তাকে হতচেতন করে দিলেন। তার তামার শিরস্ত্রাণ খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে গেল, কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল পোল, তারপর শিলো তাকে ক্রমাগত আঘাত করে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। কিন্তু, কসাক, এই শত্রুকে সময় দিও না, চেয়ে দ্যাখো পিছনের দিকে! কসাক কিন্তু পিছনের দিকে চেয়ে দেখলেন না, নিহত শত্রুর একজন ভৃত্য তাঁর ঘাড়ে ছুরি বসিয়ে দিল। তখন ফিরে দেখলেন শিলো, এই দুঃসাহসিককে প্রায় ধরে ফেলেছিলেন, কিন্তু বারুদের ধোঁয়ার মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। চারদিকে বন্দুকের আওয়াজ। শিলোর শরীর টলতে লাগল, তিনি বুঝলেন তাঁর ক্ষত মারাত্মক, পড়ে গেলেন তিনি, হাত দিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, 'বিদায় ভাইসব, বন্ধুসব! পবিত্র রুশদেশ যেন চিরকাল বেঁচে থাকে, যেন চিরন্তন গৌরব হয় তার!' তাঁর স্তিমিত চোখ তিনি বুজলেন, তাঁর কঠোর দেহ থেকে কসাক-আত্মা নিষ্ক্রান্ত হল। কিন্তু সেখানে ইতিমধ্যেই অশ্বপৃষ্ঠে সদলবলে এসে পৌঁছেছেন জাদোরোজ্‌নি, পোলীয় লাইন ভেঙে দিয়েছেন ভের্তিখ্‌ভিস্ত, এগিয়ে এসেছেন বালাবান।

'কী অবস্থা, ভাইসব?' কুরেন-সেনাপতিদের ডেকে চিৎকার করে বললেন তারাস, 'বারুদের শিঙায় এখনও বারুদ আছে তো? কসাকের শক্তি এখনও কমেনি তো? কসাকরা হার মানছে না তো?'

'বারুদের শিঙায় এখনও বারুদ আছে, বাবা! কসাকের শক্তি এখনও কমেনি; কসাকরা এখনও হার মানছে না!'

আবার কসাকরা সজোরে চেপে ধরে শত্রুবাহিনীকে একেবারে ছত্রভঙ্গ করে দিল। বেঁটে কর্নেল সমাবেশের সংকেত দিয়ে হুকুম দিলেন আটটি রঙিন পতাকা ওড়াতে। তাঁর সৈন্যরা সমস্ত প্রান্তরে বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা দেখে তারা আবার একত্রিত হবে। পোলীয় সৈন্যেরা পতাকার দিকে ছুটে আসছে; কিন্তু তারা সুসংবদ্ধ হওয়ার আগেই কুরেন-সেনাপতি কুকুবেন্‌কো তাঁর নেজামাই কসাকদের নিয়ে আবার তাদের কেন্দ্রে আঘাত করলেন এবং স্বয়ং মোটা কর্নেলের সঙ্গে লড়তে লাগলেন। কর্নেল নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ঘোড়া ঘুরিয়ে, দ্রুতলম্ফে পালালেন; কুকুবেন্‌কো তাঁকে তাড়া করলেন সমস্ত প্রান্তর পার হয়ে, সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হতে দিলেন না। পাশের কুরেন থেকে স্তেপান গুস্কা তা দেখে কর্নেলকে আটকানোর জন্য ছুটে এলেন, তাঁর হাতে দড়ির ফাঁস, তাঁর মাথা ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ঘেঁষানো; উপযুক্ত সময় বুঝে তিনি একেবারেই দড়ির ফাঁস ছুড়ে কর্নেলের

www.pathagar.com

ঘাড়ে লটকালেন। কর্নেলের মুখ হয়ে উঠল গাঢ় লাল, দুই হাত দিয়ে দড়ি ধরে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু ইতিমধ্যেই বর্শার এক প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর উদর বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেখানেই তিনি পড়ে রইলেন ভূমিতে বিদ্ধ হয়ে। কিন্তু শুশ্কাও রক্ষা পেলেন না। কসাকরা লক্ষ করার আগেই চারটি বর্শা তাঁকে বিঁধে শূন্যে তুলে ধরল। হতভাগ্য কেবল এইটুকু বলতে পারলেন, 'সব শত্রুর বিনাশ হোক, চিরকাল যেন জয় হয় রুশদেশের!' সেখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কসাকরা চারদিকে তাকিয়ে দেখল : ওখানে, একপাশে, মেতেলিৎস্যা পোলদের শিরস্ত্রাণে প্রচণ্ড আঘাতে হানছে; আর-এক ধারে, সেনাপতি নেভিলিচ্‌কি তাঁর সেনাদল নিয়ে চাপ দিচ্ছেন; মালগাড়ির ধারে জাক্‌রুতিগুবা শত্রুদের আক্রমণ করে আঘাত করছেন; আর, দূরের একেবারে মালগাড়িগুলির কাছে তৃতীয় পিসারেন্‌কো একটা সমগ্র দলকে তাড়া করেছেন। আরও দূরে, একেবারে মালগাড়িগুলির উপরে সৈন্যেরা হাতাহাতি লড়াই শুরু করে দিয়েছে।

'তা হলে, ভাইসব?' অশ্বপৃষ্ঠে সকলের সম্মুখে এগিয়ে এসে চিৎকার করে বললেন সেনাপতি তারাস। 'বারুদের শিঙায় এখনও বারুদ আছে তো? কসাকের শক্তি এখনও কমেনি তো? কসাক এখনও হার মানেনি তো?'

'এখনও আছে, বাবা,বারুদের শিঙায় বারুদ; এখনও আছে কসাকের শক্তি, এখনও হার মানেনি কসাক!'

বোভ্‌দ্যুগ ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে পড়ে গেছেন। তাঁর হৃৎপিণ্ডের ঠিক নিচে গুলি এসে বিঁধেছে। কিন্তু বৃদ্ধ তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বললেন : 'এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে আমার দুঃখ নেই। ভগবান করুন, যেন এমন মৃত্যু সকলের হয়! রুশদেশের গৌরব যেন চিরদিন থাকে!' ঊর্ধ্বলোকে চলে গেল বোভ্‌দ্যুগের আত্মা, বহুকাল আগে বিগত বৃদ্ধবীরদের সে-আত্মা শোনাবে রুশদেশের লোকেরা কেমন যুদ্ধ করতে পারে, আর তার চেয়েও বড় কথা, কেমন তারা মরতে পারে তাদের পবিত্র ধর্মের জন্য।

তার অল্পকাল পরেই ভূলুণ্ঠিত হলেন কুরেন-সেনাপতি বালাবান। তিনটি মারাত্মক আঘাত তিনি পেয়েছিলেন—বর্শার, বন্দুকের গুলির ও ভারী তরবারির। সবচেয়ে সাহসী কসাক-বীরদের মধ্যে তিনি অন্যতম; বহু সামুদ্রিক অভিযানে তিনি ছিলেন সেনাপতি; তবে আনাতোলিয়ার সমুদ্রতীরে অভিযানই তাঁর সবচেয়ে গৌরবময়। সেবারে তারা সংগ্রহ করেছিল প্রচুর সেকুইন, তুরস্কদেশের মূল্যবান দ্রব্যাদি, বস্ত্রাদি ও গহনা, কিন্তু ফেরার পথে তাদের বিপদ হল : তুর্কি কামানের পাল্লায় পড়ল হতভাগ্যেরা। তুর্কি জাহাজ থেকে কামানের গোলা তাদের উপর বর্ষিত হতে শুরু করল। তাদের নৌকাগুলির অর্ধেক পাক খেয়ে জলমগ্ন হল, ডুবল একাধিক কসাক, কিন্তু নৌকার পাশে নলখাগড়া বাঁধা থাকায় নৌকাগুলি একেবারে ডুবল না। সবকটি দাঁড় লাগিয়ে বালাবান যত জোরে সম্ভব চালালেন, তুর্কি জাহাজ থেকে যাতে দেখা না যায় সেইজন্য সূর্যের মুখোমুখি রইলেন। সারারাত ধরে তারা বালতি ও টুপি দিয়ে জল ছেঁচে গুলির আঘাতে ভাঙা ফাঁকগুলি মেরামত করে নিল; ঢিলা কসাক-সালোয়ার কেটে তৈরি হল পাল, এবং পরিপূর্ণ শক্তিতে চালিয়ে তারা

www.pathagar.com

দ্রুততম তুর্কি জাহাজকে ছাড়িয়ে গেল। তারা যে নিরাপদে সেচে এসে পৌঁছেছিল, কেবল তা-ই নয়, কিয়েভে মেজিগরস্ক মঠের প্রধান পুরোহিতের জন্য তারা এনেছিল সোনার কারুকাজ-করা পোশাক, এবং জাপোরোজীয় ধর্মমন্দিরের জন্য বিশুদ্ধ রুপার অলঙ্কার। বহুদিন ধরে বান্দুরাবাদকদল তাদের এই সাফল্যের স্তুতি গেয়েছে। এখন, মৃত্যুযন্ত্রণায় মাথা নিচু করে ধীরস্বরে তিনি বললেন : 'ভাইসব, মনে হচ্ছে আমার, আমি ভালোই মরছি। সাতজনকে কেটে ফেলেছি, ফুঁড়েছি নয়জনকে, অনেককে ঘোড়ার তলায় ফেলেছি, আর কতজনকে যে গুলি করেছি তা মনেই নেই। রুশদেশের সমৃদ্ধি চিরন্তন হোক!...' নির্গত হয়ে গেল তাঁর প্রাণবায়ু।

সাবধান, সাবধান, ওরে কসাকের দল! তোমাদের বীরত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পটিকে তোমরা পরিত্যাগ কোরো না! কুকুবেন্‌কোকে ইতিমধ্যেই শত্রু ঘিরে ফেলেছে, সমস্ত নেজামাই-কুরেনের মাত্র সাতজন আর অবশিষ্ট আছে; তাদেরও শক্তি ফুরিয়ে এসেছে; রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে কুকুবেন্‌কোর পোশাক। তাঁর বিপদ দেখে স্বয়ং তারাস ছুটে এলেন রক্ষার জন্য। কিন্তু কসাকরা এসে পৌঁছল দেরিতে: তাঁর চারপাশের শত্রুকে বিতাড়িত করার আগেই কুকুবেন্‌কোর বুকের ঠিক তলে এসে বিঁধল এক বর্শা। ধীরে ধীরে তিনি কসাকদের বাহুতে ঢলে পড়লেন, তারা তাঁকে তুলে ধরল, স্রোতের মতো উৎসারিত হল তাঁর তরুণ রক্ত, ঠিক যেন বহুমূল্য মদিরা ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার থেকে কাচপাত্রে আনার সময় অসাবধান ভৃত্য চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে মূল্যবান পাত্রটি ভেঙে ফেলেছে, সমস্ত মদিরা মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে, গৃহস্বামী ছুটে এসেছেন মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে; তিনি যে এটা সঞ্চিত করে রেখেছিলেন তাঁর জীবনের একটি পরম মুহূর্তের জন্য, এই আশায় যে ঈশ্বর তাঁর বৃদ্ধবয়সে একদিন এনে দেবেন যৌবনের সাথিকে, তাঁরা দুজনে একত্রে এই মদিরা পান করবেন সেই অতীতকালের স্মৃতিতে, যখন মানুষ আনন্দ করতে জানত এখনকার চেয়ে অন্যরকম আর উন্নত ধরনে... কুকুবেন্‌কো চারদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'বন্ধুরা সব, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি তোমাদের চোখের সামনে মরতে পেরেছি। আমাদের পরে যারা আসবে তাদের জীবন যেন আমাদের চেয়ে ভালো হয়, আর খ্রিস্টের প্রিয় আমাদের এই রুশদেশ যেন চিরকাল থাকে সুন্দর।' নির্গত হল এই তরুণ প্রাণ। দেবদূতেরা হাত-ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে গেলেন স্বর্গে! সেখানে তিনি সুখে থাকবেন। 'কুকুবেন্‌কো, বসো আমার ডানদিকে!' খ্রিস্ট তাঁকে বলবেন। 'তুমি কখনও বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙনি, করনি কোনো অগৌরবের কাজ, লোককে বিপদে পরিত্যাগ করনি, আমার ধর্মবিধানকে বজায় রেখেছ ও রক্ষা করেছ।' কুকুবেন্‌কোর মৃত্যুতে সকলেই বিষণ্ন হয়ে পড়ল। কসাকদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমশই কমছিল; অনেক অনেক বীর আর নেই; তবু দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে রইল কসাকরা।

'কী অবস্থা, ভাইসব?' বললেন তারাস অবশিষ্ট কুরেনগুলিকে। 'বারুদের শিঙায় এখনও বারুদ আছে তো? তরোয়ালের ধার ভোঁতা হয়ে যায়নি তো? কসাকের মর্দানি ফুরোয়নি তো? কসাকরা হঠে যায়নি তো?'

www.pathagar.com

'বারুদ এখনও ঢের আছে বাবা! তরোয়ালে এখনও আছে ধার; ফুরোয়নি কসাকের মর্দানি। হঠেনি এখনও কসাক!'

কসাকরা আর-একবার এমনি তাড়া করল যেন তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। মাত্র তিনজন কুরেন-সেনাপতি জীবিত আছে এখন। চারদিকে রক্তের লাল নদী; কসাকদের ও তাদের শত্রুর মৃতদেহগুলি স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে এক উঁচু সাঁকোর মতো। তারাস আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন—সেখানে ইতিমধ্যেই শকুনির দল সারি দিয়েছে। তাদের জন্য কত-না ভোজ্যই প্রস্তুত! ওদিকে মেতেলিৎসাকে বর্শাফলকে উঁচু করে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে গড়াচ্ছে দ্বিতীয় পিসারেন্‌কোর মাথা, তার চোখের পাতা তখনও চঞ্চল। আবার ওখানে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল অশ্বম গুক্কার ছিন্নভিন্ন দেহের চার টুকরো। 'এইবার!' বলে তারাস তাঁর রুমাল নাড়লেন। এই ইঙ্গিত বুঝতে পারল অস্তাপ, গুপ্তস্থান থেকে বেগে বেরিয়ে এসে শত্রুর সওয়ার দলকে প্রচণ্ড আঘাত হানল। পোলরা এ-আক্রমণ সহ্য করতে পারল না, অস্তাপ তাদের ক্রমাগত তাড়া করতে লাগল সেইদিকে যেখানে মাটিতে পোঁতা ছিল তরোয়াল ও বর্শার খণ্ডগুলি। ঘোড়ারা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, তাদের মাথা ডিঙিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সওয়ারেরা। ঠিক সেই সময়ে যারা মালগাড়ির পিছনে সবচেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই করসুন-কসাকরা শত্রুদলগুলির পাল্লার ভিতরে এসেছে বুঝে, হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলি চালাতে লাগল। পোলরা একেবারে বিক্ষিপ্ত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ল; স্ফূর্তি জেগে উঠল কসাকদের। 'আমাদের জয় হয়েছে!'—সর্বত্র শোনা গেল নিপার-কসাকদের চিৎকার। তূর্যধ্বনি করে তারা উড়িয়ে দিল বিজয়পতাকা। পরাজিত পোলরা চারদিকে পালিয়ে লুকাতে লাগল। 'না, হয়নি, এখনও আমাদের জয় হয়নি!' শহরের তোরণদ্বারের দিকে তাকিয়ে তারাস বলে উঠলেন, আর তিনি ঠিকই বলেছিলেন।

খুলল তোরণদ্বার, বেরিয়ে এল হুসার পল্টন—সওয়ারি পল্টনগুলির মধ্যে তারা সেরা। প্রত্যেক অশ্বারোহীর বাহন বাদামি রঙের দ্রুতগতি ফৌজি ঘোড়া। সকলের আগে লাফিয়ে চলেছে এক বীর, সকলের চেয়ে সুন্দর ও সাহসী। তামার শিরস্ত্রাণের তল থেকে হাওয়ায় দুলছে তার কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, তার বাহুতে উড়ছে এক বহুমূল্য উত্তরীয়, সুন্দরীশ্রেষ্ঠার আপন হাতে তা সেলাই করা। তারাস বজ্রাহতের মতো বিমূঢ় হয়ে গেলেন যখন তিনি দেখলেন যে এ বীর আন্দ্রি। সে তখন যুদ্ধের উত্তেজনায় উন্মত্ত, তার বাহুতে আবদ্ধ উপহারের সে যে যোগ্য এই প্রমাণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটছে যেন দলের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক সুন্দর দ্রুতগতি এক তরুণ শিকারি কুকুর। অভিজ্ঞ শিকারের তাড়া শুনে সে-কুকুর তীরবেগে এগিয়ে চলছে, সরলরেখার মতো পা-গুলি সোজা হয়ে গিয়েছে শূন্যে, দেহটিকে বাঁকানো পাশের দিকে, তুষার উড়িয়ে শিকারের উত্তেজনায় তার লক্ষ্য খরগোশকে সে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বারবার। বৃদ্ধ তারাস দাঁড়িয়ে পড়লেন, দেখতে লাগলেন কেমন করে সে তার সামনে পথ সাফ করে সামনের লোকদের বিতাড়িত করছে, ডাইনে বাঁয়ে আঘাত চালিয়ে কেটে ফেলছে। তারাস সহ্য করতে পারলেন না, গর্জন করে উঠলেন : 'কী?.. নিজের লোককে?... নিজের লোককে, শয়তানের বাচ্চা, নিজের লোককে তুই মারছিস?'

www.pathagar.com

কিন্তু আন্দ্রি দেখছে না কে তার সামনে, শত্রুর দল না মিত্রের দল; কিছুই সে দেখছে না। দেখছে কেবল অলকগুচ্ছ, দীর্ঘ অলকগুচ্ছ, আর একটি বক্ষোদেশ, নদীর রাজহংসের মতো তা শুভ্র, দেখছে তুষারশুভ্র স্কন্ধ ও গ্রীবা, উন্মত্ত চুম্বনের জন্য যার সৃষ্টি—এমন সব কিছু।

'হেই ছোকরারা! যেমন করে পারিস ওকে একটু লোভ দেখিয়ে নিয়ে আয় তো এই বনের মধ্যে আমার জন্য', তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলেন তারাস। তাঁর ডাকে ত্রিশজন অতিদ্রুতগতি কসাক তৎক্ষণাৎ ছুটল আন্দ্রিকে লুব্ধ করতে। উঁচু টুপি মাথায় ঠিকভাবে বসিয়ে তারা অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হল সোজা হুসারদের অভিমুখে। অগ্রগামী হুসারদের তারা আক্রমণ করল পাশ থেকে, তাদের বিভ্রান্ত করে পিছনের দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে বেশকিছু আঘাত হানল; আর গোলাকোপিতেন্‌কো আন্দ্রের পিঠে মারল তার তরবারের চওড়া দিকটা দিয়ে। তার পরই তারা সেখান থেকে যত জোরে পারে ছুটে পালাল। সে কী উত্তেজনা আন্দ্রির! ধমনীতে তার তরুণ রক্তের সে কী আলোড়ন! ঘোড়ার গায়ে তীক্ষ্ণ কাঁটার আঘাত লাগিয়ে সে বায়ুবেগে ছুটল কসাকদের দিকে, পিছনে তাকিয়ে দেখল না একবারও, জানল না যে তার দলের মাত্র কুড়ি জন তার সঙ্গে সমান বেগে আসতে পারছে। কসাকরাও ঘোড়া ছোটাল পূর্ণগতিতে এবং ঘুরল সোজা বনের দিকে। অশ্বপৃষ্ঠে আন্দ্রি সবেগে তাড়া করল, গোলোকোপিতেন্‌কোকে সে প্রায় ধরে-ধরে, এমন সময় হঠাৎ কার যেন সবল হাত তার ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরল। আন্দ্রি ফিরে দেখল : তার সামনে তারাস! তার সর্বশরীর কাঁপতে লাগল, হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল সে...

এ যেন এক বিদ্যালয়ের ছাত্র, সহপাঠীকে অসাবধানে চটিয়ে দিয়ে এবং ফলে কপালে রুলারের চোট খেয়ে জ্বলে উঠে, উন্মত্তভাবে বেঞ্চ থেকে লফিয়ে তার ভীত সহপাঠীকে তাড়া করেছে, মনে-মনে ইচ্ছা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফ্যালে, কিন্তু হঠাৎ তার ধাক্কা লাগল শিক্ষকের সঙ্গে—তিনি তখন ক্লাসে প্রবেশ করছেন। সেই মুহূর্তে বিদ্যালয়ের সে-ছাত্র যেমন করে তার উন্মত্ত আবেগকে দমন করে ও অসহ্য ক্রোধকে সংযত করে—তেমনই এক মুহূর্তে আন্দ্রির ক্রোধ অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন কোনোদিন সে কখনও ক্রুদ্ধ হয়নি। তার সামনে সে কেবল দেখতে পেল তার ভীষণ পিতাকে।

'হুঁ, এখন তা হলে কী করা যায়?' তারাস জিজ্ঞাসা করলেন, সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে।

আন্দ্রি জানে না কী বলতে হবে, মাটির দিকে চোখ নিচু করে সে রইল।

'তা হলে, বাছা আমার, তোর পোলরা তোকে সাহায্য করল?'

আন্দ্রি নিরুত্তর।

'বিক্রি করলি? ধর্মবিশ্বাসকে বিক্রি করলি? আপনজনকে বিক্রি করলি? বেশ, নেমে আয় তোর ঘোড়া থেকে!'

শিশুর মতো বিনীতভাবে আন্দ্রি ঘোড়া থেকে নেমে তারাসের সামনে দাঁড়াল জীবন্মৃত অবস্থায়।

www.pathagar.com

'দাঁড়া স্থির হয়ে, নড়িস না! আমি তোকে জন্ম দিয়েছি, আমিই তোকে মারব!' বলে তারাস কয়েক পা পিছিয়ে এসে কাঁধ থেকে বন্দুক খুলে হাতে নিলেন।

শাদা চাদরের মতো আন্দ্রি বিবর্ণ; দেখা গেল, অতি ধীরে নড়ছে তার ঠোঁট, সে যেন কার নাম উচ্চারণ করছে; কিন্তু এ-নাম তার দেশের নয়, তার মায়ের নয়, তার ভাইদের নয়—এ-নাম সেই অপূর্ব সুন্দরী পোলীয় তরুণীর। তারাস বন্দুক ছুড়লেন।

কাস্তে-কাটা শস্যশীর্ষের মতো, বুকে লৌহাস্ত্রের সাংঘাতিক আঘাত-লাগা মেষশাবকের মতো, মাথা নুয়ে এল আন্দ্রির, দূর্বাদলের উপর সে পড়ে গেল একটি কথাও না বলে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ সেই বিগত-নিশ্বাস মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলেন পুত্রহন্তা। মরণেও সে সুন্দর : তার বীরত্বব্যঞ্জক মুখ, অল্প কিছুক্ষণ আগে পূর্ণ ছিল শক্তিতে ও নারীজয়ী অজেয় সম্মোহনে, এখনও তাতে প্রকাশ পাচ্ছে বিস্ময়কর সৌন্দর্য; মখমলের শোকচিহ্নের মতো কালো ভুরু তার মুখের বিবর্ণতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

'কী কসাকই-না সে হতে পারত!' তারাস বললেন, 'দীর্ঘ আকার, কালো ভুরু, মুখ যেন অভিজাতের, হাত সংগ্রামে কঠিন! কিন্তু মরল, মরল বিনা গৌরবে, হীন কুকুরের মতো।'

'বাবা, তুমি করেছ কী? তুমিই ওকে মেরেছ?' এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে আসতে আসতে অস্তাপ বলল।

তারাস মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করলেন।

স্থিরদৃষ্টিতে মৃতের চোখের দিকে তাকাল অস্তাপ। ভাইয়ের শোকে অভিভূত হয়ে সে বলল :

'তা হলে আমরা একে সসম্মানে সমাধিস্থ করব, বাবা, যতে শত্রুরা একে অপমান করতে না পারে, না পরে শকুনি-গৃধিনীরা একে ছিঁড়ে খেতে!'

'এর সমাধির জন্যে আমাদের দরকার হবে না!' বললেন তারাস, 'অনেক লোক আছে এর জন্যে কাঁদবে, শোক করবে!'

মিনিট দুয়েক তিনি ভাবলেন : একে কি ফেলে যাবেন নেকড়ে বাঘের শিকার হওয়ার জন্য, না সম্মান করবেন এর বীরোপম সাহসিকতাকে, কেননা সে যে-ই হোক-না কেন, বীর হলে তার মর্যাদা রক্ষা করা বীরের কর্তব্য। কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখা গেল গোলোকোপিতেন্‌কো ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর দিকে আসছে :

'মহাবিপদ, সর্দার, পোলদের জোর বেড়েছে, তাদের সহায়ে এসেছে নতুন সৈন্যদল! ...'

গোলোকোপিতেন্‌কোর কথা শেষ হতে-না-হতে ঘোড়া ছুটিয়ে এল ভোভ্‌তুজেন্‌কো :

'মহাবিপদ, সর্দার, ওদের আরও নতুন সৈন্য আসছে!...'

ভোভ্‌তুজেন্‌কোর কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘোড়া ছাড়াই বেগে ছুটে এল পিসারেন্‌কো :

www.pathagar.com

'কোথায় তুমি, বাবা? কসাকরা তোমায় খুঁজছে। ইতিমধ্যেই মারা গেছেন কুরেন-সেনাপতি নেভিলিচ্‌কি আর জাদোরোজ্‌নি, আর চেরেভিচেন্‌কো। তবুও খাড়া আছে কসাকরা, তারা মরতে চায় না তোমাকে চোখে না দেখে; তারা চায় তাদের মৃত্যুর সময় তুমি তাদের দ্যাখো।'

'ঘোড়ায় চড়ো, অস্তাপ!' হাঁক দিলেন তারাস, দ্রুত চললেন তাঁর কসাকদের দিকে। একবার তাদের দেখবেন এবং মৃত্যুর আগে দেখা দেবেন তাদের নেতা হিসাবে।

কিন্তু বন থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বের হওয়ার আগেই শত্রুসৈন্য ঘিরে ফলল বনের চারদিকে, সর্বত্র গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল অশ্বারোহী সৈন্য তরবারি ও বর্শায় সুসজ্জিত। 'অস্তাপ! ... অস্তাপ, হার মানিস না!...'

চিৎকার করলেন তারাস, এবং চারদিক থেকে যারা এগিয়ে এল তরবারি উন্মুক্ত করে তাদের আঘাত করতে লাগলেন। অস্তাপের উপর ইতিমধ্যেই লাফিয়ে পড়েছিল ছয়জন; কিন্তু লফিয়ে পড়েছিল কুক্ষণে। একজনের মাথা উঠে গেল, অন্যজন পিছাতে গিয়ে ডিগবাজি খেল; তৃতীয়ের পাঁজরে বিঁধল বর্শা; চতুর্থের সাহস ছিল বেশি, গুলি থেকে সে নিজের মাথা বাঁচাল কিন্তু অগ্নিময় গুলি এসে বিঁধল তার ঘোড়ার বুকে, উন্মত্ত অশ্ব পিছনের পায়ে খাড়া হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার চাপে মারা পড়ল আরোহী। 'বহুৎ আচ্ছা, বাচ্চা!...বহুৎ আচ্ছা, অস্তাপ!' ... গর্জন করলেন তারাস। 'আমিও এখনই যাচ্ছি তোর কাছে!' ...তিনিও নিজে তাড়াতে লাগলেন আক্রমণকারীদের। আহত ও নিহত করতে লাগলেন তারাস, যে-মাথাই এগিয়ে আসে তাদের উপরেই হানতে লাগলেন তাঁর আঘাত; তবু তাঁর চোখ সমস্তক্ষণ সামনে অস্তাপের দিকে; দেখলেন তাকে নতুন করে আক্রমণ করছে একসঙ্গে আটজন। 'অস্তাপ! ... হার মানিস না, অস্তাপ!...' কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই অস্তাপকে পরাস্ত করেছে; একজন তার গলায় পরিয়ে দিল দড়ির ফাঁস—তারা তাকে বেঁধে নিয়ে চলল। 'অস্তাপ, হায়, অস্তাপ!' চিৎকার করে তারাস তার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, যারা এগিয়ে এসে বাধা দিল তাদের কেটে টুকরো করতে লাগলেন। 'অস্তাপ, হায়, অস্তাপ!' ... এমন সময় তাঁকে আঘাত করল যেন পাথরের মতো ভারী একটা-কিছু। তাঁর চোখের সামনে সবকিছুই ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগল। ক্ষণেকের তরে মানুষের মাথা, বর্শা, ধোঁয়া, আগুনের ফুলকি একাকার হয়ে ঝলকে উঠল তাঁর চোখে, খেলে গেল পাতায় ভরা গাছের ডালের দৃশ্য। ভূপাতিত ওকগাছের মতো সশব্দে তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে। ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল তাঁর দৃষ্টি।

দশ

'অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি!' যেন ভারাক্রান্ত পানোন্মত্ত নিদ্রার পর চেতনা ফিরে পেয়ে তারাস বললেন, তাঁর চারপাশের বস্তুকে চেনার চেষ্টা করতে করতে। এক ভীষণ দুর্বলতায় তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসন্ন। চোখের সামনে অস্পষ্ট নাচছে এক অচেনা ঘরের

www.pathagar.com

দেয়াল ও কোণ। অবশেষে তিনি লক্ষ করলেন যে তাঁর সামনে বসে আছেন তভ্‌কাচ, মনে হয় যেন তাঁর প্রতিটি নিশ্বাসের জন্য কান পেতে আছেন।

'তবু ভালো,' নিজের মনে ভাবলেন তভ্‌কাচ, 'এ-ঘুম তোমার একেবারেই নাও ভাঙতে পারত।' কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বললেন না, শাসনের ভঙ্গিতে আঙুল তুলে নির্দেশ দিলেন চুপ করার।

'কিন্তু আমাকে বলো আমি কোথায় আছি এখন?' ভাবনাগুলি গুছিয়ে নিয়ে কী ঘটেছে স্মরণ করার চেষ্টা করে আবার প্রশ্ন করলেন তারাস।

'চুপ করে থাকো!' কঠিন স্বরে চিৎকার করলেন তাঁর বন্ধু, 'বলব আবার কী? দেখতে পাচ্ছ না কি যে তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করেছে? আজ দুসপ্তাহ হল আমরা তোমাকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুটছি নিশ্বাস বন্ধ করে, প্রচণ্ড জ্বরে তুমি বেহুঁশ হয়ে আবোল-তাবোল বকেছ। এই প্রথম তুমি ঘুমিয়েছ শান্ত হয়ে। যদি কপালে দুঃখ না চাও তো চুপ করে থাকো।'

কিন্তু চিন্তায় শৃঙ্খলা এনে তারাস তখনও চেষ্টা করতে লাগলেন অতীতের কথা স্মরণ করতে।

'পোলরা তো আমাকে ঘিরে প্রায় আটক করে ফেলেছিল? সে-ভিড় কাটিয়ে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় তো ছিল না?"

'থামো বলছি, শয়তানের বাচ্চা!' রুক্ষভাবে চ্যাঁচালেন তভ্‌কাচ, যেন এক ধাত্রী ধৈর্য হারিয়ে অশান্ত দুষ্ট ছেলেকে শাসন করছে। 'কী লাভ হবে তোমার জেনে তুমি কীভাবে বেরিয়ে এলে? এই তো যথেষ্ট যে বেরিয়ে এসেছ। এমন লোক ছিল যারা বেইমানি করেনি—এই যথেষ্ট! আমাদের এখনও অনেক রাত ঘোড়ার পিছে ছুটতে হবে। তুমি কি ভাবো যে ওরা তোমাকে সাধারণ কসাক মনে করে? না হে, না। তারা তোমার মাথার দাম ধরেছে দুহাজার মোহর।'

'আর অস্তাপের কী হল?' হঠাৎ চিৎকার করলেন তারাস। তিনি ওঠবার চেষ্টা করলেন, হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল যে তাঁর চোখের সামনেই অস্তাপ আক্রান্ত ও আবদ্ধ হয়েছিল, এখনও সে নিশ্চয় পোলদের হাতেই আছে।

তাঁর বয়োবৃদ্ধ মস্তক শোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সমস্ত ক্ষতস্থান থেকে সব পটি-বন্ধন তিনি ছিঁড়ে ফেলে দূরে নিক্ষেপ করলেন, চিৎকার করে কিছু বলার চেষ্টা করলেন—তার বদলে আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন, জ্বর-বিকার আবার তাঁকে অভিভূত করল, অর্থহীন সঙ্গতিহীন প্রলাপ-বচনে তিনি রত হলেন।

তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অবিরাম তিরস্কার ও রূঢ় বাক্যবর্ষণ করতে লাগলেন তাঁর উপর। শেষে তিনি তাঁর হাত-পা জাপটে ধরে, শিশুর মতো তাঁকে আবার বস্ত্রাবৃত করলেন, তাঁর সকল পটি আবার লাগিয়ে দিলেন, বলদের চামড়ায় ঢাকলেন তাঁর দেহ, কাঠের পাটা গায়ে এঁটে দিলেন, এবং ঘোড়ার জিনে তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে আবার দ্রুতগতিতে পথ বয়ে ছুটলেন।

'বাঁচো আর মরো তোমাকে নিয়ে আমি যাব! পোলরা বিদ্রূপ করবে তোমার কসাক-জন্ম নিয়ে, তোমার দেহকে কেটে টুকরো করে জলে ফেলে দেবে, এ

www.pathagar.com

কিছুতেই হতে দেব না। আর এমনই যদি হয় যে শেষ পর্যন্ত তোমার মৃতদেহ থেকে নখ দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলবে ঈগলপাখি, তা হলে সে হোক স্তেপের ঈগল, আমাদের ঈগল; পোলীয় ঈগল নয়, নয় এমন ঈগল যে উড়ে আসে পোলীয় ভূমি থেকে। তুমি মরে গেলেও তোমাকে আমি নিয়ে যাব ইউক্রেন পর্যন্ত।'

এইভাবে বললেন বিশ্বস্ত বন্ধু। দিনরাত বিনা বিশ্রামে অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হলেন তিনি, এবং অচৈতন্য অবস্থায় তারাসকে নিয়ে এলেন একেবারে জাপোরোজীয় সেচ্ পর্যন্ত। সেখানে তিনি অশ্রান্তভাবে তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন নানা ভেষজ ও মলম দিয়ে; তিনি খুঁজে বার করলেন এক পারদর্শিনী ইহুদিনীকে, সে একমাস ধরে নানারকমের ওষুধ সেবন করাল তাঁকে, পরিশেষে তারাস সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। হয় ওষুধপত্র অথবা তাঁর লৌহোপম শারীরিক শক্তির জন্য তিনি বেঁচে উঠলেন। দেড়মাসের মধ্যেই তিনি আবার খাড়া হলেন নিজের পায়ে, তাঁর ক্ষতগুলি শুকিয়ে গেল, কেবল তরবারির আঘাত-চিহ্নগুলি থেকে বোঝা যেত কী গভীরভাবে আহত হয়েছিলেন এই বৃদ্ধ কসাক।

কিন্তু স্পষ্টতই বিষণ্ন ও শোকার্ত হয়ে রইলেন তিনি। তাঁর কপালে ফুটে উঠল তিনটি মোটা কুঞ্চন-রেখা, সে-রেখা কখনও মিলিয়ে যেত না। তাঁর চারদিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন : সেচে সবই নতুন, পুরোনো বন্ধুরা সকলেই মৃত। ন্যায়পক্ষের জন্য, ধর্মবিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্বের জন্য যারা খাড়া হয়েছিল তাদের একজনও অবশিষ্ট নেই। আর যারা ক্যাম্পসর্দারের সঙ্গে গিয়েছিল তাতারদের পশ্চাদ্ধাবনে, তারাও অনেক আগে অবলুপ্ত হয়েছে, সকলেই মরেছে—কেউ যুদ্ধের মধ্যেই, কেউ খাদ্য-পানীয়র অভাবে ক্রিমিয়ার লবণাক্ত ভূমিতে, কেউ বন্দি অবস্থায় অপমান সইতে না পেরে। আগেকার ক্যাম্পসর্দার ও তাঁর প্রাচীন সঙ্গীসাথিদের কেউই আর এ-পৃথিবীতে নেই; যেখানে এককালে ছিল কসাক-শক্তির ফুটন্ত উৎস তাতে বহুদিন ধরে দূর্বা গজাচ্ছে। তাঁর মনে হল যেন শেষ হয়ে গেছে এক ভোজনোৎসব—সাড়ম্বর, কোলাহলপূর্ণ এক ভোজনোৎসব : ভোজনপাত্র সমস্ত ভেঙে চুরমার; একফোঁটা মদও কোথাও পড়ে নেই; নিমন্ত্রিত ও ভৃত্যেরা সব লুট করেছে যত মূল্যবান পানপাত্র আর ভোজনপাত্র; গৃহস্বামী বিষণ্নভাবে দাঁড়িয়ে ভাবছে, 'এ-ভোজনোৎসব না হলেই ছিল ভালো।' বৃথা চেষ্টা তাদের তারাসের চিত্তাকর্ষণের বা তাঁকে আনন্দদানের; বৃথাই শ্বেতশ্মশ্রু বান্দুরাবাদকেরা দুজন বা তিনজনে দল বেঁধে তাঁর কসাক-বীরত্বের গৌরবগান গাইতে এল। শুষ্ক-কঠোর চোখে উদাসীনভাবে তিনি সবকিছুই তাকিয়ে দেখেন, তাঁর পরিবর্তনহীন মুখে ফুটে ওঠে এক অনির্বাপিত বেদনাবোধ, ধীরে মাথা নিচু করে তিনি আর্তনাদ করেন, 'বাছা আমার! আমার অন্তাপ!'

নিপার-কসাকরা এক সামুদ্রিক অভিযানে বের হল। নিপার নদীতে নির্গত হল দুশো নৌকা। এশিয়া-মাইনরে দেখা গেল কসাকের মুণ্ডিত মস্তক ও দীর্ঘ ঝুঁটি, তার সমৃদ্ধ তীরভূমিকে তারা বিধ্বস্ত করল অসিতে ও অগ্নিতে; মুসলমান অধিবাসীদের পাগড়ি রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে অসংখ্য ফুলের মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে গেল সমুদ্রতীর বয়ে। সেখানে দেখা দিল অনেক নিপার-কসাকের আলকাতরা-মাখানো ঢিলা

www.pathagar.com

সালোয়ার, কালো চাবুকসমেত অনেক পেশিবহুল হাত। নিপার-কসাকরা সব আঙুর খেয়ে শেষ করল, নষ্ট করল সব আঙুর-ক্ষেত; মসজিদে বিষ্ঠার স্তূপ প্রক্ষেপ করল; মূল্যবান পারস্যদেশীয় শাল তারা কাজে লাগাল কোমরবন্ধের বদলে এবং তা দিয়ে বাঁধল তাদের আলকাতরা-মাখানো আলখাল্লা। নিপার-কসাকদের ছোট মাপের পাইপ এইসব স্থানে পাওয়া গেছে বহুকাল পরেও। উল্লাসে গৃহাভিমুখে নৌকা ফেরাল তারা; একটা দশ-কামানওয়ালা তুর্কি জাহাজ পিছন থেকে তাদের ধরে ফেলল, একবারের গোলার আঘাতে তাদের হালকা নৌকাগুলিকে বিক্ষিপ্ত করে দিল পাখির মতো। তাদের এক-তৃতীয়াংশ নিমজ্জিত হল সমুদ্রগর্ভে, কিন্তু অবশিষ্টাংশ আবার একত্রিত হয়ে নিপার নদীর মোহনায় এসে পৌঁছল, সেকুইন-মুদ্রায় ভরা বারোটি পিপেসমেত। কিন্তু এইসব ব্যাপারে তারাসের আর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে মাঠে বা স্তেপে যেতেন বুঝি শিকার করতে, কিন্তু তাঁর গুলিবারুদ অব্যবহৃত পড়ে থাকত। বন্দুক নামিয়ে তিনি সমুদ্রতীরে বসে থাকতেন বিষণ্নভাবে। মাথা নিচু করে বসে থাকতেন বহুক্ষণ, কেবলই বলতেন, 'আমার অন্তাপ! আমার অন্তাপ!' সামনে তাঁর বিস্তৃত কৃষ্ণসাগর ঝলমল করত; দূরে নলখাগড়ায় চিৎকার করত শঙ্খচিল; তাঁর শাদা গোঁফ রুপার মতো ঝকঝক করত, আর একটির পর একটি গড়িয়ে পড়ত অশ্রুবিন্দু।

অবশেষে তারাস আর সহ্য করতে পারলেন না। 'যা হবার হোক, ওর কপালে কী ঘটেছে জানতেই হবে আমাকে : বেঁচে আছে? নাকি কবরে? কিংবা হয়তো কবরও সে পায়নি? আমি জানব, তা আমার যা ঘটুক-না কেন!' এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি অশ্বপৃষ্ঠে উমান্ শহরে এসে উপস্থিত হলেন সশস্ত্র বেশে, সঙ্গে বর্শা ও তরবারি, জিনে লাগানো পথের জলপাত্র পথের ভোজ্যের মাটির বাসনপত্র, গুলিবারুদ, ঘোড়ার লাগাম ও অন্যান্য সজ্জাদি। তিনি সোজা ঘোড়া চালালেন এক অপরিষ্কার নোংরা ছোট কুঁড়ের দিকে, কুঁড়েটির ছোট ছোট জানলাগুলি ধোঁয়ার ঝুলে এমনই ঢাকা যে প্রায় চোখে পড়ে না। তার চিমনির নলে ছেঁড়া ন্যাকড়া গোঁজা, গর্তেভরা ছাদে সর্বত্র চড়াই পাখি। দরজার ঠিক সামনে জঞ্জালের স্তূপ। একটি জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক ইহুদিনির মাথা, মলিন মুক্তায় সাজানো টুপি তার মাথায়।

'কর্তা বাড়িতে আছে?' ঘোড়া থেকে নেমে, দরজার কাছে লোহার আঁকড়ায় লাগাম লাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বুলবা।

'আছেন', উত্তর দিল ইহুদিনী, এবং ঘোড়ার জন্য এক ঝুড়ি গম ও অশ্বারোহীর জন্য একপাত্র বিয়ার নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

'তোমার ইহুদিটি কোথায়?'

ইহুদিনী বলল, 'তিনি অন্য কামরায়, উপাসনা করছেন।' বুলবা যখন বিয়ারের পাত্র মুখে তুললেন তখন তাঁকে অভিবাদন করে কুশল কামনা করল সে।

'তুমি এইখানে থেকে আমার ঘোড়াকে খানাপিনা দাও, আমি গিয়ে তার সঙ্গে একা কথা বলব। তার সঙ্গে আমার কাজ আছে।'

এই ইহুদি আর কেউ নয়, ইয়ান্‌কেল। ইতিমধ্যেই সেখানে সে পাট্টাদার ও

www.pathagar.com

পানশালার অধিকারী হিসাবে জমিয়ে বসেছে; একটু একটু করে চারপাশের সব অভিজাত ও ভদ্রলোকদের কবজা করেছে; একটু একটু করে তাদের সব অর্থ শুষে নিয়েছে এবং স্থানীয় ব্যাপারে তার ইহুদীয় উপস্থিতি টের পাইয়ে ছেড়েছে। তিন মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি কুটিরও সম্পূর্ণ অবস্থায় রইল না : সব ভেঙেচুড়ে পড়ল, সবই মদের স্রোতে ডুবল, রইল কেবল দারিদ্র্য ও ছিন্নকন্থা; সমস্ত অঞ্চল যেন বিধ্বস্ত হল অগ্নিকাণ্ডে অথবা মহামারিতে। ইয়ান্‌কেল যদি আর দশ বছর সেখানে থাকতে পারত তা হলে সে নিশ্চয় সমস্ত এলাকাটিকে উৎসন্ন করে দিত। তারাস তার কামরায় প্রবেশ করলেন। ইহুদি উপাসনা করছিল, তার মাথায় অতি ময়লা এক আবরণ; তার ধর্মের আচরণ অনুযায়ী শেষবারের মতো থুতু ফেলার জন্য যখন সে মুখ ঘোরাল, তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল বুলবার উপর, বুলবা পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইহুদির চোখে সর্বাগ্রে ভেসে উঠল দুহাজার স্বর্ণমুদ্রা যা তাঁর মাথার মূল্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু সে লজ্জিত বোধ করল তার অর্থলোভে, চিরন্তন যে-অর্থচিন্তা কীটের মতো ইহুদির আত্মায় জড়িয়ে থাকে তা দমন করতে চেষ্টা করল সে।

'শোনো, ইয়ান্‌কেল!' তারাস বলেন ইহুদিকে, সে ইতিমধ্যেই তাঁর সামনে মাথা নোয়াতে শুরু করেছে এবং সাবধানে দরজায় তালা দিয়েছে যাতে কেউ তাদের দেখতে না পায়। 'আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি—নইলে, নিপার-কসাকরা তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত কুকুরের মতো; এখন তোমার পালা, এখন আমার একটি কাজ তোমায় করতে হবে!'

ইহুদির মুখে কুঞ্চিত রেখার আভাস দেখা গেল।

'কী ধরনের কাজ? যদি এমন কাজ হয় যা আমি করতে পারি, তা হলে কেন আমি তা করব না?'

'বেশি কথার দরকার নেই। আমাকে নিয়ে চলো ওয়ারশতে।'

'ওয়ারশতে? কী বলছেন আপনি! ওয়ারশতে?' ইয়ান্‌কেল বলল, তার ভুরু ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠল বিস্ময়ে।

'বেশি কথা নেই। নিয়ে চলো আমাকে ওয়ারশতে। যা হবার হোক, আমি তাকে আর একটিবার দেখতে চাই, অন্তত একটি কথা বলতে চাই তাকে।'

'কার সঙ্গে একটি কথা?'

'অস্তাপের সঙ্গে, আমার ছেলের সঙ্গে।'

'প্রভু কি এখনও জানেন না যে ইতিমধ্যে...'

'জানি, জানি সবই : দুহাজার মোহর তারা ঘোষণা করেছে আমার মাথার জন্য। বোকারামেরা জানে এর দাম! আমি তোমাকে দেব পাঁচ হাজার। এই এখনই দিচ্ছি দুহাজার,' বুলবা চামড়ার থলি থকে দুহাজার মোহর ঢেলে দিলেন, 'বাকিটা দেব ফিরে এসে।'

ইহুদি তখনই একটা তোয়ালে এনে সেগুলিকে ঢাকল।

'আহা, কী চমৎকার মোহর! আহ্, বড় ভালো মোহর।' একটিতে হাতে নাচিয়ে ও দাঁতে পরীক্ষা করে সে বলল। 'আমি ভাবছি, যে-লোকের কাছ থেকে প্রভু এই

www.pathagar.com

সুন্দর মোহরগুলো লুট করেছেন, সে তার পরে নিশ্চয় একঘণ্টাও বাঁচেনি, সোজা গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল, এই চমৎকার মোহরগুলোর শোকে ডুবে মরেছিল।'

'আমি তোমার কাছে আসতাম না। হয়তো আমি একাই যেতে পারতাম ওয়ারশতে; কিন্তু ওই হারামজাদা পোলরা হয়তো আমাকে চিনে ফেলে আটক করে ফেলবে। মিথ্যারচনায় আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। আর তোমরা, ইহুদিরা, এইজন্যেই জন্মেছ। তোমরা স্বয়ং শয়তানকে ঠকাতে পারো; সব চালাকি তোমাদের জানা; সেইজন্যেই আমি এসেছি তোমার কাছে! তা ছাড়া ওয়ারশতেও আমি একা কিছুই করতে পারতাম না। এখন তোমার মালগাড়িটা সাজাও আর নিয়ে চলো আমাকে!'

'প্রভু কি ভাবেন যে আমার ঘোড়াটাকে এখনই এনে গাড়িতে লাগিয়ে, 'হ্যাট্, হ্যাট্, জলদি চল্' বললেই হল? প্রভু কি ভাবেন যে তিনি যেমন আছেন তেমনভাবেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া চলে, লুকানোর দরকার নেই?'

'তা হলে লুকাও আমাকে, যেভাবে পারো; একটা খালি মদের পিপের মধ্যে হতে পারে?'

'ওরে ব্বাপ্স! প্রভু ভাবছেন তাঁকে মদের পিপেয় লুকানো যায়? প্রভু কি জানেন না যে সবাই ভাববে পিপেতে ভোদ্কা আছে?'

'তা, ভাবুক-না তারা যে ভোদ্কা আছে।'

'কী বললেন? ভাবুক-না তারা যে ভোদ্কা আছে?' বলল ইহুদি ও তার কানের পাশের চুলের গোছা দুহাতে টেনে পরে হাতদুটি উঁচুতে তুলল।

'তা তুমি এতে এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

'প্রভু কি জানেন না যে সবাই ভোদ্কা খেতে চাইবে বলেই ঈশ্বর ভোদ্কার সৃষ্টি করেছিলেন? সেখানকার সব মানুষ ভোজনবিলাসী, মিষ্টি খেতে ভালোবাসে; পিপে দেখলেই লোকেরা পিপের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে আসবে পাঁচ মাইল পথ, ফুটো করে দেবে পিপেতে আর যেই দেখবে কিছুই গড়িয়ে পড়ছে না, অমনি বলবে, 'ইহুদি কখনও খালি পিপে বয়ে বেড়ায় না, নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে কিছু। ধর ইহুদিটাকে, বাঁধ ইহুদিটাকে, কেড়ে নাও ইহুদিটার সব টাকাকড়ি, পাঠাও ইহুদিটাকে জেলে! কারণ, যেখানে যা-কিছু অন্যায় হয় তার দোষ পড়ে ইহুদির ঘাড়ে; কারণ, ইহুদিকে সবাই ভাবে কুকুরের মতো; তারা ভাবে, যদি কেউ ইহুদি হয় তা হলে সে মানুষই নয়।'

'তা হলে আমাকে রাখো মাছের গাড়িতে!'

'সে হয় না প্রভু; ঈশ্বরের দিব্যি, পারব না। সমস্ত পোল্যান্ডের লোকেরা এখন ক্ষুধায় পাগল, কুকুরের মতো। তারা সব মাছ চুরি করবে, প্রভুকে ধরে ফেলবে।'

'বেশ, তা হলে শয়তানের পিঠে পারো, সেখানেই চাপাও, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাওয়া চাই!'

'শুনুন, শুনুন প্রভু!' —ইহুদি তার জামার আস্তিন গুটিয়ে এবং দুহাত প্রসারিত করে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বলল। 'শুনুন কী আমরা করব। এখন সর্বত্র তৈরি হচ্ছে দুর্গ ও প্রাসাদ; বিদেশ থেকে এসেছে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারেরা, প্রচুর ইটপাথর চালান

www.pathagar.com

হচ্ছে পথে পথে। প্রভু একটা মালগাড়ির তলায় শুয়ে থাকবেন, তার ওপরে আমি সাজিয়ে দেব ইট। প্রভুকে দেখতে তো বেশ সুস্থ সবল লাগছে, তাই একটু চাপ পড়লে বেশি কিছু ক্ষতি হবে না; আমি তলায় একটা ফাঁক রেখে দেব যাতে প্রভুকে খাওয়ানো যায়।'

'করো যা তোমার খুশি, কেবল নিয়ে চলো আমাকে!'

একঘণ্টার মধ্যেই দুটি শীর্ণ ঘোড়ায়-টানা ইটবোঝাই এক মালগাড়ি বের হয়ে পড়ল উমান্ শহর থেকে। একটা ঘোড়ায় চড়ে বসল ঢ্যাঙা ইয়ান্‌কেল—পথের মাইল-চিহ্ন দেওয়া খুঁটির মতো সে দেখতে লম্বা—ঘোড়ার পিঠে উঁচুনিচু দোল খাওয়ার সময় তার কানের পাশের দীর্ঘচুলের গোছা ইহুদি-টুপির তলা থেকে বের হয়ে দুলতে লাগল।

এগারো

বর্ণিত ঘটনাবলি যে-কালে ঘটছিল তখন সীমানায় কোনোরকম শুল্কালয়ের কর্মচারী ও উদ্যমী লোকের কাছে ভয়প্রদ সওয়ার পাহারা থাকত না; ফলে সকলেই ইচ্ছামতো মালপত্র চালাচালি করতে পারত। অনুসন্ধান বা পরিদর্শন কেউ করলে, তা করত প্রধানত ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিতে, বিশেষত মালগাড়িতে যদি এমন কিছু থাকত যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং যদি এই ব্যক্তির হাতে থাকত যথেষ্ট শক্তি ও প্রভাব। কিন্তু ইট দেখে কারও লোভ হয়নি এবং তা নির্বিঘ্নে শহরের প্রধান তোরণগুলি পার হয়ে গেল। বুলবা তাঁর সংকীর্ণ খাঁচা থেকে শুনতে পেলেন কেবল পথের গোলমাল, গাড়িচালকদের চিৎকার, আর কিছুই নয়। ইয়ান্‌কেল, তার ক্ষুদ্রাকার ধূলিলিপ্ত অশ্বপৃষ্ঠে ঝাঁকুনি খেতে খেতে কতকগুলি ঘুরপাক দেওয়ার পর মোড় ঘুরল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। রাস্তার নাম 'ময়লা' বা 'ইহুদি রাস্তা', কেননা এখানে বাস করত ওয়ারশ শহরের প্রায় সকল ইহুদি। রাস্তাটি দেখলে মনে হয় ঠিক যেন বাড়ির পিছনের উঠানগুলি সামনে এসে পড়েছে। মনে হয় যেন সূর্যালোক এখানে কখনোই আসে না। কালক্রমে একেবারে কালো-হয়ে-যাওয়া কাঠের বাড়িগুলি ও জানালা থেকে বেরিয়ে আসা বহুসংখ্যক কাঠের খুঁটির ফলে অন্ধকার আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যেত লাল ইটের দেওয়াল, কিন্তু তাও স্থানে স্থানে মলিন হয়ে একেবারে কালো হয়ে গেছে। কদাচিৎ দেখা যেত দেওয়ালের মাথার চুনকাম-করা শাদা দিকটা, সূর্যালোকে তার উজ্জ্বলতা চোখ ধাঁধিয়ে দিত। এখানকার সব দৃশ্যই চোখকে পীড়া দেয় : চিমনির নল, ছেঁড়া ন্যাকড়া, আবর্জনার স্তূপ, ভাঙাচোরা বাসনপত্র। যা-কিছু অব্যবহার্য, তাই ছুড়ে ফেলা হত পথে, পরিত্যক্ত দ্রব্যাদিতে সর্বপ্রকারে পথিকের পঞ্চেন্দ্রিয় হত পীড়িত। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলিতে আড়াআড়ি লাগানো খুঁটিগুলির উপর ঝুলত ইহুদিদের মোজা, ছোট পায়জামা ও ধোঁয়ায় ঝলসানো হাঁস। ঘোড়ায় চড়া যাত্রী তার হাত দিয়েই এ-খুঁটিগুলি প্রায় ছুঁতে পারত। কখনও হয়তো ভেঙেপড়া ছোট জানলার ভিতর থেকে উঁকি মারত ইহুদি

www.pathagar.com

বালিকার সুন্দর মুখ, মলিন পুঁতির গয়নায় সাজানো। একদল ইহুদি ছোকরা ধুলোমাখা, ছেঁড়া পোশাক পরা, কোঁকড়াচুল, চ্যাঁচামেচি করে কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। পাটকিলে-চুলো এক ইহুদি, সারা মুখে নানা দাগের ফলে তাকে দেখাচ্ছিল চড়াই পাখির ডিমের মতো; জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে তখনই ইয়ান্‌কেলের সঙ্গে কথা শুরু করল তার অবোধ্য ভাষায়, ইয়ান্‌কেল তখনই একটা বাড়ির উঠানে প্রবেশ করল। অন্য একজন ইহুদি পথ দিয়ে যাচ্ছিল, সে-ই থেমে কথায় যোগ দিল; শেষ পর্যন্ত বুলবা যখন ইটের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন, দেখলেন যে তিনজন ইহুদিই কথা বলছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়।

ইয়ান্‌কেল তাঁর দিকে ফিরে বলল যে সব ঠিক হবে, তাঁর অন্তাপ এখন আছে শহরের জেলে এবং যদিও পাহারাদারদের রাজি করানো কঠিন, তবু সে আশা করে যে দেখা করানো যাবে।

বুলবা ইহুদি তিনজনের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ইহুদি আবার নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল তাদের অবোধ্য ভাষায়। তারাস তাদের প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। গভীর কী-একটা উত্তেজনা যেন তাঁকে আলোড়িত করে তুলেছে, রুক্ষ ও অনাগ্রহ মুখে ফুটে উঠল কেমন যেন অদৃশ্য আশার শিখা—সেরকম আশা কখনও কখনও দেখা দেয় শুধু সেই মানুষের কাছে যে হতাশার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে; তাঁর বৃদ্ধ হৃদয় সজোরে স্পন্দিত হতে লাগল—যেন যুবকের মতো।

'শোনো, ইহুদিরা!' বললেন তিনি, তাঁর কণ্ঠস্বরে উল্লাসের আভাস। 'তোমরা সবকিছু করতে পারো এ-পৃথিবীতে, সমুদ্রগর্ভ থেকেও খুঁড়ে বার করতে পারো; বহুকাল থেকে কথা চলতি আছে যে ইহুদি ইচ্ছে করলে তার নিজের আত্মাকেই চুরি করতে পারে। আমার অন্তাপকে তোমরা ছাড়িয়ে দাও! শয়তানদের হাত থেকে পালাবার পথ করে দাও। এই লোকটাকে আমি বারো হাজার মোহর দেব বলেছি—আমি আরও বারো হাজার দেব। আমার যা-কিছু আছে—দামি পানপাত্র, মাটিতে লুকানো সোনা, আমার বাড়ি, আমার শেষ পোশাক আমি দেব, আর তোমাদের সঙ্গে এই চুক্তি করব যে সারা জীবনে যুদ্ধে আমি যা-কিছু পাব তার অর্ধেক হবে তোমাদের।'

'হায়, তা হয় না, বড়কর্তা, তা হয় না!' ইয়ান্‌কেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

'না, হয় না!' বলল অন্য আর-একজন ইহুদি।

ইহুদি তিনজন পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

'চেষ্টা করলে ক্ষতি কী?' সভয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল তৃতীয় জন। 'হয়তো, ঈশ্বর সহায় হবেন।'

ইহুদি তিনজন জার্মান ভাষায় কথা বলতে লাগল। যতই কান খাড়া করে শুনুন-না কেন, বুলবা তাদের একটি কথাও বোঝাতে পারলেন না; যা শুনলেন তাতে কেবল বারবার উচ্চারিত হতে লাগল একটি শব্দ—'মার্দোহায়'।

ইয়ান্‌কেল বলল, 'শুনুন, প্রভু! আমাদের পরামর্শ করতে হবে একজনের সঙ্গে যার সমান লোক পৃথিবীতে কখনও জন্মায়নি। হুঁ, হুঁ! কী অদ্ভুত জ্ঞানী, যেন সলোমন;

www.pathagar.com

তিনি যা না পারেন, পৃথিবীতে অন্য কারও সাধ্যি নেই তা করে। আপনি বসুন এখানে; এই চাবি রইল, কাউকে ঢুকতে দেবেন না!'

ইহুদিরা পথে বেরিয়ে পড়ল।

তারাস দরজায় তালা লাগিয়ে ছোট জানলা দিয়ে ইহুদিদের এই ময়লা রাস্তায় তাকিয়ে রইলেন। ইহুদি তিনজন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে লাগল; তাদের সঙ্গে শিগগিরই যোগ দিল আর-একজন, শেষে আরও একজন। বারবার তিনি শুনতে পেলেন : 'মার্দোহায়, মার্দোহায়'। ইহুদিরা ক্রমাগত পথের একটি কোণের দিকে তাকাচ্ছিল; পরিশেষে, একটি জরাজীর্ণ বাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে এল ইহুদি জুতা পরা একটি পা ও ইহুদি জামার একটি প্রান্ত। 'আহ্ মার্দোহায়! মার্দোহায়!' ইহুদিরা সকলে চিৎকার করে উঠল সমস্বরে। শীর্ণ এক ইহুদি সে, ইয়ানকেলের চেয়ে মাথায় কিছুটা ছোট, কিন্তু মুখে কুঞ্চিত রেখা আরও অনেক বেশি, উপরের ঠোঁট বেশ প্রকাণ্ড; এই ধৈর্যহীন দলের দিকে সে এগিয়ে এলে ইহুদিরা সকলে তৎক্ষণাৎ তাকে সব কথা বলতে লাগল; মার্দোহায় বারবার ছোট জানলাটির দিকে তাকাল, তা থেকে তারাস বুঝলেন আলোচনা হচ্ছে তাঁরই সম্বন্ধে। মার্দোহায় বারবার হাত নাড়াল, শুনতে শুনতে কথায় বাধা দিল, থেকে-থেকে পাশের দিকে থুতু ফেলল, জামার প্রান্ত উঁচু করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করল কী যেন সব ঝুমঝুমির মতো, ফলে তার ময়লা পায়জামাটা খানিকটা দেখা গেল। শেষে ইহুদিরা সকলে এমন চিৎকার তুলল যে পাহারাদার ইহুদিটি বাধ্য হয়ে থামার জন্য ইঙ্গিত করল। তারাস নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু এই ভেবে তিনি শান্ত হলেন যে পথে ছাড়া ইহুদিরা আর কোনো জায়গায় কথা বলতে পারে না এবং স্বয়ং শয়তানও বুঝতে পারে না এদের ভাষা।

মিনিট দুয়েক পরে ইহুদিরা সকলে প্রবেশ করল তাঁর ঘরে। মার্দোহায় তারাসের কাছে এসে তাঁর কাঁধ চাপড়ে বলল, 'আমরা আর ঈশ্বর যদি কোনোকিছু করতে চাই, তা হলে তা করবই।'

তারাস তাকিয়ে দেখলেন এই সলোমনের দিকে, যার সমতুল্য পৃথিবীতে কেউ জন্মায়নি; তিনি যেন আশা পেলেন। বস্তুত, তার চেহারা দেখে কেমন যেন বিশ্বাসের সঞ্চার হয় : তার উপরের ঠোঁট একদম কিম্ভূত, যে কারণে ঠোঁটের স্থূলতা আরও বেড়ে গেছে, তা লোকটির আয়ত্তে ছিল না। এই সলোমনের দাড়িতে ছিল মাত্র পনেরো গাছি চুল, এবং সবগুলিই বাঁধারে। সলোমনের মুখে তার বিক্রমের ফলস্বরূপ বহু আঘাতের চিহ্ন। সংখ্যায় সেগুলি এত যে সে নিশ্চয় বহুকাল এদের হিসাব ভুলে গিয়ে আঘাতগুলিকে জন্মকালীন জড়ুলচিহ্ন বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

মার্দোহায়ের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিস্ময়ে যারা পূর্ণ সেই দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল মার্দোহায়। বুলবা একা রইলেন। তিনি পড়েছেন এক অদ্ভুত, অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে; জীবনে এমন অস্থিরতা তিনি আর কখনও অনুভব করেননি। তিনি যেন জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। তিনি যেন আর সেই বুলবা নন যা তিনি ছিলেন—অনমনীয়, অবিচলিত, শক্তিশালী যেন এক ওকগাছ; এখন তিনি ক্ষীণচিত্ত, দুর্বল। তিনি চমকে ওঠেন

www.pathagar.com

প্রতিটি শব্দে, পথের শেষে প্রতিটি নতুন ইহুদিমূর্তির আবির্ভাবে। এইভাবে তিনি কাটালেন সারাটি দিন; আহার বা পান কিছুই করলেন না, পথের ধারের সেই ছোট জানলাটি থেকে একবারও চোখ ফেরালেন না। অবশেষে, সন্ধ্যা পার হয়ে গেলে দেখা দিল মার্দোহায় ও ইয়ান্‌কেল। তারাসের হৃৎস্পন্দন থেমে গেল।

'কী খবর? হবে তো?' বন্য অশ্বের অধীরতায় তিনি প্রশ্ন করলেন তাদের।

উত্তর দেওয়ার মতো সাহস ইহুদিরা সঞ্চয় করার আগেই তারাস লক্ষ করলেন রগের যে শেষ কেশগুচ্ছ সুন্দরভাবে না হলেও মার্দোহায়ের টুপির তলা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে পড়ত, তা আর নেই। দেখা গেল যে সে কিছু বলতে চায়, কিন্তু তার বদলে এমন প্রলাপ বকতে লাগল যে তারাস তার একবর্ণও বুঝতে পারলেন না। ইয়ান্‌কেল নিজেও ক্ষণে-ক্ষণে হাত দিয়ে মুখ চাপছিল, যেন সে সর্দিতে কষ্ট পাচ্ছে।

'ওহ্, বড়কর্তা!' ইয়ান্‌কেল বলল, 'এখন কিছুই করা যাবে না! এত খারাপ লোক এরা যে থুতু ফেলতে হয় এদের মাথায়। মার্দোহায়ও এই কথা বললেন। মার্দোহায় যা করেছেন তা পৃথিবীতে আর কোনো মানুষ করতে পারত না; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে আমরা সফল হই। তিন হাজার সৈন্য এখানে জমায়েত আছে, আর কাল প্রাণদণ্ড হবে বন্দিদের সকলের।'

তারাস ইহুদিদের চোখের দিকে তাকালেন, কিন্তু তাঁর চাউনিতে আর অধৈর্য বা ক্রোধ নেই।

'তা হলে প্রভু যদি চান দেখা করতে, তা করতে হবে কাল সকালে, সূর্য ওঠার আগেই। পাহারাদারেরা রাজি আছে, একজন হাবিলদারও কথা দিয়েছেন। কিন্তু তারা যেন পরলোকে কোনো সুখ না পায়! হায়, হায়, কী ভীষণ লোভী এই মানুষগুলো! আমাদের মধ্যেও এমন লোভী নেই : প্রত্যেক পাহারাদারকে দিলাম পঞ্চাশ মোহর আর হাবিলদারকে ...'

'ঠিক আছে। নিয়ে চলো আমাকে তার কাছে!' তারাস বলে উঠলেন দৃঢ়চিত্তে; তাঁর অন্তরের সমস্ত শক্তি আবার ফিরে এসেছে।

ইয়ান্‌কেলের প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন। তিনি যাবেন একজন বিদেশী কাউন্টের ছদ্মবেশে, জার্মান দেশ থেকে যেন খুব সম্প্রতি এসেছেন, এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পোশাক ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছে এই দূরদর্শী ইহুদি। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গিয়েছিল। গৃহকর্তা, সেই পাটকিলে-চুলো, মুখে মেছেতাওলা ইহুদি, টেনে বার করল পাতলা একখানা তোশক, গাছের ছালের মাদুর দিয়ে তা ঢাকা, সেটা সে বিছিয়ে দিল এক বেঞ্চির উপর বুলবার জন্য। এরকম আর-একটি তোশকের উপর ইয়ান্‌কেল শুয়ে পড়ল মেঝেতে। পাটকিলে-চুলো ইহুদি একটা ছোট পাত্র থেকে কী যেন পান করল, জামা খুলে ফেলল, কেবল জুতো ও মোজা পরে থাকায় তাকে দেখতে হল যেন মোরগছানা। তারপর ইহুদিনীকে নিয়ে ঢুকে পড়ল কেমন যেন এক আলমারির মধ্যে। সেই আলমারির ধারে মেঝের উপর শুয়ে ছিল দুটি ইহুদি বাচ্চা, দুটি ঘরোয়া কুকুরের মতো। কিন্তু তারাসের ঘুম নেই; স্থির হয়ে বসে তিনি টেবিলের উপর লঘুভাবে আঙুল বাজাতে লাগলেন; তাঁর মুখের পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে থাকায় ইয়ান্‌কেল ঘুমের

www.pathagar.com

মধ্যে হাঁচল, নিজের নাক ঢাকল কম্বল দিয়ে। আকাশে উষার প্রথম ক্ষীণ আভাস প্রকাশ পেতে-না-পেতে তারাস পা দিয়ে তাকে ধাক্কা দিলেন।

'উঠে পড়ো, ইহুদি, দাও আমাকে তোমার কাউন্টের পোশাক।'

চোখের পলকে তাঁর সাজ হয়ে গেল; গোঁফ ও ভুরুতে কালো রং লাগিয়ে মাথায় পরলেন ছোট কালো টুপি—কসাকদের ভিতর যারা তাঁকে খুব ভালো করে চেনে তারাও তাঁকে এখন চিনতে পারত না। দেখতে তাঁকে মনে হল পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি নয়। তাঁর গালে ফুটে উঠল স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা, ক্ষতচিহ্নগুলিও যেন তাঁকে কী এক মহিমা এনে দিল। সুবর্ণখচিত সজ্জায় তাঁকে মানাল চমৎকার।

পথগুলি তখনও নিদ্রাচ্ছন্ন। ব্যবসায়ী লোকদের একজনকেও ঝুড়ি-হাতে তখনও শহরে দেখা যায়নি। বুলবা ও ইয়ান্‌কেল একটা বাড়ির সামনে এল। বাড়িটি দেখতে যেন বসে-থাকা সারসপাখির মতো। বাড়িটি নিচু, প্রশস্ত, প্রকাণ্ড, কালো রং ধরা তার একধারে, সারসের গলার মতো উঁচু হয়ে গেছে লম্বা সরু একটা মিনার, তার উপর দেখা যায় ছাদের কিছুটা অংশ। এই বাড়িটিতে কাজ চলে অনেক ধরনের : এখানে আছে ছাউনি, কয়েদখানা, এমনকি একটা ফৌজদারি আদালতও। আমাদের পথিকেরা তোরণে প্রবেশ করে যেখানে এসে পড়ল, সেখানটা একটা চওড়া দালান অথবা ছাতওয়ালা প্রাঙ্গণের মতো। হাজারখানেক লোক এখানে ঘুমাচ্ছিল। ঠিক সামনে নিচু দরজা, তার সামনে বসে দুজন পাহারাদার; একে অন্যের হাতের তালুতে দুই আঙুল দিয়ে আঘাত করে তারা একধরনের খেলা খেলছিল, আগন্তুকদের তারা কোনোরকম লক্ষই করল না। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল তখনই, যখন ইয়ান্‌কেল বলল :

'আমরা এসেছি; শুনছেন মশাইরা? আমরা এসেছি।'

একহাত দিয়ে দরজা খুলে দিয়ে তাদের মধ্যে একজন বলল, 'চলে এসো!' অন্য হাত বাড়িয়ে দিল তার সঙ্গীর আঙুলের আঘাতের জন্য।

এক সরু অন্ধকার বারান্দায় তারা প্রবেশ করল, সেখান থেকে পৌঁছল আগেকার মতো আর-একটি দালানে যার উঁচুদিকে ছোট ছোট জানলা।

'কে যায় ওখানে?' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটি স্বর; তারাস দেখলেন বৃহৎ এক সৈন্যদল, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত। 'কাউকে ঢুকতে দেবার হুকুম নেই।'

'এ যে আমরা!' ইয়ান্‌কেল চ্যাঁচাল। 'হায় ভগবান, এ যে আমরা, ওগো কর্তারা!' কিন্তু কেউই তার কথা শুনতে চায় না। ভাগ্যক্রমে, সেই সময়ে একজন মোটাসোটা লোক এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর চেহারা দেখে মনে হয় তিনি সেখানকার প্রধান, কেননা গালাগাল দিচ্ছিলেন সকলের চেয়ে বেশি জোরে।

'প্রভু, এ যে আমরা, আপনি তো আমাদের আগেই চেনেন; স্বয়ং কাউন্টও আপনকে ধন্যবাদ দেবেন।'

'যেতে দাও এদের, জাহান্নামে যাক শয়তানের গুষ্টি! আর কাউকে ছেড়ো না। তলোয়ার ফেলে দিয়ে হারামি করেন না ...'

এই বাকপটু আদেশের শেষ পর্যন্ত শুনল না আমাদের পথিকেরা।

www.pathagar.com

'এই যে আমরা ... এই আমি ... আপন লোকেরা!' যার সঙ্গে দেখা হল প্রত্যেককে বলতে লাগল ইয়ান্‌কেল।

'আমরা কি এখন আসতে পারি?' বারান্দার শেষে এসে সে জিজ্ঞাসা করল একজন পাহারাদারকে।

'পারো, তবে বলতে পারি না একেবারে কয়েদখানা পর্যন্ত তোমাদের ঢুকতে দেবে কি না। ইয়ান এখন ওখানে নেই : তার জায়গায় এসেছে অন্য লোক', উত্তর দিল পাহারাদার।

'সে কী! সে কী!' মৃদুস্বরে বলল ইহুদি। 'এ যে গতিক মন্দ, বড়কর্তা!'

'এগিয়ে চলো!' জেদ করে বললেন তারাস।

ইহুদি তাঁর কথা শুনল।

খিলান উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে, তার মধ্যে ভূগর্ভস্থ কারাগৃহের দরজা; তার সামনে দাঁড়িয়ে এক সৈনিক, গোঁফে তিনটি থাক। প্রথম থাক গিয়েছে পিছুদিকে, দ্বিতীয়টি এসেছে সোজা সামনে ও তৃতীয়টি নেমেছে নিচের দিকে—দেখতে অনেকটা বিড়ালের মতো।

ইহুদি যতদূর সম্ভব শরীর নিচু করে পাশ ঘেঁষে গেল তার দিকে :

'হুজুর! হে মহামান্য প্রভু!'

'তুই, ইহুদি, কিছু বলছিস আমাকে?'

'আপনাকেই বলছি, বড়কর্তা!'

'হুঁ, কিন্তু আমি তো একজন সাধারণ সৈন্য!' বলল তিনথাক গোঁফওয়ালা, তার চোখ খুশিতে ভরা।

'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, ঈশ্বরের দিব্যি, যে আপনি খোদ শাসনকর্তা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ!' বলতে বলতে ইহুদি মাথা দোলাতে লাগল, হাতের আঙুলগুলি ছড়িয়ে দিল। 'আহা, কেমন সম্ভ্রান্ত চেহারা। ঈশ্বরের দিব্যি, কর্নেলসাহেব, ঠিক যেন কর্নেলসাহেব! এখন আর একটু হলেই তো একেবারেই কর্নেল, আস্ত কর্নেলসাহেব! প্রভুকে বসানো উচিত এমন ঘোড়ায় যা মাছির মতো জোরে ছোটে, আর তার দেওয়া উচিত এই রেজিমেন্টের!'

সৈনিক তার গোঁফের নিচের থাকে তা দিল, চোখ তার একেবারে ভরে গেল খুশিতে।

'ফৌজি লোকেরা কী চমৎকার!' বলে চলল ইহুদি। 'ওঃ, সত্যি বলতে কি, এমন লোক আর হয় না! তাদের ফৌজি সাজসজ্জা...ঝলমল করে যেন সূর্যের মতো; আর ফৌজি লোক দেখলেই মেয়েরা...আহ্ আহ্!'

ইহুদি আবার মাথা দোলাল।

সৈনিক তার গোঁফের উপরের থাকে পাক দিল এবং দাঁতের ভিতর দিয়ে যে-শব্দটি করল তা শোনাল কিছুটা ঘোড়ার চিঁহিঁর মতো।

'প্রভু যদি আমাদের একটু দয়া দেখান!' ইহুদি বলল,' এই রাজকুমার এসেছেন বিদেশ থেকে, ইনি দেখতে চান কসাকরা কীরকম। ইনি জন্মে কখনও দেখেননি কী

www.pathagar.com

ধরনের লোক এই কসাকরা।'

বিদেশী কাউন্ট ও ব্যারনদের পোল্যান্ডে যাতায়াত ছিল খুবই প্রচলিত : তাঁরা প্রায়ই এখানে আসতেন এবং আসতেন কেবল কৌতূহলের বশে, ইউরোপের এই অর্ধ-এশীয় কোণটিকে দেখার জন্য; মস্কোভিয়া ও ইউক্রেনকে তাঁরা এশিয়ার অংশ বলে ভাবতেন। সেইজন্য সৈনিক নত হয়ে অভিবাদন করল, ভাবল, তার নিজের মতোও কিছু বলা দরকার :

'আমি জানি না, মান্যবর মহাশয়,' সে বলল, 'কেন আপনি এদের দেখতে চান। এরা মানুষ নয়, কুকুর। আর তাদের ধর্ম এমন যে কেউ সম্মান করে না।'

বুলবা বলে উঠলেন, 'মিথ্যা বলছিস, শয়তানের বাচ্চা! তুই নিজেই কুকুর। কোন সাহসে তুই বলছিস যে আমাদের ধর্মকে কেউ মানে না। তোদের বিরুদ্ধাচারী ধর্মকেই কেউ মানে না।'

'হো, হো!' সৈনিক বলল, 'বুঝেছি, বন্ধু, তুমি কে; তুমি তাদেরই একজন যাদের আমি এখানে চৌকি দিচ্ছি। দাঁড়াও, ডাকছি এখানে আমাদের লোকেদের।'

তারাস টের পেলেন, মহাভুল হয়েছে, কিন্তু জেদ ও বিরক্তিতে তিনি ভেবে পেলেন না কীভাবে এর প্রতিকার করা যায়। ভাগ্যক্রমে, ইয়ান্‌কেল সেই মুহূর্তেই বাঁচিয়ে দিল।

'পরম সম্ভ্রান্ত প্রভু! এ কেমন করে সম্ভব যে কাউন্ট হবেন কসাক? আর তিনি যদি কসাকই হবেন তা হলে কাউন্টের পোশাক, কাউন্টের চেহারা তিনি পেলেন কী করে?'

'বানানো কথা ঢের হয়েছে!' সৈনিক তার চওড়া মুখ হাঁ করল চিৎকারের জন্য।

'মহামান্য মহারাজ! চুপ করুন! ঈশ্বরের নামে, চুপ করুন!' চেঁচিয়ে উঠল ইয়ানকেল। 'চুপ করুন! আমরা এর জন্যে আপনাকে এত দেব যা কেউ কখনও দেখেনি; আমরা আপনাকে দেব দুই সোনার মোহর।'

'বটে! দুই মোহর! দুই মোহর তো আমার কাছে কিছুই না; আমি আমার নাপিতকেই দিই দুই মোহর, শুধু আমার দাড়ি অর্ধেক কামানোর জন্যে। একশো মোহর দিবি তো দে, ইহুদি!' এই বলে সৈনিক তার উপরের গোঁফ পাকাল। 'একশো মোহর এখনই না দিলে, চেঁচাবই!'

'বড় বেশি চাইছে লোকটা!' ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে সখেদে বলল ইহুদি, তার চামড়ার থলি খুলল সে; দেখে খুশি হল যে থলিতে একশোর বেশি নেই এবং সৈনিক একশোর বেশি গুনতেও জানে না। কিন্তু ইয়ান্‌কেল লক্ষ করল যে সৈনিকটি তার হাতে মোহর গোছাচ্ছে এমন ভাব করে যেন আরও বেশি চায়নি বলে তার আফসোস হচ্ছে। তা দেখে সে বলে উঠল, 'প্রভু, প্রভু! শিগগির চলে আসুন! দেখেছেন তো এখানকার লোকেরা কী মন্দ!'

'সে আবার কী, ওরে শয়তান,' বললেন বুলবা, 'টাকা নিলি আর দেখতে দিবি না? তা হবে না, দেখতেই হবে। মোহর যখন নিয়েছিস তখন "না" করা চলবে না।'

'ভাগো, জাহান্নামে যাও! নইলে এক্ষুনি জানিয়ে দেব, তখন...পালাও, বলছি তোমাদের, জলদি!'

www.pathagar.com

'প্রভু! প্রভু! চলে আসুন! হায় ঈশ্বর, চলে আসুন! গোল্লায় যাক ওরা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন স্বপ্ন দেখুক যাতে থুতু ফেলতে হয়,' 'চিৎকার করল হতভাগ্য ইহুদি।

বুলবা মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে ফিরলেন এবং পিছিয়ে এলেন; ইয়ান্‌কেল তাঁর পিছনে পিছনে এল তাঁকে তিরস্কার করতে করতে; তার মোহরগুলি অকারণে খোয়া গেল, এই ভেবে তার গভীর দুঃখ।

'কী হবে লোকটার সঙ্গে লেগে? বলুক-না কুত্তাটা যা-খুশি! লোকগুলোই অমনই, গাল না-পেড়ে পারে না। হায় রে কপাল, ঈশ্বর ওদের কী সৌভাগ্যই-না দিয়েছেন! একশো মোহর কেবল আমাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে! আর আমাদের ইহুদিদের বেলা : চুল ছিঁড়ে ও মুখে চোট লাগিয়ে এমন অবস্থা করে যে মুখের দিকে চাওয়া যায় না; আমাদের তো কেউ দেয় না একশো মোহর। হে ঈশ্বর! হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর!'

এই অসাফল্যে বুলবা আরও বেশি কৃতসংকল্প হয়ে উঠলেন; তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিল।

'চলো যাই!' হঠাৎ তিনি যেন চেতনা পেয়ে বললেন। 'চলো চত্বরে। দেখতে চাই কত অত্যাচার ওরা করবে ওর ওপর।'

'কিন্তু প্রভু, কেন যাচ্ছেন! আমরা তো আর কিছুই করতে পারব না।'

'চলো যাই!' জেদ করে বললেন বুলবা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ইহুদি ধাত্রীর মতো তাঁর পিছুপিছু চলল। বধ্যভূমি খুঁজে পাওয়া কঠিন হল না : চারদিক থেকে লোক সেখানে জমা হচ্ছিল। অতীতের সেই রুক্ষ যুগে এটা ছিল আকর্ষণীয়তম দৃশ্যের অন্যতম এবং তা কেবলমাত্র হীন জনতার জন্য নয়, উচ্চতর শ্রেণীর জন্যও। দলে-দলে অতি ধর্মশীলা বৃদ্ধা নারী, আর অতি ভয়কাতর সে-সকল কুমারী ও রমণী পরে সারারাত ধরে রক্তাক্ত মৃতদেহের স্বপ্ন দেখবে এবং ঘুমের মধ্যে সজোরে চিৎকার করে উঠবে পানোন্মত্ত হুসার সৈনিকের মতো, তারা কেউ কৌতূহল নিবৃত্তির এমন সুযোগ ছাড়ত না। 'কী নিষ্ঠুর পীড়ন!'— তাদের মধ্যে অনেকে চোখ বন্ধ করে, মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করত বিকারগ্রস্তভাবে; তা হলেও বহুক্ষণ ধরে সেখানে থেকে যেত। অনেকে মুখ হাঁ করে, হাত বাড়িয়ে সামনের লোকেদের মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইত যাতে আরও ভালো করে দেখতে পাওয়া যায়। ছোট, সরু, সাধারণ মাথার ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়ত কসাইয়ের এক-একটা স্থূল মুখ। সমস্ত প্রকরণ সে নিরীক্ষণ করত এক অভিজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিতে, আর এক-এক অক্ষরের শব্দ দিয়ে কথা বলত কোনো অস্ত্রনির্মাণকারী কারিগরের সঙ্গে, সে-কারিগর তার আপন লোক, কেননা ছুটির দিনে তারা একই দোকানে মদ্যপান করে। কেউ-কেউ উত্তেজনার সঙ্গে মন্তব্য করতে থাকত, কেউ-কেউ বাজি পর্যন্ত রাখত; কিন্তু জনতার অধিকাংশ ছিল সেই ধরনের লোক, যারা সারা পৃথিবীতে যা-ই ঘটুক-না কেন, নাক খুঁটতে খুঁটতে সবই দেখে যায় নির্বিকারভাবে।

সামনের দিকে, প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা নগররক্ষী সেনাদলের ঠিক পাশেই, দাঁড়িয়ে ছিল একজন পোলীয় যুবক। সে হয় অভিজাত, অথবা আপনাকে অভিজাত বলে

www.pathagar.com

চালাতে চায়; সামরিক সজ্জায় সে সজ্জিত, তার যা-কিছু সাজপোশাক ছিল সবই সে পরে এসেছে, একটা ছেঁড়া কামিজ ও পুরোনো জুতো ছাড়া আর কিছুই তার ঘরে পড়ে নেই। তার গলায় ঝুলছিল একটির উপর আর-একটি—দুটি চেন, তাতে লাগানো মোহরের মতো একটা-কিছু। সে দাঁড়িয়ে ছিল তার প্রেমিকা ইউজিসিয়াকে পাশে রেখে, ঘনঘন তাকিয়ে দেখছিল কেউ যেন মেয়েটির রেশমি পোশাক ময়লা না করে। সবকিছুই সে তাকে এমন বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে প্রকৃতপক্ষে বলার মতো কিছুই বাদ পড়ছিল না। সে বলতে লাগল, 'এই-যে এতসব লোক দেখছ এখানে, ওগো ইউজিসিয়া, এরা সব দেখতে এসেছে কেমন করে অপরাধীদের প্রাণদণ্ড হয়। আর, ওগো সোনা আমার, ওই যে ওখানে লোকটিকে দেখছ যার হাতে কুঠার আর অন্যান্য অস্ত্র, ও হচ্ছে জল্লাদ, ও-ই দেবে প্রাণদণ্ড। চাকার তলায় ফেলে কী অন্য কিছু করে ও যখন শাস্তি দেবে, অপরাধী তখনও বেঁচে থাকবে; কিন্তু সোনা আমার যখন ও মাথাটি কেটে ফেলবে, তখনই মরবে অপরাধী। তার আগে পর্যন্ত সে চ্যাঁচাবে, হাত-পা ছুড়বে, কিন্তু মাথাটি কেটে ফেললেই সে আর চ্যাঁচাতে, কি খেতে, কিংবা জলপান করতে পারবে না; কেননা, সোনা আমার, তখন তার আর মাথাই থাকবে না। ইউজিসিয়া এইসব শুনতে লাগল সভয়ে ও সকৌতূহলে।

বাড়িগুলির ছাদ লোকে ভরাট। ছোট ছোট গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মারছিল অদ্ভুত গোঁফওয়ালা বহু মুখ, তাদের মাথায় বনেটের মতো টুপি। ঢাকা-বারান্দায় বসেছেন অভিজাতবর্গ। শাদা চিনির মতো ঝলমলে এক হাস্যময়ী রূপসীর সুন্দর একখানি হাত পড়ে ছিল রেলিঙের উপর। যথেষ্ট পরিমাণে স্থূলকায় খ্যাতনামা অভিজাতেরা চারদিকে দেখছিলেন গম্ভীরভাবে। ঝোলানো হাতাওয়ালা ধবধবে পোশাকের এক ভৃত্য সকলকে পরিবেশন করছিল নানাবিধ পানীয় ও খাদ্য। মাঝে মাঝে এক কৃষ্ণনয়না লঘুচিত্ত তরুণী তার গৌরবর্ণ হাতে পিঠে বা ফল তুলে নিয়ে ছুড়ে দিচ্ছিল জনতার মধ্যে। ক্ষুধার্ত বীরদের দল তাদের টুপি তুলে ধরল খাদ্য সংগ্রহ করতে; একজন দীর্ঘদেহ অভিজাত, তার মাথা সকলের উপরে, পরনে ময়লা লাল জামায় বিবর্ণ সোনার সাজ—সেই প্রথমে তার দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে লুফে নিল খাদ্যাদি, চুম্বন করল তার অর্জনকে, বুকের উপর চেপে ধরল এবং পরে মুখে পুরে দিল। বারান্দায় ঝোলানো সোনার খাঁচায় একটি বাজপাখিও ছিল দর্শকদের মধ্যে; মাথা একদিকে হেলিয়ে, এক পা উঁচু করে সেও মনোযোগ দিয়ে জনতার দিকে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ শঙ্কায়মান হয়ে উঠল জনতা, চারদিক থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল; 'আনছে...আনছে!... কসাকদের!...'

এল তারা খোলা-মাথায়, তাতে দীর্ঘ ঝুঁটি, তাদের দাড়িতে ক্ষুর পড়েনি। তারা এল নির্ভয়ে, কেমন এক শান্ত দর্পভরে, বিষাদের কোনো চিহ্ন তাদের মুখে নেই; তাদের দামি পোশাক এখন জীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন; জনতার দিকে তারা তাকিয়ে দেখল না, অভিবাদনও করল না। তাদের সকলের পুরোভাগে অস্তাপ।

বৃদ্ধ তারাস যখন দেখলেন তাঁর অস্তাপকে, কী মনে হচ্ছিল তাঁর? কী হচ্ছিল তাঁর বুকের ভিতরে? জনতার মধ্য থেকে তিনি তাকে দেখতে লাগলেন, তার ক্ষীণতম

www.pathagar.com

অঙ্গ-সঞ্চালনও তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। তারা ইতিমধ্যে শিরশ্ছেদের জায়গায় এসে পড়েছে। অস্তাপ থামল। সকলের আগে তাকেই পান করতে হবে এই ভীষণ পানপাত্র। সে তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে দেখল, হাত উঁচু করে উচ্চকণ্ঠে বলল :

'ঈশ্বর করুন যেন এরা, এই বিধর্মীর যে-দল এখানে দাঁড়িয়ে, খ্রিস্টানের গলা থেকে আর্তনাদ যেন তারা না শোনে! আমাদের মধ্যে কেউ যেন একটি শব্দ না করে।'

এই বলে সে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল।

'বেশ বলেছ, বাছা আমার, বেশ বলেছ!' বুলবা বললেন মৃদুস্বরে, তাঁর পক্বকেশ মস্তক মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল।

অস্তাপের ছিন্নবেশ ছিনিয়ে নিল জল্লাদ; তার হাত-পা বাঁধা হল বিশেষভাবে তৈরি কাঠামোয়, এবং... কিন্তু আমরা এই নারকীয় অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে পাঠককে যন্ত্রণা দেব না। এতে পাঠকের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে। এ ছিল তদানীন্তন নিষ্ঠুর বর্বরযুগের এক নিদর্শন, যখন মানুষের জীবন ছিল কেবল রক্তাক্ত সামরিক কীর্তি দিয়ে ভরা, মানুষের অন্তর হয়ে উঠত লোহার মতো কঠিন, মানবিক অনুভূতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকত না। অল্প যে-কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন এই যুগের ব্যতিরেকস্বরূপ তাঁরা বৃথাই এইসব ভীতিপ্রদ আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন। বৃথাই রাজা ও আলোকপ্রাপ্ত সেনাপতিরা বলেছিলেন যে শাস্তির এই ভীষণতা কেবল কসাকজাতির প্রতিহিংসাপরায়ণতাকেই উদ্দীপিত করে। কিন্তু রাজশক্তি ও বিজ্ঞ উপদেশ তুচ্ছ হয়ে গেল শাসনকারী ধনাঢ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার সামনে; তাদের অবিবেচনায়, অভাবনীয় অপরিণামদর্শিতায়, শিশুসুলভ আত্মপরায়ণতা ও তুচ্ছ অহংকারে শাসন পরিষদকে তারা পরিণত করল শাসনকার্যের ব্যঙ্গচিত্রে। অস্তাপ তার সকল অত্যাচার সহ্য করল দৈত্যের মতো দৃপ্তভাবে। তখনও, যখন তার হাতের ও পায়ের হাড় ভাঙতে লাগল, যখন এই ভয়ঙ্কর শব্দ জনতার সুদূরের দর্শকেরাও শুনতে পেল মৃত্যুসম নিস্তব্ধতার মধ্যে, যখন মহিলারা তাঁদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, তখনও একটি শব্দ, একটি আর্তনাদও শোনা গেল না, আর্তনাদের মতো কোনো শব্দ বের হল না তার মুখ থেকে, তার মুখের একটি রেখাও বিকৃত হল না। তারাস দাঁড়িয়ে ছিলেন জনতার মধ্যে মাথা নিচু করে, কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি গর্বভরে উন্নত, তিনি কেবল অনুমোদনের সুরে বলতে লাগলেন, 'বেশ করেছ, বাছা আমার, বেশ করেছ!'

কিন্তু অস্তাপকে যখন শেষ মৃত্যুযন্ত্রণা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হল তখন মনে হল যেন তার শক্তি ফুরিয়ে আসছে। সে চারদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল : হায় ঈশ্বর, সবই অজানা, অপরিচিত মুখ! তার আপনজনের কেউ যদি তার মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকতে পারত! সে তার দুর্বল মায়ের ক্রন্দন অনুশোচনা শুনতে চায়নি, শুনতে চায়নি কোনো পত্নীর উন্মত্ত চিৎকার, যে নিজের কেশ উৎপাটিত করে তার শুভ্র বক্ষে আঘাত করবে; সে শুধু দেখতে চেয়েছিল দৃঢ়চিত্ত পুরুষকে, যার বিজ্ঞ বাণী তাকে দেবে মৃত্যুর আগে শক্তি ও সান্ত্বনা। ভেঙে পড়ে সে অন্তরের বেদনায় চিৎকার করে উঠল :

'বাবা! কোথায় তুমি? শুনতে পাচ্ছ কি?'

www.pathagar.com

'শুনতে পাচ্ছি!' ধ্বনিত হয়ে উঠল সেই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে, সেখানকার লক্ষ লক্ষ লোক একসঙ্গে শিউরে উঠল।

অশ্বারোহী সৈন্যের একদল তৎক্ষণাৎ ছুটল জনতাকে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করতে। ইয়ান্‌কেল মৃত্যুর মতো বিবর্ণ হয়ে গেল, অশ্বারোহীরা তাকে পার হয়ে যাওয়া মাত্র সে সভয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল তারাসের দিকে, কিন্তু তারাস তখন তার কাছে নেই, তাঁর কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

বারো

তারাসের চিহ্ন আবার দেখা গেল। ইউক্রেনের প্রান্তে দেখা দিল এক লক্ষ বিশ হাজার কসাক-সৈন্য। এখন তারা আর লুটেরা বা তাতার-খেদানো ছোটখাটো অংশ বা দল নয়। না, এবারে সমস্ত জাতি মাথা তুলেছে, কারণ জনগণের সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত,—মাথা তুলেছে তার অধিকারভঙ্গের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য, তার রীতিনীতির লজ্জাকর তাচ্ছিল্যের জন্য, তার পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস ও পবিত্র অনুষ্ঠানের অপমানের জন্য, তার গির্জাঘরকে অপবিত্র করার জন্য, বিদেশী অভিজাতবর্গের অতিরিক্ত উপদ্রবের জন্য, অত্যাচারের জন্য, পোপের অধীন ঐক্যধর্মের বিরুদ্ধে, খ্রিস্টানদের দেশে ইহুদিদের লজ্জাকর প্রভুত্বের জন্য—সেই সমস্তকিছুর জন্য যা বহুকাল ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে কসাকের হৃদয়ে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করেছিল। তরুণ কিন্তু সবলচিত্ত কমান্ড্যান্ট অস্ত্রানিৎসা[৮] নেতা হলেন এই অসংখ্য কসাক-সৈন্যের। তাঁর পাশে রইলেন বয়স্কতর ও অভিজ্ঞ সঙ্গী ও পরামর্শদাতা গুন্যা[৯]। আটজন কর্নেলের অধীনে আটটি রেজিমেন্ট, প্রত্যেকটিতে বারো হাজার সৈনিক। কমান্ড্যান্টের পিছনে চলল দুজন সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এবং একজন কমান্ড্যারের প্রতীক-বাহক জেনারেল। পতাকা ও নিশান বহুদূর পর্যন্ত আকাশে উড়তে লাগল; প্রতীক-বাহকের সহকারী বহন করছিল কমান্ড্যান্টের প্রতীকগুলি। আরও অনেক রেজিমেন্টের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল—যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত, সামরিক সহকারী, রেজিমেন্ট মুহুরি, তাদের কাছেই পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী; তালিকাভুক্ত কসাকদের পাশাপাশি জমায়েত হল প্রায় সমসংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসৈনিক। চারদিক হতে এল কসাকরা : তারা এল চিগিরিন, পেরেয়াস্‌লাভ্‌, বাতুরিন, গলুখভ থেকে, নিপার নদীর ভাটি আর উজান—উভয় অঞ্চল থেকে এবং চর আর দ্বীপগুলি থেকে। অসংখ্য অশ্ব ও শকট সমস্ত প্রান্তর ছেয়ে ফেলল। এই সমস্ত কসাকদের মধ্যে, আটটি রেজিমেন্টের মধ্যে ছিল একটি বাছাই-করা রেজিমেন্ট—সেই রেজিমেন্টের নেতা ছিলেন তারাস বুলবা। সকলের উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠতা ছিল নানাবিধ : তাঁর পরিণত বয়স, বহুদর্শিতা, স্বকীয় সৈন্যচালনায় নৈপুণ্য ও শত্রুর প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা। তাঁর নির্মম হিংস্রতা ও নির্দয়তা এমনকি কসাকদের কাছেও মনে হত মাত্রাতিরিক্ত। তাঁর পক্বকেশ মস্তক অগ্নিকাণ্ড ও ফাঁসিকাঠ ছাড়া আর কিছুই মেনে নিত না; সমরসভায় তাঁর একমাত্র পরামর্শ ছিল শত্রুর নিশ্চিহ্ন নিধন।

www.pathagar.com

যে-সমস্ত যুদ্ধকাণ্ডে কসাকরা নিজেদের পরাক্রম জাহির করল তার, কিংবা এই অভিযানের সমস্ত অগ্রগতির সকল পর্বগুলি বর্ণনা করার প্রয়োজন এখানে নেই: সামরিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার উল্লেখ আছে। এটা সুবিদিত, রুশদেশে ধর্মের জন্য সংগ্রাম কী ভীষণ; ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে বলবান শক্তি কিছুই নেই। এ-শক্তি অজেয় ও ভীতিপ্রদ, যেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সদাপরিবর্তনশীল সমুদ্রের মধ্যে এক অমানুষি পর্বত। সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে উত্থিত হয় এর আকাশমুখি অভেদ্য প্রাচীর, সে-প্রাচীর একটি অখণ্ড প্রান্তর দিয়ে গড়া। তাকে দেখা যায় চারদিক থেকে, দ্রুতধাবমান তরঙ্গগুলির দিকে তা চেয়ে থাকে নির্ভয়ে। আর দুর্ভাগ্য সেই জাহাজের যা এসে তাতে আছাড় খেয়ে পড়ে! তার অসহায় মাস্তুলাদি খণ্ড খণ্ড হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ডুবে যায় তার যা-কিছু আছে, চমকিত বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ হয় তার মরণোন্মুখ নাবিকদের করুণ ক্রন্দনে।

সাময়িক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিশদভাবে লিখিত আছে কেমন করে পোলীয় সৈন্যদল পলায়ন করল মুক্তিপ্রাপ্ত শহরগুলি থেকে; কেমন করে সমস্ত বিবেকহীন ইহুদি-সুদখোরদের ফাঁসি হল; রাজকীয় কমান্ড্যান্ট নিকোলাই পোতোৎস্কি তার বহুসংখ্যক সৈন্যবাহিনী সত্ত্বেও এই অজেয় শক্তির বিরুদ্ধে কত অসহায় হয়ে পড়ল; কেমন করে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে তার সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠ অংশ নিমজ্জিত হল একটা ছোট নদীতে; কেমন করে ছোট পোলোন্নয়ে[১০] শহরে তাকে অবরুদ্ধ করল ভয়ঙ্কর কসাক রেজিমেন্টগুলি এবং কেমন করে চরম দুর্গতির চাপে এই পোলীয় কমান্ড্যান্ট রাজা ও মন্ত্রিবর্গের নামে শপথ করে বলল যে তারা কসাকদের সব দাবি পূরণ করবে এবং তাদের পূর্বতন সব অধিকার ও সুযোগসুবিধা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কসাকরা এতে বিশ্বাস করল না; পোলীয় শপথের মূল্য কত তা তারা আগেই জানত। ছয় হাজার ডুকাট[১১] মূল্যের অশ্বে আরোহণ করে অভিজাত মহিলাদের দৃষ্টি ও অভিজাতবর্গের ঈর্ষা আকর্ষণ করা, অথবা সেনেটারগণকে সাড়ম্বর পানভোজনে আপ্যায়ন করে আইনসভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা পোতোৎস্কির পক্ষে আর কখনও সম্ভব হত না যদিনা স্থানীয় রুশি ধর্মযাজকেরা তার প্রাণরক্ষা করতেন। ধর্মযাজকেরা সকলেই যখন তাঁদের সুবর্ণখচিত উজ্জ্বল দীর্ঘ অঙ্গাবরণ পরে, ক্রুশ ও দেবতার প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে, হাতে ক্রুশ ও মাথায় মুকুটসহ স্বয়ং বিশপকে পুরোভাগে নিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন কসাকরা সকলেই তাদের মাথা নত করে টুপি খুলে ফেলল। সেই মুহূর্তে কসাকরা কাকেও গ্রাহ্য করত না, এমনকি রাজাকেও নয়; কিন্তু তাদের নিজেদের খ্রিস্টীয় গির্জার বিরুদ্ধাচরণ করতে তারা সাহস করল না, ধর্মযাজকদের তারা মেনে নিল। কমান্ড্যান্ট ও তাঁর কর্নেলরা স্বীকৃত হলেন পোতোৎস্কিকে মুক্তি দিতে, আর পোতোৎস্কি এই শপথ করল যে সে খ্রিস্টীয় গির্জাগুলিকে স্বাধীনতা দেবে, অতীতের শত্রুতা ভুলে যাবে, কসাক-যোদ্ধাদের কোনোরকম অপমান করবে না। কেবল একজন কর্নেল এই শান্তিব্যবস্থায় সম্মত হলেন না—তিনি তারাস। মাথা থেকে একগুচ্ছ চুল ছিঁড়ে তিনি চিৎকার করলেন :

www.pathagar.com

'শোনো কমান্ড্যান্ট ও কর্নেলেরা! এই মেয়েলি কাণ্ড কোরো না! বিশ্বাস কোরো না পোলদের : এই কুত্তারা আমাদের ঠকাবেই!'

রেজিমেন্টে মুহুরি যখন শর্তগুলি উপস্থিত করল এবং কমান্ড্যান্ট তাতে স্বাক্ষর করলেন, তারাস তখন তাঁর বহুমূল্য তুর্কি তরবারি উন্মুক্ত করে তাকে কাঠির মতো ভেঙে দুখানা করলেন, তারপর দুই খণ্ডকে দূরে দুই দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন :

'বিদায় এখন! এই তলোয়ারের দু-খণ্ড যেমন কোনোদিন জোড়া লেগে একটা তলোয়ার হবে না, তেমনই ভাইসব, তোমাদের সঙ্গে এই পৃথিবীতে আর কখনও আমার দেখা হবে না। মনে রেখো তোমরা আমার বিদায়কালের বাণী' (কথাগুলি বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উর্ধ্বে উঠতে লাগল, ধ্বনিত হল এ-যাবৎ অজানা এক শক্তিতে—সকলে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল তাঁর দিব্যসুলভ বাণীতে)। 'তোমাদের মৃত্যুকালে আমাকে মনে পড়বে তোমাদের। তোমরা কি ভাবছ তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা পেয়েছ; ভাবছ তোমরাই করবে প্রভুত্ব? তা নয়, অন্যেরা প্রভুত্ব করবে তোমাদের ওপর; তুমি, কমান্ড্যান্ট, তোমার মাথা থেকে ছাল ছাড়িয়ে নেবে, মাথায় গুঁজে দেবে ভুষির চাপ, বহুকাল ধরে মেলায় মেলায় তাকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াবে! আর তোমরাও মহাশয়রা, বাঁচাতে পারবে না তোমাদের মাথা! তোমাদের থাকতে হবে স্যাঁতসেঁতে গহ্বরে, পাথরের দেয়ালের আড়ালে, যদি তোমাদের ভেড়ার মতো জীবন্ত কড়াইয়ে সেদ্ধ না করে!'

'আর তোমরা, জোয়ানেরা!' তিনি বলতে লাগলেন নিজের দলের দিকে ফিরে, 'তোমাদের মধ্যে কে চায় বরণ করতে মৃত্যুর মতো মৃত্যু—রসুইখানার ধারে নয়, মেয়েদের বিছানায় নয়, শুঁড়িখানার কাছে বেড়ার ধারে মাতাল হয়ে বাসিমড়ার মতো নয়, কে চায় খাঁটি কসাকের মৃত্যু—বর-কনের মতো সকলে এক পালঙ্কে? নাকি তোমরা ফিরে যেতে চাও দেশে, ধর্মত্যাগ করে পিঠের ওপর বইতে চাও পোলীয় পুরুতদের?'

'তোমার সঙ্গে, কর্নেল, তোমার সঙ্গে!' তারাসের রেজিমেন্টে যারা ছিল সকলে চেঁচিয়ে উঠল, এবং অন্যান্য অনেকেও যোগ দিল তাদের দলে।

'তা-ই যদি হয়, এসো আমার সঙ্গে!' বললেন তারাস, মাথায় টুপি থাবড়ে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের দিকে যারা পিছিয়ে রইল; নিজের ঘোড়ায় চেপে বসে তিনি তাঁর দলকে হাঁক দিলেন : 'আমাদের কড়া কথা কেউ যেন বোলো না! চলো জোয়ানরা, এবার ক্যাথলিকদের অতিথি হওয়া যাক!'

এই বলে তিনি ঘোড়ায় চাবুক মারলেন, তাঁর পিছনে চলল একশো গাড়ির এক দীর্ঘ সারি, তাঁর সঙ্গে চলল পদাতিক ও অশ্বারোহী বহু কসাক। যারা পিছিয়ে রইল তাদের দিকে তিনি ফিরে তাকালেন ভীষণ ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে। কারও সাহস হল না তাদের থামায়। সমস্ত সৈন্যশ্রেণীর সম্মুখ দিয়ে চলে গেল রেজিমেন্ট, আর তারাস বহুক্ষণ ধরে মুখ ফিরিয়ে ভীষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

স্বয়ং কমান্ড্যান্ট ও কর্নেলরা দাঁড়িয়ে রইলেন ম্লানভাবে; সকলে চিন্তাকুল হয়ে দীর্ঘকাল নীরবে রইলেন যেন গভীর দুঃখের পূর্বাভাসে তাঁরা ভারাক্রান্ত।

www.pathagar.com

তারাসের ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা হয়নি; তিনি যা যা বলেছিলেন সবই ফলে গেল। অল্পকালের মধ্যেই, কানেভে বিশ্বাসভঙ্গের পর, কমান্ড্যান্টের মাথা তাঁর অনেক প্রধান সেনাপতির মাথার সঙ্গে স্থাপিত হল শূলে।

আর তারাসের কী হল? তারাস নিজের রেজিমেন্ট নিয়ে সারা পোল্যান্ডে বিচরণ করতে লাগলেন, আঠারোটি ছোট শহর ও চল্লিশটি ক্যাথলিক গির্জা পুড়িয়ে দিয়ে ক্রাকভ পর্যন্ত পৌছালেন। অনেক উঁচু উঁচু অভিজাতকে তিনি নিহত করলেন, লুঠ করলেন শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী প্রাসাদ; তাঁর কসাকরা অভিজাতদের ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার থেকে বহুকাল ধরে সযত্নে সঞ্চিত মদ ও মধু টেনে বার করে মাটিতে ঢেলে দিল; মূল্যবান বস্ত্র, পোশাক, বাসনপত্রাদি যা-কিছু পেল ভেঙে ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিল। 'কিছুই ছাড়বে না!' এই ছিল তারাসের একমাত্র কথা। কৃষ্ণ-ভ্রূ মহিলা আর শুভ্রবক্ষ, সুন্দরমুখ তরুণীগণকে কোনো সম্মান দেখাল না কসাকরা; গির্জা ও বেদির কাছে গিয়েও তারা রক্ষা পেল না : বেদির সঙ্গে তাদেরও তারাস পুড়িয়ে মারলেন। অগ্নিময় শিখার মধ্য থেকে অনেক শুভ্র-কোমল বাহু সকরুণ ক্রন্দনের সঙ্গে উত্থিত হল আকাশের দিকে, সে-ক্রন্দনে নিষ্প্রাণ ভূমিতলও বিচলিত হত, স্তেপের দূর্বাদলও তাদের দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হত। কিন্তু নির্দয় কসাকরা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করল না, পথ থেকে শিশুদের বর্শার মুখে বিঁধে নিয়ে তাদেরও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। 'ওরে দুরাচার পোলরা, তোদের জন্যে এই হল আমার অস্তাপের শ্রাদ্ধ-উৎসব!' এই ছিল তারাসের একমাত্র কথা। অস্তাপের এই শ্রাদ্ধ-উৎসব তিনি সম্পন্ন করে চললেন প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে। অবশেষে পোলীয় শাসকগণের মনে হল তারাসের এই আক্রমণগুলি সাধারণ ডাকাতির পর্যায়ভুক্ত নয়। সেই একই পোতোৎস্কিকে পাঁচটি রেজিমেন্ট দিয়ে আদেশ করা হল তারাসকে যেন অনিবার্যভাবে বন্দি করা হয়।

আঁকাবাঁকা গ্রাম্যপথ বয়ে কসাকরা ছয় দিন ধরে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের এড়িয়ে চলল; এই অস্বাভাবিক দৌড় ঘোড়াগুলি আর প্রায় সহ্য করতে পারছিল না, তবু কসাকদের প্রাণ তারা প্রায় বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এবারে পোতোৎস্কি ছিল তার উপর প্রদত্ত ভারের যোগ্য : অক্লান্তভাবে এদের পশ্চাদ্ধাবন করে সে উপস্থিত হল দ্‌নেস্ত্র নদীর ধারে, সেখানে এক পরিত্যক্ত ভগ্ন দুর্গের ভিতর তারাস আশ্রয় নিয়েছিলেন বিশ্রামের জন্য।

দ্‌নেস্ত্রের একেবারে ধারে এক খাড়াই পাহাড়ের মাথায় দূর থেকে দেখা যেত এই দুর্গের ছিন্নভিন্ন প্রাকার ও ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীর। পাহাড়ের মাথা ভাঙা ইটপাথরে ভরা, মনে হয় যেন তা যে-কোনো মুহূর্তে মাটির দিকে সবেগে গড়িয়ে পড়তে পারে। দুদিকে, সমতলভূমির মুখোমুখি এই স্থানে রাজকীয় কমান্ড্যান্ট পোতোৎস্কি তারাসকে ঘিরে ফেলল। চার দিন ধরে কসাকরা লড়ল, পোলদের তাড়িয়ে দিল ইট ও পাথর ছুড়ে। কিন্তু শেষে তাদের শক্তি ও সঞ্চয় ফুরিয়ে এল; তারাস স্থির করলেন শত্রুশ্রেণী ভেদ করে বের হবেন। কসাকরা প্রায় ভেদ করে বের হয়েছিল, হয়তো তাদের দ্রুতগতি অশ্বেরা এবারেও বিশ্বস্তভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারত, কিন্তু এই অতি দ্রুতধাবনের মধ্যে তারাস হঠাৎ থেমে চিৎকার করে উঠলেন, 'দাঁড়াও! আমার

www.pathagar.com

তামাকসুদ্ধ পাইপ পড়ে গেছে; আমি চাই না যে আমার পাইপটা পর্যন্ত এই দুরাচার পোলরা পাক!' প্রবীণ সর্দার ঘোড়া থেকে ঝুঁকে পড়ে ঘাসের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন তাঁর পাইপ—জলেস্থলে, যুদ্ধে, গৃহে সে-পাইপ তাঁর অচ্ছেদ্য সঙ্গী। এই সময় একদল শত্রুসৈন্য হঠাৎ ছুটে এসে তাঁর শক্তিশালী স্কন্ধদেশ চেপে ধরল। তিনি নিজের কাঁধে ঝাঁকানি দিলেন, কিন্তু যারা তাঁকে ধরেছিল তারা, আগে যেমন হত, তেমন করে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল না। 'হায় বার্ধক্য, বার্ধক্য!' বলে কেঁদে ফেললেন এই পুষ্টদেহ বৃদ্ধ কসাক। কিন্তু অপরাধ বার্ধক্যের নয়; বহুর শক্তি পরাজিত করল এক-কে। কমপক্ষে ত্রিশজন লোক তাকে হাতেপায়ে জাপটে ধরল। 'ঘুঘু এবার ফাঁদে পড়েছে!' চিৎকার করল পোলরা। 'এখন ভেবে দেখতে হবে কেমন করে এই কুকুরটাকে তার প্রাপ্য মেটানো যায়।' তারা স্থির করল, তাদের কমান্ড্যান্টের অনুমতি অনুসারে, সকলের সামনে একে জীবন্ত দগ্ধ করবে। কাছেই ছিল একটা গাছের নিষ্পত্র গুঁড়ি, তার মাথায় বাজ পড়েছিল। লোহার শিকল দিয়ে এই গুঁড়িতে তারা তাঁকে বাঁধল, হাতের ভিতর দিয়ে পেরেক ঠুকে তাঁকে উঁচু করে টাঙাল, যাতে বহুদূর থেকে দেখা যায় এই কসাককে; নিচে জমা করল জ্বালানি কাঠ। কিন্তু তারাস এই জ্বালানি কাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলেন না, ভাবলেন না যা দিয়ে তাঁকে দগ্ধ করা হবে সেই আগুনের কথা; তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি দেখছিলেন সেইদিকে যেখানে কসাকরা শত্রুর বিপক্ষে গুলি চালাচ্ছে : উঁচুতে থাকায় তিনি সবই যেন নিজের কররেখার মতো স্পষ্ট দেখছিলেন।

'জোরে হাঁকাও, জোয়ানেরা, জোরে হাঁকাও!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'চলে যাও ঐ ঢিবিটায়, বনের পেছনে; সেখানে এরা ধরতে পারবে না!'

কিন্তু বাতাসে তাঁর কথা উড়িয়ে দিল।

'গেল, গেল, সামান্য একটুর জন্যে সব গেল!' হতাশায় বলে উঠলেন তিনি, তারপর চোখ নিচু করে তাকালেন সেইদিকে যেখানে দ্‌নেস্ত্র নদী ঝলমল করছে। আনন্দে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি দেখলেন ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে চারটি নৌকোর গলুই। কণ্ঠের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত করে তিনি উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন :

'তীরের দিকে! জোয়ানেরা, তীরের দিকে! বাঁদিকে ঢালুপথে নেমে এসো! নদীতীরে নৌকো আছে, সবকটিকে নেবে, নইলে এরা পিছুতাড়া করবে!'

এবারে বাতাস বইছিল অন্য দিক থেকে, কসাকরা তাঁর সব কথা শুনতে পেল। কিন্তু এই উপদেশের ফলে তাঁর মাথায় পড়ল কুঠারের উলটাপিঠের এমন আঘাত যে তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুই আবর্তিত হতে লাগল।

কসাকরা প্রাণপণ শক্তিতে তাদের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পাহাড়ি পথে; কিন্তু তাদের অনুসারকেরাও প্রায় তাদের ধরে ফেলল। দেখা গেল, পথটা এত বেশি এঁকেবেঁকে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে যে তাদের দৌড়ে ক্রমাগত বাধা হয়। একমুহূর্তের জন্য থেমে তারা বলল, 'কপাল ঠুকে চলে এসো, বন্ধুসব!' তারপর চাবুক তুলে শিস দিল—আর তাদের তাতারি ঘোড়ারা পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে, সাপের মতো টানটান হয়ে ঝাঁপ

www.pathagar.com

দিয়ে পড়ল একেবারে দ্‌নেস্ত্র নদীর মধ্যে। কেবলমাত্র দুজন নদী পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না, উঁচু থেকে আছাড় খেয়ে পড়ল পাহাড়ি পাথরের উপর, তাদের ঘোড়াসমেত তারা সেখানেই মরল একটিও শব্দ না করে। ইতিমধ্যে অন্য কসাকরা অশ্বপৃষ্ঠে নদীতে সাঁতার দিয়ে নৌকোগুলির বাঁধন খুলতে লাগল। পাহাড়ের প্রান্তে এসে থামল পোলরা, কসাকদের এই অশ্রুতপূর্ব কীর্তিতে তারা বিমূঢ় হয়ে ভাবতে লাগল তারাও ঝাঁপিয়ে পড়বে কি না। কেবল একজন সতেজ উষ্ণ-শোণিত তরুণ কর্নেল, যে-অপূর্ব সুন্দরী পোলীয় রমণী হতভাগ্য আন্দ্রিকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল তার সহোদর ভাই, সে-মুহূর্তে না-ভেবে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কসাকদের পিছনে; কিন্তু ঘোড়াসুদ্ধ তিনবার আকাশে পাক খেয়ে সোজা সে আছাড় খেয়ে পড়ল পাহাড়ের ধারাল পাথরগুলির উপরে। পাথরের ধারে ছিন্নভিন্ন হয়ে সেখানেই সে মরল, তার রক্তাক্ত মস্তিষ্কে সিক্ত হয়ে গেল সেই গহ্বরের রুক্ষগাত্রের গুল্মগুলি।

আঘাতের পর তারাস বুলবার চেতনা ফিরে এলে তিনি তাকালেন দ্‌নেস্ত্র নদীর দিকে, দেখতে পেলেন কসাকরা ইতিমধ্যেই নৌকো চালিয়ে চলে যাচ্ছে; পাহাড়ের উপর থেকে গুলি চালানো হচ্ছে তাদের দিকে কিন্তু তাদের কাছ পর্যন্ত তা পৌঁছাচ্ছে না। বৃদ্ধ সর্দারের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'বিদায়, বন্ধুরা!' উপর থেকে তিনি তাদের চিৎকার করে বললেন। 'আমাকে মনে রেখো, আগামী বসন্তে আবার এসো আর-এক দফা গৌরবের আক্রমণের জন্যে! পোলীয় শয়তানেরা, কী ভাবছিস তোরা? ভাবছিস কি, সংসারে এমন কিছু আছে যাতে কসাকরা ভয় পাবে? একটু অপেক্ষা কর, সে-সময় আসবে, আসবেই সে-সময়, যখন তোরা দেখতে পাবি সনাতনি রুশিদের কী প্রবল শক্তি! দূরের ও কাছের জাতিরা তা অনুভব করছে এখনই : রুশদেশ থেকে এমন সম্রাটের উদয় হচ্ছে, যাঁর কাছে নীতিস্বীকার করবে না এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই!'

নিচের ধুনি থেকে শিখা উপরে উঠে, তাঁর দুই পা ঘিরে সমস্ত গাছটিকে ছেয়ে ফেলল... কিন্তু পৃথিবীতে কোথায় সেই আগুন, সেই অত্যাচার, সেই শক্তি যা রুশশক্তিকে পরাজিত করতে পারে!

দ্‌নেস্ত্র ছোটনদী নয়, তার অনেক খাঁড়ি, ঘন নলখাগড়ার বন, অগভীর চড়া ও গভীর গহ্বর; তার জলস্রোত আয়নার মতো ঝলমলে, শোনা যায় রাজহাঁসের কলরোল, দেখা যায় দর্পিত হাঁসের দ্রুত সঞ্চরণ; বহু স্নাইপ, লালগলা পাখি, আরও নানা জলপক্ষীর বাস তার তীরে তীরে ও খাগড়াবনে। কসাকরা দ্রুতগতিতে চলল তাদের সরু সরু দুই হালের নৌকোয় সমতালে দাঁড় চালিয়ে, সাবধানে চড়ার পাশ কাটিয়ে জলপক্ষীদের চমকিত ও বিক্ষিপ্ত করে। দাঁড় টেনে চলল তারা আর বলতে লাগল তাদের সর্দারের কথা।

www.pathagar.com

টীকা

১. আর্খিমানদ্রিত : মঠে সর্বজনমান্য ব্যক্তি, এখানে সেমিনারির অধ্যক্ষ বোঝানো হয়েছে।

২. কুরেন : জাপোরেজীয় ও সেইসঙ্গে সৈন্য-সংগঠন। এর নেতৃত্বদানকারীকে আতামান বলা হয়। অর্থাৎ কুরেন-এর সেনাপতি আতামান নামে অভিহিত।

৩. বালালাইকা : একধরনের তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র।

৪. আনাতোলিয়া : তুরস্কের কৃষ্ণসাগরীয় উপকূল।

৫. সেকুইন : প্রাচীন ইতালীয় স্বর্ণমুদ্রার নাম।

৬. জেরার্দো : পুরো নাম গেরার্দ গত্তগোর্ত্ত (১৫৯০-১৬৫৬)। হল্যান্ড-এর একজন শিল্পী। রাত্রের বাতি, প্রদীপ ইত্যাদিতে আলোকিত বিভিন্ন দৃশ্য আঁকতে ভালোবাসতেন তিনি, সেইজন্য তাঁকে বলা হত della note (দেল্লা নোত্তে) অর্থাৎ রাত্রিকালীন।

৭. দীর্ঘ-নলী বন্দুক : এর নাম রুশভাষায় পিশ্চাল। দৈর্ঘ্যে দেড় মিটার।

৮. অস্ত্রানিৎসা : পোলীয় শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কসাকদের অন্যতম নেতা। ১৬৮০-তে ওয়ারশতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাঁকে।

৯. গুন্যা : পুরো নাম গুন্যা লেওন ; ১৬৮০ সালের অভিযানের সময় তিনি ছিলেন অস্ত্রানিৎসার সহকারী।

১০. পোলোন্নয়ে শহর : ১৬৩৮ সালে এই শহরে যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে অস্ত্রানিৎসার হাতে পরাস্ত হন নিকোলাই পোথকি। পোলীয়রা তখন সম্পূর্ণ শান্তির প্রস্তাব দিল। কিন্তু অস্ত্রানিৎসা ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করে পোল্যান্ডের শাসকরা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে এই চুক্তি মানেনি।

১১. ডুকাট : বাইজেন্টাইন স্বর্ণমুদ্রার নাম।

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি **'চিরায়ত গ্রন্থমালা'**র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

www.pathagar.com